রাষ্ট্র ও আবর্ত্তন

(THE STATE AND REVOLUTION)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কস্‌-বাদের শিক্ষা ও বিপ্লবে সর্ব্বহারাদের কর্ত্তব্য

নিকোলাই লেনিন

(ভি, আই, উলিয়ানভ্‌)

অনুবাদক

সোমনাথ লাহিড়ী

জুলাই, ১৯৩২

প্রকাশক:—আবদুল হালিম
গণ-শক্তি পাব্লিশিং হাউস
২৫ নং ঘর, ৪১ জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান:
বর্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস
২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
—কলিকাতা—
অন্যান্য পুস্তকালয়ে ও প্রকাশকের ঠিকানায়।

মূল্য—দেড় টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্কাফ প্রেস্
১৫নং নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলা অনুবাদকের

ভূমিকা

প্রথমেই অনুবাদের অদ্ভুত নামকরণের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

The State and Revolution কথাটার সোজাসুজি বাংলা মানে হ'চ্ছে "রাষ্ট্র ও বিপ্লব", কিন্তু বিপ্লব কেটে কেন "আবর্ত্তন" করা হ'ল তার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। প্রথমে এর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" নামকরণই হ'য়েছিল—কিন্তু সেই নাম শুদ্ধ লেখাটা নিয়ে ছাপাখানার দোরে দোরে ঘুরেও এর ব্যবস্থা করা গেল না—বর্ত্তমান "স্থিতি-স্থাপক" আইনের ভয়ে বিপ্লব নামেই সবাই ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। কাযেই তখন অভিধান খুঁজে revolution-এর একটা নিরীহ পরিভাষারূপে 'আবর্ত্তনকে' আবিষ্কার করা গেল। এবং কাযও তাতেই মিটল'।

এই অনুবাদটা নিউ ইয়র্কের ভ্যানগার্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত ১৯২৭ সালের ইংরেজী অনুবাদ থেকেই করা হ'য়েছে। ইংরেজী বইটা আমাদের দেশে নিষিদ্ধ নয় এবং তার চলনও আছে যথেষ্ট—কাযেই যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় যে বাংলা অনুবাদের ভাগ্যেও কোন "দুরদৃষ্ট" ঘটবে না।

অনুবাদ সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা দরকার। অনুবাদ প্রথমে আমি ঢেলে সেজে এবং প্রয়োজনমত অদল বদল ক'রেই ক'রব ভেবেছিলাম; কিন্তু পরে দেখলাম যে লেনিনের মত বিখ্যাত লোকের এই রকম বিখ্যাত বইয়ের ঐ রকম অনুবাদ করার কোন অধিকারই আমার থাকতে পারেনা। বাংলা ভাষায় অনেক লেখকই অনেক বইয়ের অনুবাদ করেন—তার "ভাবাবলম্বনে"। এটা অত্যন্ত গর্হিত কায—বিশেষ ক'রে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন বইয়ের এরকম বাংলা করা খুবই নিন্দনীয়। কাযেই

অনুবাদ আমি যতদূর সম্ভব আক্ষরিকই ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি। কিন্তু বিশেষ ক'রে লেনিনের লেখার ধরণ বাংলা রচনা প্রণালী থেকে এত আলাদা রকমের এবং একটা বাক্যের মধ্যে আর একটা সম্পূর্ণ স্বাধীন বাক্য তিনি এত বেশী প্রয়োগ করেন যে তার অনুবাদ করা অথচ তাতে বাংলা রূপ দেওয়া বড়ই দুঃসাধ্য।

বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতির দুর্ভাগ্যের কথা যে এতদিনে লেনিনের লেখা কোন বইয়েরই তর্জমা হয়নি—এইটাই সর্ব প্রথম। অথচ শোনা যায় যে বাংলা দেশে রাজনৈতিক মতিসম্পন্ন নেতা ও তরুণদের মধ্যে অনেকেই নাকি আজকাল "সাম্যবাদী" হ'য়ে পড়েছেন। যে সমস্ত বাঙালী "সাম্যবাদীর" সঙ্গে আমি আলাপ ক'রেছি—তাঁদের অধিকাংশ থেকে বেশ বুঝতে পেরেছি যে রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্বন্ধে মার্ক্স-বাদের শিক্ষা বিষয়ে অজ্ঞতাটাই তাঁদের সবচেয়ে প্রচণ্ড। কাযেই এ সম্বন্ধে সব চেয়ে ভাল বইটাই তাঁদের হাতে তুলে দিলাম। এতে যদি মার্ক্স-বাদের বিকৃতি এতটুকুও রক্ষা পায় তাহ'লেই আমার শ্রম সফল হবে।

অনেকে রাজনৈতিক বইয়ের বাংলা তর্জমা পড়ে অনুযোগ করেন যে সেটা ইংরেজীর চেয়েও দুর্বোধ্য। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই রাজনৈতিক বিষয়ে—বিশেষ ক'রে মার্কস্-বাদ সম্বন্ধে—ভাবতে, শুনতে ও পড়তে আমরা ইংরেজীতেই বেশী অভ্যস্ত। বাংলায় এ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা অভ্যাস নেই, এবং শব্দসমূহের বাংলা পরিভাষার সঙ্গে আমরা পরিচিতও নই। কাযেই বাংলা অনুবাদ যে আমাদের কাছে ইংরেজীর চেয়ে দুর্বোধ্য ঠেকবে তা বিচিত্র নয়। তবে এই রকম অনুবাদ ক'রে ও প'ড়ে ভাল পরিভাষা সমষ্টির সৃষ্টি হ'লে এবং সেগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত হ'লে তখন আর বাংলা অনুবাদ দুর্বোধ্য লাগবে না। এখানে ব'লে রাখা যাক যে "সোস্যালিজ্‌ম্"এর পরিভাষারূপে আমি "সাম্যবাদ" কথাটা ব্যবহার ক'রেছি, আর "কমিউনিজ্‌ম্"কে কমিউনিজ্‌ম্ ব'লেই চালিয়ে দিয়েছি।

এই বইটা ভাল ক'রে বুঝতে গেলে ১৮০০ সালের শেষ দিক থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত রুশ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। ইংরেজী অনুবাদক অনুবাদ ক'রেই ক্ষান্ত—কোন কথার নোট দেওয়া তিনি দরকার মনে করেননি। আমি প্রয়োজন মত পাতার তলে "অনুবাদক" স্বাক্ষরিত কতকগুলি ফুটনোট দিয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া ভূমিকার পরে রাশিয়ার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক পার্টিগুলোর বিষয় ও তাদের পরিণতির ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে একটি "পরিচয়" লিখে দিলাম। আশা করি তাতে বুঝবার সুবিধা হবে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ ইতিহাস আরও ভাল ক'রে দেবার ইচ্ছা রইল'। আর একটা কথা, ইংরেজীতে যেখানে ইটালিক্স্ আছে, বাংলায় সেখানে আমি বড় বড় হরফ ব্যবহার ক'রেছি।

অনুবাদ বিষয়ে বন্ধু আবদুল হালিম আমাকে অনেক সাহায্য ক'রেছেন।

—সোমনাথ লাহিড়ী

ক'লকাতা

১৫ জুন, ১৯৩২

পরিচয়

জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৭৬ সালে রুশ দেশে "নারোদনিক্" বা "পপুলিষ্ট" নামে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এটা গুপ্তসমিতি হিসাবেই চ'লতে থাকে এবং প্লেখানভ্, ভেরা নাটান্সন্, মিখাইলোভ্ প্রমুখ অনেকে এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রুশ দেশে যে ব্যবসা ও শিল্পের চলন হবে, কারখানা ইত্যাদি গ'ড়ে উঠবে তা তারা বিশ্বাস করতনা—ত্রাসনীতির (terrorism) সাহায্যে কৃষক রুশিয়া শীঘ্রই সাম্যবাদে উপনীত হবে, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। ১৮৭৯ সালে পপুলিষ্টদের "জমি ও মুক্তি সঙ্ঘের" সভায় ত্রাসনীতিই অত্যাচারী জারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার বিশেষ উপায় ব'লে ঘোষিত হ'লে দলের মধ্যে দুটো ভাগ হ'য়ে যায়। বিভক্ত দলের নাম হয় "ব্ল্যাক ডিভিসান" এবং প্লেখানভ্, ভেরা জাসুলিচ, পল্ অ্যাক্সেলরড ইত্যাদি ছিলেন এর সভ্য। তাঁরা জমি সকল লোকের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন—এবং মজুর, চাষাদের গণ-প্রচেষ্টা ও বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথার ওপর তারা খুব জোর দিতেন। (এঁদের কথা পরে সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে আবার দেখুন)। পপুলিষ্টদের বাকী অংশ "পিপ্‌লস্ উইল" নামে চ'লতে থাকে এবং ১৮৮১ সালে এই দল থেকে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করা হয়। এর পরে পুলিসের অত্যাচার ও অন্য কারণে এই দল একেবারে ধ্বংস হয়।

পরে উনিশ শতাব্দীর শেষে চাষা ও ছাত্র আন্দোলন যখন পুনর্জীবিত হয় সেই সময় "সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশানারি" বা "সোস্যাল রেভোলিউশানারি" (এদের নামের গোড়ার অক্ষর দুটো নিয়ে এদের "এসার"ও বলা হয়) দলের জন্ম হয়। পুরানো ও লুপ্ত "পিপ্‌লস্

উইলের" অনেকেই এসে এতে যোগ দেয় এবং এরাও বিশ্বাস ক'রত যে গভর্মেণ্টের লোকদের গুপ্তহত্যা ক'রে বা ব্যক্তিবিশেষকে খুন ক'রে ত্রাস-নীতির সাহায্যে দেশ স্বাধীন ক'রবে। রাজনৈতিক সংগ্রামে মজুর ও চাষীদের নেতৃত্ব ও বিপ্লবের কথা তারা বুঝতে পারেনি, কারণ তাদের মতে "জাতি দু'ভাগে বিভক্ত—বীরগণ এবং সর্ব্বনিম্নশ্রেণী ও জনতা"। বীরগণই ইতিহাস প্রণয়ন করে, আর জনতা পেছনে থেকে যন্ত্রের মত বিশৃঙ্খলভাবে ব্যয় ক'রে যায়। এরা ধনবাদের ধ্বংস কামনা ক'রত, কিন্তু তা আনবার জন্যে তারা উগ্রপন্থার পক্ষপাতী ছিল।

১৯১৭ সালে মার্চ বিপ্লবের পর বিপ্লবী চাষীদের আন্দোলনের তীব্রতা দেখে এ দলের মধ্যে অনেকে ভূমির ব্যক্তিগত অধিকার প্রথা উঠিয়ে দিতে চায় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে "চরম" (left) সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশানারি দল গঠন করে। এরা অনেক পরিমাণে বোলশেভিকদের সমর্থন ক'রত। আর "নরম" সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশানারি দল মেনশেভিকদের সঙ্গে মিলে বোলশেভিকদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রত। এদের আসল মতলব ছিল বুর্জোয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কেরেন্স্কি, সাভিঁকফ, আউকজান্টিয়েফ্ ইত্যাদি এই দলের মধ্যে ছিলেন।

প্রথম প্যারায় পপুলিষ্ট দলের নতুন বিভাগ "ব্ল্যাক ডিভিসানের" কথা বলা হ'য়েছে। পুলিসের ভয়ে এর নেতারা বিদেশে পালিয়ে যান। প্লেখানভ, ভেরা জাসুলিচ্, পল্ অ্যাক্সেলরড প্রভৃতি কয়েকজনে তাঁদের পুরানো দলের ভুল বুঝতে পারেন। রুশ দেশে যে কল, কারখানা, শিল্প প্রভৃতির চলন হবে, চাষীদের বদলে মজুরেরাই যে বিপ্লবের নেতৃত্ব ক'রবে এই সমস্ত সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেন। সেইখানে তাঁরা "মজুর-মুক্তি সঙ্ঘ" নামে একটী সাম্যবাদী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সঙ্ঘই ভবিষ্যৎ রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক (লেবার) পার্টির জন্ম দেয়। এই সঙ্ঘের প্রোগ্রাম দিনে দিনে পপুলিষ্ট ধারণা-মুক্ত ও উন্নত হ'য়ে উঠতে লাগল এবং শেষে বিজ্ঞান-সম্মত মার্কস্-বাদই তাদের কার্য্যপদ্ধতি হ'য়ে দাঁড়াল।

বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেবার পর ১৮৯৫ সালে লেনিন এই দলের সংস্পর্শে আসবার জন্যে বিদেশে যান। এই দলের কায ও প্রচারই রুশ দেশে মার্ক্স-বাদকে প্রসারিত করে ও মজুরদের শ্রেণী-কেন্দ্র গঠনে প্রবুদ্ধ করে।

এর পরে রাশিয়ায় "আইন-সঙ্গত মার্ক্স্-বাদ" ব'লে এক খিচুড়ী মতেরও উদ্ভব দেখা যায়। তাঁরা মুখে মার্ক্স-বাদী হ'লেও বিপ্লবকে পরিহার ক'রতেন এবং আসলে তাঁরা বুর্জোয়াদেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিটার ষ্ট্রুয়েভ, টুগান্ বারানোভ্স্কি ইত্যাদি এই দলের লোক ছিলেন।

যাই হোক, নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও রাশিয়ার দিকে দিকে মজুর-সঙ্ঘ ও মজুর আন্দোলন বেড়ে উঠতে লাগল এবং মজুরদের অর্থনীতিক সংগ্রামও দিন দিন অধিকতর স্পষ্টরূপে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ ক'রতে চ'লল। কাযেই সুসংবদ্ধ একটা রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৮৯৮ অব্দের ১লা মার্চ মিন্স্ক শহরে বিভিন্ন মজুর সঙ্ঘ ও পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে রুশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রাটিক (লেবার) পার্টির প্রথম বৈঠক হয়। এর পর পাঁচ বছর ধ'রে নানারকম নির্য্যাতন, অন্তর্বিবাদ ইত্যাদি সহ্য করার পর ১৯০৩ অব্দে লণ্ডনে ঐ পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

লণ্ডনের এই অধিবেশন পার্টির ইতিহাসে স্মরণীয়; কারণ এইখানেই সুবিধাবাদী ও আপোষকারীদের স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে ও পার্টি দুটী দলে বিভক্ত হ'য়ে যায়। পার্টির সভ্য কা'কে বলা যাবে তার সংজ্ঞা নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ হয় এবং লেনিন প্রমুখ বেশী সংখ্যক লোকে "বোলশেভিক" (Bolse—বেশী) নামে অভিহিত হন ও প্লেখানভ্, জাসুলিচ, মারটভ প্রমুখ কমসংখ্যকরা "মেন্শেভিক" নামে অভিহিত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ট্রট্স্কীও মেন্শেভিকদের পক্ষেই ছিলেন। মেন্-শেভিকরা উদারনীতিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ও বোলশেভিকরা বিপ্লব-পন্থা গ্রহণ করে।

১৯০৬ সালে একটি মিলন-বৈঠক হয় কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

বোলশেভিক পার্টি ঝগড়ার পর থেকেই আলাদাভাবে চ'লতে থাকে, তবে অনেক বিষয়ে তারা মেনশেভিকদের সঙ্গে মিশে কায করে। ১৯১২ সালে বাস্‌লে যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের কংগ্রেস হয় তাতে এই দু' দল পরিষ্কার রকম আলাদা হ'য়ে যায়। সমস্ত সুবিধাবাদী, সংস্কারকামী ও মেন্‌শেভিক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিয়ে বুর্জোয়াদের দাসত্বে নাম লেখায় ও অন্য অন্য দেশের মজুরদের বিরুদ্ধে গত মহাযুদ্ধে লড়বার জন্যে নিজের নিজের দেশের মজুরদের পরামর্শ দেয়। বোলশেভিক বা কমিউনিষ্টরা এইজন্যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনাল ত্যাগ ক'রে পরে মস্কোতে তৃতীয় বা কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল স্থাপিত করে।

এর পরের রুশ দেশের ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে— বিশেষ ক'রে আমাদের পড়ুয়া ছেলেদের। তার কারণ আমাদের দেশের পাতি-বুর্জোয়া তরুণদের রাজনৈতিক উৎসাহটা রোমান্স্‌ ও অস্ত্রশস্ত্রের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়—লেনিন, ষ্টালিন প্রভৃতির মত দীর্ঘকাল গোপনে ও প্রকাশ্যে জনগণের মধ্যে আন্দোলনের শিখাকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখার কঠোর ও আড়ম্বরহান সাধনার ধৈর্য্যও তাঁদের নেই, তাঁদের বুর্জোয়া-দাস মনোভাব সে রকম শিক্ষাও দেয়না।

সে যাই হোক, ১৯০৫ অব্দে রুশ জনগণের বিপ্লব বিফল হ'য়ে যাওয়ার পর এবং ১৯১২তে বিরাট সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধার পর রাশিয়ার সর্ব্বহারারা আবার আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সেই আন্দোলন রূপ পায় ১৯১৭র মার্চ মাসে (এটাকে রাশিয়ানরা ফ্রেব্রুয়ারী বলে ; কারণ তাদের তারিখ সাধারণ ইয়োরোপীয় তারিখ থেকে ১৩ দিন পেছনে)। চাষা ও মজুররা গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে কমিউনের ধরণের (কমিউন কি তা এই বইতে অতি বিশদভাবে ব'লে দেওয়া আছে) বিপ্লবী সভা বা সোভিয়েট স্থাপন করে এবং তাই থেকেই তারা শাসন চালাতে চায়। কিন্তু মার্চ বিপ্লবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সোস্যাল রেভোলিউশানারি, মেনশেভিক ইত্যাদির হাতেই বেশী ক্ষমতা থাকায় তারা মিলিত প্রতিনিধি সভা বা কন্‌ষ্টিটিউএণ্ট্‌

অ্যাসেম্বলি বসান হবে ও তাতেই সকল মুস্কিল আসান্ হবে ব'লে ধোঁকা দিয়ে সোভিয়েটগুলো ভেঙ্গে দিতে চায়। কিন্তু তার তারিখ পিছিয়ে পিছিয়ে বৈঠক আর কিছুতেই বসান হয়না। মধ্যবিত্ত ও সুবিধাবাদীদের সঙ্গে গরীব চাষী ও মজুর শ্রেণীর এই সংগ্রাম আবার রূপ গ্রহণ করে নভেম্বর বিপ্লবে এবং তাতেই চাষী মজুররা সোভিয়েটের মধ্যে ক্ষমতা সঞ্চিত ক'রে সর্ব্বহারা একাধিপত্যের ভিত্তি পত্তন করে। কিন্তু চাষীদের কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির মোহ দূর না হওয়ায় ১৯১৮র জানুয়ারীতে বৈঠক হয়। কিন্তু কামিউনিষ্টরা সোভিয়েটের তরফ থেকে সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হ'য়েছে ব'লে ঘোষণা ক'রে দিল এবং পরে যখন সোভিয়েটগুলো সমস্ত ক্ষমতা অধিকার ক'রে ফেল্‌লো তখন কাযেই কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির মৃত্যু হ'ল।

ক্যাডেট্‌স্ বা কন্‌ষ্টিটিউশানাল ডেমোক্রাট্‌স্ (নিয়মতান্ত্রিক গণ-তান্ত্রিক)—ধনী কারখানার মালিক, ব্যাঙ্কার, অভিজাতশ্রেণী, উকীল ইত্যাদি থেকে এই দল গঠিত হয়। এরা ১৯০৫ সালে জারের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে, কিন্তু মজুর চাষীদের চিরকালই এরা বিপক্ষতাচরণ ক'রে এসেছে। মার্চ বিপ্লবে প্রথমে এরা মন্ত্রীসভা গঠন করে কিন্তু পরে সেটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এরা বিপ্লবের পর কামিউনিষ্টদের হঠাবার জন্যে অনেক ষড়যন্ত্র ক'রেছিল। মিলুইকোভ, মার্টস্কি প্রভৃতি এ দলের নেতা।

ব্ল্যাক হানড্রেড্‌স্—১৮ শতাব্দীতে মজুর আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে জারের গভর্ণেণ্ট এই গুপ্ত-পুলিশ দলের সৃষ্টি করে। যেখানেই মজুর ও চাষীরা মূলধনী, জমিদার প্রভৃতি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে উত্থিত হ'ত সেখানেই এই গুপ্তচররা গিয়ে তাকে সাম্প্রদায়িক মারামারিতে বা ইহুদী বিদ্বেষে পরিণত ক'রবার চেষ্টা ক'রত। এদের উদ্দেশ্যই ছিল মজুর আন্দোলনের স্রোতকে বিপ্লবের দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

ভূমিকা

মত ও কাজ—দু'দিক দিয়েই রাষ্ট্রের প্রশ্ন বর্ত্তমানে বিশেষ গুরুতর হ'য়ে পড়ছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে একচেটে ধনবাদের—রাষ্ট্রীয় একচেটে ধনবাদে পরিবর্ত্তন খুব দ্রুত ও ঘনীভূত হ'য়েছে। যে রাষ্ট্র ক্রমেই আপনাকে সর্ব্ব-শক্তিমান মূলধনী সঙ্ঘগুলির সঙ্গে বেশী রকম এক ক'রে দিচ্ছে, সেই রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শ্রম-পরায়ণ জনগণের ওপর বিরাট অত্যাচার দিন দিন আরও ভীষণ হ'য়ে পড়ছে। সব থেকে অগ্রণী দেশগুলো (এখানে আমরা সেগুলোর "পেছনের" কথা বলছি) শ্রমিকদের সামরিক শ্রম-কারাগারে পরিণত হ'চ্ছে।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অসম্ভব দুঃখ ও বিভীষিকা জনগণের অবস্থা অসহ্য ক'রে তুলছে এবং তাদের ক্রোধ বর্দ্ধিত হ'চ্ছে।

এটা সুস্পষ্ট যে একটা আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারা বিপ্লব উদ্যত হ'চ্ছে।

কাযেই রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রশ্নটার ব্যবহারিক গুরুত্ব উপস্থিত হ'চ্ছে।

অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে সুবিধাবাদী প্রকৃতিসমূহ জড়ো হওয়ার দরুণ সমস্ত পৃথিবীর সরকারী সোস্যালিষ্ট পার্টিতে সোস্যালিষ্ট সভিনিজ্মের* প্রাধান্য সৃষ্টি হ'চ্ছে: রাশিয়াতে প্লেখানভ্, পোট্রেসভ্, ব্রেশকোভস্কায়া, রুবানোভিচ্, এবং একটু প্রচ্ছন্নভাবে জেরেটেলি ও সার্নফ কোম্পানী; জার্মাণীতে শিড্মান্, লেজেন, ডেভিড ইত্যাদি; ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে রেনোডেল, গুয়েস্ত ও ভ্যাণ্ডারভেল্ড; ইংল্যাণ্ডে হাইণ্ডম্যান ও ফেবিয়ানরা; ইত্যাদি, ইত্যাদি। মুখে সাম্যবাদী ও কাযে উগ্রজাতীয়তা-বাদী এই সমস্ত "সাম্যবাদের নেতা"—এরা শুধু "তাদের" জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে নয়, "তাদের" রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গেও নীচ ও দাসসুলভরূপে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। কারণ তথাকথিত বিরাট শক্তিসমূহের (Great Powers) অধিকাংশই বহুদিন হ'ল অনেকগুলো

* ২এর পাতার নীচে ফুটনোট দেখুন।—অনুবাদক।

ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বলতর জাতিকে শোষণ ক'রেছে ও দাসত্বে বন্ধন ক'রেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটা ঠিক এইরকম ধরণের লুঠের বিভাগ ও পুনর্বিভাগ নিয়ে একটা কাড়াকাড়ি।

সাধারণ বুর্জোয়াদের ও বিশেষ ক'রে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তির জন্যে শ্রম-পরায়ণ জনগণের যে সংগ্রাম, তাকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুবিধাবাদী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে আলাদা করা যায় না।

আমরা সর্বপ্রথমে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের শিক্ষাগুলো পরীক্ষা ক'রছি; তার মধ্যে যে অংশগুলো বিস্মৃত হ'য়েছে এবং তাঁদের শিক্ষার যে দিকগুলো সুবিধাবাদীরা বিকৃত ক'রেছে, বিশেষ ক'রে সেইগুলোই আমরা পূর্ণ আলোচনা ক'রছি। তারপরে, এই বিকৃতিকারাদের প্রধান প্রতিনিধি কার্ল কাউট্‌স্কি (১৮৮৯-১৯১৪), যিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় অতি করুণ ও দেউলিয়া রাজনৈতিক মনোভাব প্রকাশ ক'রেছেন – তাঁকেই আমরা বিশ্লেষণ ক'রছি। সবশেষে, ১৯০৫ ও বিশেষ ক'রে ১৯১৭র রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তম ফলগুলি আমরা উপস্থিত ক'রছি।

স্পষ্টতঃ, এই শেষোক্ত বিপ্লব বর্ত্তমান সময়ে (১৯১৭র আগষ্টের গোড়ায়) তার বিকাশের প্রথম স্তর সম্পূর্ণ ক'রেছে; কিন্তু সাধারণভাবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে সারি সারি যে সাম্যবাদী সর্ব্বহারা বিপ্লব ঘটবে, এই বিপ্লবের সমস্তটাকেই তার একটা সারি ব'লে ধরা যায়।

কাযেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্ব্বহারা-সাম্যবাদী বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নটা শুধু ব্যবহারিকভাবে রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন নয়, এটা আজকার দিনের একটা আশু প্রয়োজন; কারণ, ধনবাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে অদূর ভবিষ্যতেই জনগণকে কি ক'রতে হবে সেই কথাটা খোলসা ক'রে দেওয়ার সঙ্গে এর সম্বন্ধ আছে।

আগষ্ট, ১৯১৭। গ্রন্থকার।

রাষ্ট্র ও আবর্ত্তন

পরিচ্ছেদ—১

শ্রেণী-সমাজ ও রাষ্ট্র

১। শ্রেণী-বিরোধের অসামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ রাষ্ট্র।

মুক্তি-সংগ্রামরত, নিপীড়িত শ্রেণীর অন্য অন্য বিপ্লবী নেতা ও ভাবুকদের মতবাদের যে দশা ইতিহাসে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, আজ মার্ক্সের মতবাদেরও সেই দশাই ঘটছে। বড় বড় বিপ্লবীদের জীবিতাবস্থায় অত্যাচারীর দল তাঁদের ওপর নির্দ্দয় অত্যাচার ক'রেছে এবং বর্ব্বরের মত শত্রুতা ও ভীষণ ঘৃণার সঙ্গে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার নির্ম্মম অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পরে সাধারণতঃ তাঁদের নিরীহ সাধুতে পরিণত করার চেষ্টা চলে। নিপীড়িত শ্রেণীকে ঠকাবার জন্যে তাঁদের নামের সঙ্গে একটু স্বর্গীয় জ্যোতি জুড়ে দিয়ে, তাদেরকে "সান্ত্বনা" দেওয়ার চেষ্টা হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের বিপ্লবী মতবাদের আসল মর্ম্মটুকুকে পুরুষত্বহীন ও ছোট ক'রে দিয়ে তার বিপ্লবী ধারকে ভোঁতা ক'রে দেওয়া হয়। আজকাল বুর্জোয়ারা (পরশ্রমভোগীর দল) ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেকার সুবিধাবাদীরা মার্ক্স-বাদের মধ্যে এই রকম ভেজাল চালান'তে পরস্পরের সহযোগিতা ক'রছে। তারা এই শিক্ষার বিপ্লবী দিকটা, যা এর বিপ্লবী প্রাণস্বরূপ,—তাকে বাদ দিয়ে, মুছে ফেলে বা বিকৃত ক'রে যেটুকু বুর্জোয়াদের কাছে চলতে পারে সেটুকুকেই বড় ক'রে দেখায়। সমস্ত সোস্যালিষ্ট-

সভিনিষ্টরাই* আজকাল মার্ক্স-বাদী হ'য়ে পড়েছে,—হায় রে কপাল! জার্মাণীর যে সমস্ত বুর্জোয়া অধ্যাপক আগে মার্ক্সকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁরাই আজকাল জার্মাণীর "জাতীয়" মার্ক্সের কথা ব'লে বেড়ান এবং ব'লতে গেলে তাঁরাই এই সুসংবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়কে বর্ত্তমান হিংস্র যুদ্ধে শিক্ষিত করেছেন। (অর্থাৎ মার্ক্স একদেশের মজুরদল আর একদেশের মজুর-দলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে এর বিপক্ষে থাকলেও এই সমস্ত অধ্যাপকের দল তাঁর মতকে বিকৃত ক'রে দেখিয়ে মজুরদের পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা ক'রতে শেখাচ্ছে—অনুবাদক।) মার্ক্স-বাদ যখন এরকম বিস্তৃত ভাবে বিকৃত হ'চ্ছে তখন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সের শিক্ষার আসল রূপটাকে পুনর্জীবিত করা। এজন্যে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের লেখা থেকে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে হবে। অবশ্য বড় বড় অংশ তুলে দিলে আমাদের বই বিরক্তিকর হ'য়ে পড়বে এবং তাতে বক্তব্যও বিশেষ খোলসা হবে না,— কিন্তু সেগুলো এড়ানোরও কোন উপায় নেই। বিজ্ঞান-সম্মত সাম্যবাদের স্রষ্টাদের (মার্ক্স ও এঙ্গেলস্—অনুবাদক) মতবাদ ও তার বিকাশ সম্বন্ধে পাঠক যাতে স্বাধীন ভাবে একটা সম্পূর্ণ ধারণা ক'রতে পারেন তার জন্যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের লেখার অন্ততঃ সব চেয়ে দরকারী অংশগুলো পরিপূর্ণরূপে তুলে দিতে হবে। আজকাল কাউট্‌স্কির দলের তরফ থেকে মার্ক্স-বাদের যে বিকৃত রূপ প্রচার হ'চ্ছে, এতে ক'রে কাগজে কলমে সেটাও প্রমাণ হ'য়ে যাবে এবং সবাই সেটা বুঝতে পারবে।

"পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামে এঙ্গেল্‌সের সবচেয়ে জনপ্রিয় বইটা নিয়েই সুরু করা যাকৃ। ১৮৯৪ সালেই স্টুটগার্টে

* সভিনিষ্ট-উগ্র জাতীয়তাবাদী; সোস্যালিষ্ট-সভিনিষ্ট-সাম্যবাদী অথচ উগ্র জাতীয়তা-বাদী (অনেকটা সোনার পাথরের বাটী গোছের মতসম্পন্নলোক)—অনুবাদক।

† বিনয় সরকার, "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নাম দিয়ে এই বইটা বাংলায় প্রচার করেছেন। অনুবাদক।

এর ষষ্ঠ সংস্করণ বেরিয়েছিল। তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ শেষ ক'রে এঙ্গেল্‌স বলছেন :

"রাষ্ট্র কিছুতেই সমাজের ওপর বাইরে থেকে চাপান একটা শক্তি হ'তে পারে না। কিংবা হেগেল যে বলতেন রাষ্ট্র 'মানসিক আইডিয়ার যাথার্থ্য', 'বিচারশক্তির ছায়া ও বাস্তবতা', —তাও হ'তে পারে না। সমাজের বিকাশের কোনও এক স্তরে রাষ্ট্র সমাজেরই একটা ফল। কোন সমাজে রাষ্ট্রের আবির্ভাব মানেই হ'চ্ছে যে, সে সমাজ নিজের সঙ্গে একটা অসঙ্গতির বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে,—সেই সমাজে এমন বিরোধ উপস্থিত হ'য়েছে যা মিটতে পারে না এবং যা থেকে সে নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারে না। এই সমস্ত বিরোধিতা এই সমস্ত বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থ-সমন্বিত শ্রেণী যাতে পরস্পরকে ধ্বংসক'রতে না পারে, যাতে তারা তাদের নিষ্ফল সংগ্রামে সমাজকেই মেরে না ফেলতে পারে তারির জন্যে তাদের সংঘাতের ভীষণতাকে কমাতে ও সে গুলোকে "শৃঙ্খলার" সীমার মধ্যে রাখতে এমন একটা শক্তির প্রয়োজন হয় যাকে দেখলে সমাজের বাইরে রয়েছে বলে মনে হয়। সমাজ থেকে উত্থিত এই শক্তি যা নিজেকে সমাজের ওপরে রাখে এবং ক্রমশঃ নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে—এই শক্তিই হ'ল রাষ্ট্র।"

ইতিহাসের মধ্যে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা এবং তার যা অর্থ সে সম্বন্ধে মার্ক্স-বাদের মূল ধারণাটাকে আমরা এখানে খোলসা ক'রে দেখালাম। শ্রেণী বিরোধের অসামঞ্জস্যের ফল এবং তারই অভিব্যক্তি হ'ল রাষ্ট্র। বাস্তব দৃষ্টিতে কোনও সমাজের শ্রেণী বিরোধিতার যতখানি সামঞ্জস্য সাধন ক'রতে না পারা যায় তার ওপরেই রাষ্ট্র কবে, কোথায় ও কতখানি বিকশিত হবে তা নির্ভর করে। এবং ঠিক এর উল্টো ভাবে, রাষ্ট্রের অবস্থিতি থেকেই প্রমাণ হয় যে সেখানকার শ্রেণী বিরোধিতা মিটতে পারে না।

এই দরকারী ও গোড়ার কথাটার ওপরই মার্ক্স-বাদ বিকৃত হয়। এটা প্রধানতঃ দু'দিক দিয়ে বিকৃত হ'য়ে থাকে।

একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী (বুর্জোয়া), বিশেষ ক'রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (পেটি বুর্জোয়া) ভাবুকরা অবিসংবাদী ঐতিহাসিক সত্যের চাপে প'ড়ে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হয় যে যেখানে শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম আছে শুধু সেখানেই রাষ্ট্র থাকে। কাযেই তারা মার্ক্সকে সংশোধন ক'রে এই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করে যে রাষ্ট্র বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মিলন ঘটাবার যন্ত্র। মার্ক্সের মতে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মিলন ঘটান যদি সম্ভবই হয় তাহ'লে রাষ্ট্র আসতেই পারে না, কিংবা তাহ'লে তা' নিজেকে কিছুতেই বজায় রাখতে পারে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সমস্ত সঙ্কীর্ণমনা প্রচারকদের মতে রাষ্ট্র বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মধ্যস্থ ও শান্তিস্থাপক (এবং এটা তাঁরা প্রায়ই দয়া ক'রে মার্ক্সের উল্লেখ থেকে প্রমাণ করেন)। মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্র হ'ল শ্রেণী-প্রভুত্বের ও এক শ্রেণী কর্ত্তৃক আর এক শ্রেণীর ওপর অত্যাচার চালান'র যন্ত্র। যে শৃঙ্খলা শ্রেণী-সংঘর্ষ কমিয়ে দিয়ে এই অত্যাচারকে আইনসঙ্গত ও চিরস্থায়ী ক'রে তোলে সেই শৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিকদের মতে শৃঙ্খলা স্থাপন আর শ্রেণীসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা একই কথা,—তাতে এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণী উৎপীড়িত হয় না। তাদের মতে, নিপীড়িত শ্রেণী অত্যাচারীর বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে যে সংগ্রাম ক'রছে,—এই রকম ভাবে শ্রেণী সংঘর্ষ কমিয়ে দিয়ে তাদেরকে সেই সংগ্রামের বিশিষ্ট উপায় ও পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত করা হয় না, বরং সেই সংগ্রাম মিটিয়ে দেওয়া হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৯১৭ সালের বিপ্লবে যখন রাষ্ট্রের আসল অর্থ ও ভূমিকার প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হ'য়ে দেখা দিল, এবং যখন বিস্তীর্ণ গণ-দৃষ্টিতে এর হাতে হাতে মীমাংসা দরকার হ'ল, তখন সমস্ত সোসিয়ালিষ্ট-রেভোলিউশনারী ও মেন্‌শেভিকরা হঠাৎ খোলাখুলিভাবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর "রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শ্রেণী-সামঞ্জস্য সাধনের" মতে ভিড়ে গেল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামঞ্জস্যের এই সঙ্কীর্ণ মতবাদ তখন এই দুই দলের প্রচারকদেরই প্রস্তাব ও প্রবন্ধের মধ্যে অনবরত দেখা যেত। যে বিশিষ্ট শ্রেণী তার সামাজিক বিপরীত দলের সঙ্গে মিটিয়ে চলতে পারেনা, সেই শ্রেণীর ওপর প্রভুত্ব করার যন্ত্রই যে রাষ্ট্র—একথা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণতন্ত্র কিছুতেই বুঝতে পারেনা। সোসিয়ালিষ্ট-রেভোলিউশানারা ও মেন্‌শেভিকরা যে সাম্যবাদী নয় (একথা আমরা, বোলশেভিকরা, বরাবরই ব'লে এসেছি), তারা যে শুধু অনেকটা সাম্যবাদী ধরণের বুলিওয়ালা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণতান্ত্রিক,—তাদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণাই তার একটা বড় প্রমাণ।

অন্যদিকে কাউটস্কির দলের লোকে মার্ক্স্-বাদকে যে রকম ভাবে বিকৃত করে সেটা আরও জটিল। রাষ্ট্র যে শ্রেণী-প্রভুত্বের যন্ত্র অথবা শ্রেণী-বিরোধ যে মেটান যেতে পারে না, "মতের দিক দিয়ে" (theoretically) তারা সে কথা অস্বীকার করেনা। কিন্তু যে কথাটা তারা ভুলে গিয়েছে বা দেখতে পায়নি সেটা হ'চ্ছে এই :—যদি রাষ্ট্র শ্রেণী-বিরোধের অসামঞ্জস্যের ফল হয়, যদি এটা সমাজের ওপরে অবস্থিত এবং 'সমাজ থেকে ক্রমবিচ্ছেদশীল" একটা শক্তি হয়, তাহ'লে একথা মানতেই হবে যে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব ছাড়া নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব। শাসক শ্রেণী যে রাষ্ট্রীয় শক্তির যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে, এবং যার মধ্যে এই "ক্রমবিচ্ছেদ" রূপ পেয়েছে সেই যন্ত্রপাতিকে ধ্বংস না ক'রে যে নিপীড়িত শ্রেণী মুক্তি পেতে পারেনা তা এর থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিপ্লবের সমস্যাগুলিকে বাস্তবরূপে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ক'রে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে মার্ক্স্ও যে এই সিদ্ধান্তই ক'রেছিলেন তা আমরা পরে দেখাব। মতের দিক দিয়ে এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে স্বতঃসিদ্ধ। আর এই সিদ্ধান্তটাই কাউট্স্কি "ভুলে গিয়েছেন ও বিকৃত ক'রেছেন।" একথা আমাদের পরের উক্তিতে পূর্ণরূপে দেখাব।

২। বিশিষ্ট সশস্ত্র লোকের দল, জেলখানা ইত্যাদি।

এঙ্গেল্‌স্‌ লিখছেন—

"পুরাণো গোষ্ঠীগত বা দলগত সংগঠনের তুলনায় রাষ্ট্রের তফাৎ প্রথমতঃ স্থান হিসাবে রাষ্ট্রের প্রজাদের বিভাগে ও দলবদ্ধ করাতে।"

আমাদের কাছে এরকম বিভাগ "স্বাভাবিক" ব'লে মনে হ'লেও পুরাণো গোষ্ঠীগত সমাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে ক্ষতিকর সংগ্রামের পরই এর আবির্ভাব হয়েছে।

"এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে এমন একটা সাধারণ শক্তি স্থাপন করা যা আর জন-গণের সঙ্গে এক নয় এবং যাকে সশস্ত্র শক্তিরূপে সংগঠিত করা হয়।

"সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় জনসাধারণ থেকে এমন কোন সশস্ত্র সংগঠন হওয়া সম্ভব নয় যা আপনা থেকে কায ক'রবে। সেইজন্যে একটা বিশিষ্ট সাধারণ শক্তির প্রয়োজন হয়।...প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এই সাধারণ কর্তৃত্ব আছে। এতে যে শুধু সশস্ত্র লোকই থাকে তা নয়; এর সঙ্গে জেলখানা ও সকল রকমের অত্যাচারের এমন সমস্ত প্রণালী যুক্ত থাকে যা পুরাণো গোষ্ঠী-সমাজে কারো জানাও ছিল না।"

রাষ্ট্র নামে এই যে "শক্তি", যা সমাজ থেকেই উদ্ভূত হ'য়ে নিজেকে তার ওপরে রাখে এবং ক্রমশঃ তার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে,—এই শক্তির ধারণা এঙ্গেল্‌স্‌ আস্তে আস্তে বিকশিত ক'রেছেন। আসলে এই শক্তিতে কি আছে? এতে বিশেষ বিশেষ সশস্ত্র লোকের দল আছে এবং তাদের তাবে জেলখানা ইত্যাদি আছে।

আমরা সশস্ত্র লোকের বিশেষ দল ব'লতে পারি, কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের যে সাধারণ শক্তি তা তার সশস্ত্র জন-সাধারণ বা আপনা থেকে ক্রিয়াশীল সশস্ত্র সংগঠনের সঙ্গে এক নয়। সমস্ত বিপ্লবী ভাবুকদের মত

এঙ্গেল্‌স্‌ এই কথাটার ওপরই শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চান, আর আজকালকার সঙ্কীর্ণমনারা এটাতেই মনযোগ দেওয়া দরকার নেই বলেন। তাদের কাছে এটা অত্যন্ত তুচ্ছ ও পাথরের মত শক্ত কুসংস্কার দিয়ে ঘেরা ব'লে মনে হয়। স্থায়ী সৈন্যদল ও পুলিস হ'ল রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব চালাবার প্রধান যন্ত্র। তাই যদি হয়, তাহ'লে কি এটা অন্য কোন রকম হ'তে পারে?

এঙ্গেল্‌স্‌ যাদের কাছে লিখেছিলেন তারা হ'চ্ছে উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকের ইয়োরোপের বেশীর ভাগ লোক। তারা একটা কোন গুরুতর বিপ্লব দেখেনি বা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটায়নি। কাযেই তাদের দৃষ্টিতে এটা অন্য কোন রকম হ'তে পারে না। "জন-সাধারণের স্বতঃক্রিয়াশীল সশস্ত্র সংগঠন" কথাটার মানে কি তা তারা বুঝতে পারত না। সমাজের ওপরে এবং সমাজ থেকে ক্রমবিচ্ছেদশীল এই বিশেষ বিশেষ সশস্ত্র লোকের দল (স্থায়ী সৈন্যদল ও পুলিশ) গঠন করার দরকারটা কোথা থেকে এল তার উত্তরে পশ্চিম ইয়োরোপ ও রাশিয়ার সঙ্কীর্ণমনারা সামাজিক জীবনের জটিলতা, কাযের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি স্পেন্‌সার থেকে ধার করা কয়েকটা বুলি আউড়েই ক্ষান্ত হয়।

এরকম উল্লেখ "বিজ্ঞান-সম্মত" ব'লে মনে হয় এবং এতে সাধারণ লোকের কাণ্ডজ্ঞান শুদ্ধ হ'য়ে যায়। সমাজ যে এমন পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে পড়ছে যাদের মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব—এই দরকারী গোড়ার কথাটাই এতে চাপা পড়ে। এরকম বিভাগ না হ'লে পুরাকালের যষ্টিধারী বাঁদরের দলের সংগঠন, আদিম লোকের সংগঠন বা গোষ্ঠীগত সমাজের সংগঠনের সঙ্গে "জনসাধারণের এই স্বতঃক্রিয়াশীল সশস্ত্র সংগঠনের" তফাৎ হ'ত খালি তার জটিলতায়, তার উঁচুদরের কৌশলে ও অন্যান্য বিষয়ে। কিন্তু তাহ'লেও এরকম সংগঠন অন্ততঃ হ'তে পারত। কিন্তু সভ্যতার যুগে সমাজ, অসমঞ্জস পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে

পড়েছে ব'লে এরকম সংগঠন এখন আর থাকতেই পারেনা; এখন এই সমস্ত শ্রেণীকে "স্বতঃক্রিয়াশীল" ভাবে সশস্ত্র ক'রতে গেলেই তাদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম বেধে যাবে। কাযেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, সশস্ত্র লোকের বিশেষ বিশেষ দল হিসাবে একটা বিশিষ্ট শক্তির সৃষ্টি করা হয়। শাসক শ্রেণী কি রকম ভাবে তার তাঁবেদার এই সশস্ত্র লোকের দলকে পুনর্জীবিত ক'র্বার চেষ্টা করে, আর নিপীড়িত শ্রেণী ওই রকম ধরণেরই আর একটা সংগঠন (যা শোষকের বদলে শোষিত শ্রেণীরই কায ক'রবে) তৈরী করতে কি রকম চেষ্টা করে তা প্রত্যেক বিপ্লবেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ধ্বংস হওয়ার সময় আমরা দেখতে পাই।

"সশস্ত্র লোকের বিশেষ দল" ও "জন-সাধারণের স্বতঃক্রিয়াশীল সশস্ত্র সংগঠন" এর মধ্যে সম্বন্ধটা কি, এ প্রশ্ন প্রত্যেক বড় বিপ্লবের সময়ই আমাদের সামনে বিরাট, স্পষ্ট ও কার্য্যকরী ভাবে উপস্থিত হয়। ওপরের আলোচনায় এঙ্গেল্‌স্ মতের দিক দিয়ে (theoretically) এই কথাটাই তুলেছেন। রাশিয়ার ও ইয়োরোপের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রশ্ন কেমন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তা আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাব।

এঙ্গেল্‌সের কথায় ফিরে আসা যাক।

তিনি দেখাচ্ছেন যে কখন' কখন' (যেমন উত্তর আমেরিকার কয়েক জায়গায় এই সাধারণ শক্তিটা দুর্ব্বল থাকে (মূলধনী সমাজের কয়েকটী ব্যতিক্রম এবং সাম্রাজ্যবাদের আগের দিনের উত্তর আমেরিকা, যেখানে স্বাধীন ঔপনিবেশিকদেরই বাহুল্য ছিল,—এই সমস্ত কথা মনে ক'রেই তিনি বলছেন), কিন্তু সাধারণতঃ এই শক্তি বেশী শক্তিশালী হয় :—

রাষ্ট্রের মধ্যেকার শ্রেণী-বিরোধিতা ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে, এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র সমূহের আকৃতি ও জনসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উপরি-

লিখিত সাধারণ শক্তি বাড়তে থাকে। আজকালকার ইয়োরোপে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সাধারণ শক্তিকে এমন বাড়িয়ে দিয়েছে যে সে সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে গ্রাস ক'রতে চলেছে। এই ইয়োরোপের দিকে একবার তাকালেই আগের কথাটা বোঝা যাবে।...”

১৮৯০ সালের গোড়ার দিকেই এ কথা লেখা হ'য়েছিল ; এঙ্গেলসের শেষ ভূমিকার তারিখ হ'ল ১৬ই জুন, ১৮৯১। তখন ট্রাষ্ট ও সর্ব্বশক্তিমান ব্যাঙ্ক সমূহের একচ্ছত্র প্রভুত্ব, বিরাট ঔপনিবেশিক নীতি ইত্যাদি সাম্রাজ্য-বাদ অভিমুখী গতি ফ্রান্সে সবে সুরু হ'য়েছে। উত্তর আমেরিকা ও জার্ম্মাণীতে এ গতি তখন আরও দুর্ব্বল। তারপর থেকে “অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা” অনেক বেড়ে গিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগের গোড়ার দিকে এই সমস্ত “প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারীদের” মধ্যে অর্থাৎ বড় বড় লুণ্ঠনকারী শক্তির মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর ভাগবাটোয়ারা হ'য়ে গিয়েছে। জঙ্গী বল ও নৌ-বহর তখন অসম্ভব রকম বেড়ে গেল এবং ১৯১৪-১৭ সালে লুঠের ভাগ নিয়ে, পৃথিবীর ওপর ইংল্যাণ্ড কি জার্ম্মাণী আধিপত্য ক'রবে এই কথা নিয়ে যে ঘৃণিত যুদ্ধ লেগেছিল তাতে সর্ব্বভুক রাষ্ট্রীয় শক্তি সমাজের অন্য সমস্ত শক্তিকে গ্রাস ক'রে ফেললো ব'লে ; এর ফলে একটা বিরাট বিপৎপাত এলো ব'লে।

১৮৯১ সালেই এঙ্গেলস্ ব'লতে পেরেছিলেন যে বড় বড় শক্তির বৈদেশিক নীতির আশ্চর্য্য বিশেষত্বই হবে এই “অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা”। অথচ ১৯১৪-১৭ সালে যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুগুণ বেড়ে গিয়ে একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, তখন নীচ সোস্যাল-সভিনিষ্টরা “তাদের” মূলধনী শ্রেণীর লুণ্ঠন-প্রণালীকে সমর্থন ক'রবার জন্যে “মাতৃভূমির রক্ষা”, “সাধারণ-তন্ত্র ও বিপ্লবের পক্ষসমর্থন” ইত্যাদি অনেক অনেক বুলি কপচাচ্ছে !

৩। নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ ক'রবার যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্র।

সমাজের ওপরে একটা বিশিষ্ট সাধারণ শক্তি পুষবার জন্যে ট্যাক্স ও রাষ্ট্রীয় দেনা অপরিহার্য্য।

সমাজের অঙ্গ হিসেবে উত্থিত হ'লেও ট্যাক্স আদায় করার ক্ষমতা থাকায় ও সাধারণের ওপর ক্ষমতা চালাতে পারার দরুণ রাজকর্ম্মচারীরা সমাজের ওপরে গিয়ে বসে। গোষ্ঠিগত সমাজের মুখপাত্ররা যে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাদত্ত শ্রদ্ধার অধিকারী ছিল, এরা যদিই বা সে রকম শ্রদ্ধা পায় তাহ'লেও সেটা তাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়।

রাজকর্ম্মচারীদের যে মানতেই হবে এবং তাদের যে কেউ ছাপিয়ে যেতে পারবে না সে সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ আইন তৈরী হয়। গোষ্ঠীর মুখপাত্রের তুলনায় "অত্যন্ত ছোট পুলিসের চাকরেরও" বেশী ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই গোষ্ঠীপতি "সমাজের কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সহজ শ্রদ্ধা" পেতেন তা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রের প্রধান লোকেরও হিংসার বিষয়।

রাষ্ট্রীয় শক্তির যন্ত্র হিসেবে রাজকর্ম্মচারীদের সুবিধাজনক অবস্থার প্রশ্নটা এখানে উঠছে এবং তার মধ্যে যে আসল সমস্যার সমাধান ক'রতে হবে সেটা হ'চ্ছে এই: কিসে তাদেরকে সমাজের ওপরে বসাচ্ছে? মতের দিক দিয়ে (theoretical) এই সমস্যা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্যারী কমিউনে কাযের দিক দিয়ে কি রকম সমাধান হ'য়েছিল এবং ১৯১২ সালে কাউটস্কি কি রকম প্রতিক্রিয়াশীল ভাবে এটাকে উপেক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন তা আমরা দেখাচ্ছি।

"শ্রেণী-বিরোধের গতিরোধ ক'রবার প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্র এসেছিল; আবার এই সমস্ত শ্রেণীর সংঘাত থেকেই এর জন্ম হ'য়েছিল। এই দুই কারণে রাষ্ট্রটা সাধারণতঃ যে শ্রেণী সব থেকে শক্তিশালী হয় এবং অর্থনীতিক প্রভুত্ব যাদের হাতে থাকে তাদেরই হ'য়ে দাঁড়ায়। এরা

রাষ্ট্রের সাহায্যে রাজনীতিতেও প্রভুত্ব ক'রতে পারে ব'লে নিপীড়িত শ্রেণীকে উৎপীড়ন ও শোষণ ক'বার জন্যে নতুন উপায় হাতে পায়।"

আদিম যুগের ও ফিউডাল (সামন্তরাজ) যুগের রাষ্ট্রই যে শুধু কেনা গোলাম ও সার্ফদের (রায়ত বা খামারী গোলামদের) শোষণ ক'রবার যন্ত্র ছিল তা নয়,

"আজকালকার প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রও মূলধন কর্তৃক মাহিনাজীবী-শ্রম শোষণ ক'রবার যন্ত্র। এর ব্যতিক্রম হিসেবে কখনও কখনও সংগ্রাম-পরায়ণ শ্রেণীদের শক্তির এমন একটা সমতা উপস্থিত হয় যে রাষ্ট্রীয় শক্তি কিছু পরিমাণে উভয় শ্রেণী থেকেই আলাদা হ'য়ে পড়ে এবং মনে হয় যে সে যেন এই দুই শ্রেণীর মধ্যস্থ।..."

১৭ ও ১৮ শতাব্দীর স্বেচ্ছা-রাজতন্ত্র, ফ্রান্সে প্রথম ও তৃতীয় বোনা-পার্টির রাজত্ব এবং জার্ম্মাণীতে বিস্মার্কের আধিপত্য এরই উদাহরণ।

আবার সাধারণ-তন্ত্রী রাশিয়ার কেরেন্সকী সরকার, বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করার পর প্রায় এই দশাতেই আছে। এখন নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তান্ত্রিকদের নেতৃত্বের মহিমায় সোভিয়েটগুলো বার্য্যহীন হ'য়ে পড়েছে, অথচ মূলধনী শ্রেণীরও এমন কোন ক্ষমতা নেই যে তারা এগুলোকে ভেঙ্গে দিতে পারে।

"সাধারণ-তন্ত্রে ধনবল পরোক্ষে ব্যবহার হয়, কিন্তু তাতে তার ফল আরও ভাল হয়। এ ব্যবহার দুরকম,—প্রথমতঃ রাজকর্মচারীদের সরাসরি ঘুষ দিয়ে (যেমন আমেরিকায়), দ্বিতীয়তঃ সরকার ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ (শেয়ারের বাজার) এর সঙ্গে যোগ সাধন ক'রে" (যেমন ফ্রান্সে ও আমেরিকায়)।

আজকালকার দিনে সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যাঙ্কগুলির প্রভুত্বের দরুণ ধনের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্থাপন ও রক্ষা ক'রবার এই দুটো উপায় একটী সুন্দর কলায় পরিণত হ'য়েছে। যেমন, রুশ গণতন্ত্রের প্রথম কয়েক মাসেই, যখন

"সোসিয়ালিষ্ট"-রেভোলিউশানারী ও মেনশেভিকদের দল মিলিত মন্ত্রী-সভায় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মধুচন্দ্রিকা যাপন ক'রছিলেন, তখন যুদ্ধের লাভ ও মূলধনীদের বিরুদ্ধে এবং সৈন্যদলের ঠিকাদারদের রাজকোষ লুঠের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার যা কিছু উপায় স্থির করা হ'য়েছে, এম, পালচিন্স্কি মহাশয় তার প্রত্যেকটার বিরোধিতা ক'রেছেন। তাঁর পদত্যাগের পরে (অবশ্য তাঁর মতই আর একজন এসে সে জায়গা পূরণ ক'রেছেন) যদি মূলধনীরা তাঁকে বছরে ১২০,০০০ রুবল (প্রায় দেড় লক্ষ টাকা) মাইনার একটা ছোট "চলনসই" চাকরি দিয়ে "পুরস্কৃত" করে তাহ'লে তাকে আমরা কি ব'লব? প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ ঘুষ? মূলধনী সঙ্ঘের সঙ্গে সরকারের চুক্তি, না "খালি" বন্ধু সম্বন্ধ? সারনফ, গুরেটেলি, আউকজেনটিএফ, স্কোবেলেফ,—এদের আসল ভূমিকাটা কি? যে সমস্ত লক্ষপতি চোর সাধারণ ধনভাণ্ডার লুঠ ক'রছে, এঁরা তাদের প্রত্যক্ষ না "খালি" পরোক্ষ বন্ধু? সাধারণ-তন্ত্রে "ধনের" সর্ব্বশক্তিমত্তা অনেক বেশী "নিরাপদ" কারণ এটা ধনবাদের খারাপ রাজনৈতিক রূপের ওপর নির্ভর করে না. ধনবাদের পক্ষে সাধারণতন্ত্রই সব চেয়ে ভাল রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কাযেই (পালচিন্স্কি, সারনফ, গুরেটেলি কোম্পানীর সাহায্যে) মূলধন একবার যদি এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থার কর্ত্তা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে সে এত দৃঢ় ও নিরাপদভাবে আপন ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে যেবুর্জোয়া সাধারণ-তন্ত্রে যতই কেন লোক, বিধি বা দল বদলাকনা তাতে তার কিছু আসে যায় না।

একথাটাও আমাদের লক্ষ্য করতেই হবে যে সকলের ভোটের অধিকারকে এঙ্গেলস্ ধনিক প্রভুত্বেরই একটা উপায় ব'লে খুব স্পষ্ট ভাবেই ধ'রে নিতেন। তিনি বলছেন (অবশ্য জার্ম্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই) যে সকলের ভোটের অধিকার "শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষণ; বর্ত্তমান অবস্থায় এর থেকে এর চেয়ে বেশী

আর কিছু পাওয়া যেতে পারেও না, কখনও পাওয়া যাবেও না!” সোস্যালিষ্ট-রেভোলিউশানারা ও মেন্‌শেভিক প্রমুখ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ তান্ত্রিকরা ও তাঁদের যমজ ভাই সোস্যাল-সভিনিষ্ট ও পশ্চিম ইয়োরোপের সুবিধাবাদীরা সকলেই এই সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকার থেকে “অনেক কিছু” আশা করেন। “বর্ত্তমান অবস্থাতেই” সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার সত্যি সত্যিই শ্রম-পরায়ণ জন-গণের অধিকাংশের ইচ্ছা প্রকাশ ও পূরণ ক'রতে পারে—এই ভুল ধারণা তাঁদের নিজেদেরও আছে এবং লোকের মনেও তাঁরা এই ধারণা ঢুকিয়ে দেন।

এখানে আমরা খালি এই ভুল ধারণার কথা উল্লেখ ক'রছি এবং এইটুকু মনে ক'রিয়ে দিচ্ছি যে “সরকারী” (official) (অর্থাৎ সুবিধাবাদী) সোসিয়ালিষ্ট দলের লোকরা প্রচার ও আন্দোলনের সময় এঙ্গেল্‌সের এই পরিষ্কার, সঠিক ও বাস্তব বর্ণনাটাকে প্রতি পদে বিকৃত ক'রে যান। এঙ্গেল্‌স্ যে কথাটা কয়েকটা কথাতেই শেষ ক'রে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে ভুল ধারণার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে যখন “আধুনিক” রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স ও এঙ্গেলেস্‌র মতের আলোচন ক'রব তখন দেব।

এঙ্গেল্‌সের মতের মোটামুটি মর্ম্মটা তাঁর সব চেয়ে জনপ্রিয় বইতে এই রকম ভাবে আছে :

“কাযেই রাষ্ট্র সব সময়ে ছিল না। এমন অনেক সমাজ ছিল যাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় শক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না, তারা এটাকে বাদ দিয়েই কায চালাত। অর্থনীতিক ক্রমবিকাশের একটা বিশিষ্ট স্তরে, যার সমাজের শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে পড়ার সঙ্গে যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল,—সেই স্তরে এই বিভাগের ফলে রাষ্ট্রটা প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়াল। আমরা এখন উৎপাদনের বিকাশের পথে এমন এক জায়গায় ছুটে চলেছি, যেখানে এই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজন ত' নেইই, বরং এটা সেখানে উৎপাদনে বিশেষ বাধা জন্মাচ্ছে। অতীতে যেমন অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে শ্রেণীর উৎপত্তি

হ'য়েছিল, তেমন অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গেই শ্রেণী আবার লোপ পাবে। শ্রেণী উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও উঠে যেতে বাধ্য। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান মেলামেশার ভিত্তিতে যখন উৎপাদন নতুন ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তখন রাষ্ট্রকে চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ুলের পাশে, পুরাণো জিনিষের যাদুঘরে নির্ব্বাসন দেওয়া হবে। সেটাই তখন তার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত স্থান।"

সমসাময়িক সোস্থাল-ডেমোক্রাসীর প্রচার সাহিত্যে এই উক্তিটার উল্লেখ বড় দেখতে পাওয়া যায় না। কিম্বা যদিই বা কখন দেখা যায় ত' এটাকে যেন একটা অবোধ্য মন্ত্রের মত ক'রে বলা হয়, অর্থাৎ শুধু এঙ্গেল্‌স্‌কে সরকারী ভক্তি দেখানর জন্যেই কথাটা ব্যবহার হয়। "সমস্ত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে নির্ব্বাসিত ক'রবার" আগে যে বিপ্লবী কায ক'রতে হবে তার বিস্তৃতি ও গভীরতা মাপবার চেষ্টা কেউই করেন না। এবং এঙ্গেল্‌স্‌ রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব'লতে কি বুঝিয়েছেন তাও তাঁরা প্রায়ই একদম বুঝতে পারেননি ব'লে মনে হয়।

৪। রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরা ও জবরদস্ত বিপ্লব।

রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরা সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌স্‌ যা বলেছেন সেগুলো এত জন-প্রিয় ও এতবার উল্লিখিত, এবং এর ওপর থেকেই সুবিধাবাদীদের মার্ক্স-বাদে ভেজাল চালানোর সার মর্ম্ম এত পরিস্কার ভাবে দেখা যায় যে এ বিষয়টা বিশদভাবে আলোচনা ক'রতে হবে। সমস্ত যুক্তিটাই এখানে তুলে দেওয়া যাক।

"সর্ব্বহারারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ভার হাতে নিয়ে সকলের আগে উৎপাদনের উপায়গুলোকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ক'রে ফেলে। এই কাযের দ্বারাই তারা সর্ব্বহারার দল হিসেবে নিজেদের যেমন ধ্বংস করে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রেণী-বৈষম্য, শ্রেণী-বিরোধিতা ও রাষ্ট্রকেও ধ্বংস করে। অতীত ও

বর্ত্তমানের যে সমাজ শ্রেণী-বিরোধের মধ্যে চলাফেরা ক'রত তাকে উৎপাদনের বাইরের অবস্থাগুলোকে রক্ষা ক'রবার জন্যে শোষক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটা রাষ্ট্র রাখতেই হ'ত। সে সময়কার উৎপাদন ব্যবস্থার জন্যে শোষিত শ্রেণীকে যে রকম উৎপীড়নের দরকার (যেমন গোলাম, রায়ত বা মাইনা-জীবী মজুর ক'রে রাখা) জোর ক'রে তাদেরকে সেই অবস্থায় রাখবার জন্যেই তাদের কাছে বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রটা হ'ল গোটা সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, মানুষের চোখে সারা সমাজের রূপ। কিন্তু সে যুগে যে শ্রেণী একলা সারা সমাজের প্রতিনিধিত্ব ক'রছে তাদেরই রাষ্ট্র হ'ল সেটা। পুরাকালে দাস প্রভুরাই ছিল রাষ্ট্রের একমাত্র নাগরিক, তাই রাষ্ট্রটাও ছিল তাদেরই। মধ্যযুগে রাষ্ট্রটা ছিল সামন্তরাজদের; আর আমাদের সময় এটা হ'ল মূলধনীদের। পরিশেষে রাষ্ট্র সত্যি সত্যি সমস্ত সমাজের প্রতিনিধি হ'য়ে পড়লে তখন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। আজকালকার উৎপাদনে যথেচ্ছাচারের জন্যে যে শ্রেণী আধিপত্য ও বেঁচে থাকার জন্যে যে ব্যক্তিগত সংগ্রাম চলছে, এবং এই সংগ্রাম থেকে যে সমস্ত সংঘাত ও অনাচার উপস্থিত হ'চ্ছে—সে সমস্তই যখন শেষ হ'য়ে যাবে তখন থেকে কাযে কাযেই রাষ্ট্রেরও আর প্রয়োজন থাকবে না। সমাজের তরফ থেকে উৎপাদনের উপায়গুলোর উপর কর্ত্তৃত্ব নিয়ে সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র যে প্রথম কায ক'রবে, সেইটাই হবে আবার রাষ্ট্ররূপে তার শেষ স্বাধীন কায। তখন একটার পর আরেকটা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের মাথা ঢোকান অনাবশ্যক হ'য়ে পড়বে এবং শেষে আপনা থেকেই সেটা বন্ধ হ'য়ে যাবে। ব্যক্তির ওপর সরকারের যে প্রভুত্ব সেটাই তখন বস্তুর পরিচালনায় ও উৎপাদন প্রণালীর পর্য্যবেক্ষণে পরিবর্ত্তিত হবে। রাষ্ট্রকে 'উঠিয়ে' দেওয়া হবে না, সেটা 'শুকিয়ে মরে' যাবে। এই দৃষ্টিতেই আমাদের 'স্বাধীন জন-প্রিয় রাষ্ট্র' এই কথাটার মূল্যনির্দ্ধারণ ক'রতে হবে। প্রচারের ধ্বনি

(propaganda slogan) হিসেবে একথাটা এক সময়ে প্রয়োগ করা যেত বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে এটা বেশীদিন চলতে পারে না। 'তথাকথিত অ্যানার্কিষ্টরা (অ-রাজতন্ত্রারা) যে দাবী করেন যে রাষ্ট্রকে রাতারাতি উঠিয়ে দিতে হবে' সে কথাটার দামও আমাদের এই দৃষ্টিতেই দিতে হবে।"

বিভিন্ন ধারণায় সমৃদ্ধ এঙ্গেল্‌সের এই যুক্তিতর্কের মধ্যে যে কথাটা আধুনিক সোসিয়ালিষ্ট দলের চিন্তাধারার একটা অখণ্ড অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হ'চ্ছে যে—অ্যানার্কিষ্টরা রাষ্ট্র 'উঠিয়ে' দেওয়ার যে শিক্ষা দেয় তার বিপক্ষে মার্ক্সের মত হ'চ্ছে যে রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরে' যায়। একথা ব'ল্লে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে না! কিন্তু মার্ক্স-বাদকে এরকমভাবে পুরুষত্বহীন করা মানেই একে সোজাসুজি সুবিধাবাদে পরিণত করা। কারণ এরকম "ব্যাখ্যা" ক'রলে ঝঞ্ঝা ও বিপ্লব বাদ দিয়ে শুধু একটা মন্থর ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের অর্দ্ধস্ফুট ধারণাই মনের মধ্যে থেকে যায়। রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরা' সম্বন্ধে আজকাল যে সস্তা ধারণা আছে তাতে বিপ্লবকে কমিয়ে দেওয়া হয়, এমন কি থামিয়েও দেওয়া হয়। এই রকম 'ব্যাখ্যা' হ'ল মার্ক্স-বাদের অতি নীচ ধরণের বিকৃতি—এটা শুধু মূলধনী শ্রেণীর পক্ষেই সুবিধাজনক। এঙ্গেল্‌সের ধারণাগুলোকে সারীভূত ক'রে ওপরে যে অংশ আমরা উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছি তার মধ্যেকার অত্যন্ত দরকারী তথ্যগুলোকে বিকৃত ক'রেই এই ব্যাখ্যা মতের দিক দিয়ে খাড়া হ'য়েছে।

প্রথমতঃ তাঁর যুক্তির আরম্ভেই এঙ্গেলস্ ব'লেছেন রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব নিয়ে সর্ব্বহারারা 'সেই কাযের দ্বারাই রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র হিসেবে ধ্বংস করে।' এর আসল মানে কি সে সম্বন্ধে ভাবা কারও অভ্যাস নেই। সাধারণতঃ হয় এটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয় নয়ত' এটাকে এঙ্গেল্‌সের একটা "হেগেলীয় দুর্ব্বলতা" বলে ধরা হয়। প্রকৃত পক্ষে এই কয়টী কথায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সর্ব্বহারা বিপ্লব অর্থাৎ ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্ত-

ভাবে বিবৃত হ'য়েছে। প্যারী কমিউনের কথা আমরা যথাস্থানে বিশদ-ভাবে ব'লব। আসলে এঙ্গেল্‌স্ এখানে সর্ব্বহারা বিপ্লবের দ্বারা মূলধনী রাষ্ট্রের **ধ্বংসের** কথাই বলছেন—রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরার কথাটা সোসিয়ালিষ্ট বিপ্লবের **পরে সর্ব্বহারা** রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষকে লক্ষ্য ক'রেই বলা হ'য়েছে। এঙ্গেল্‌সের মতে মূলধনী রাষ্ট্র শুকিয়ে মরে না—বিপ্লবের পথে সর্ব্বহ'রারাই তাকে **ধ্বংস করে**। খালি সর্ব্বাহারা রাষ্ট্র বা আধারাষ্ট্রই বিপ্লবের পর শুকিয়ে মরে।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রটা হ'ল 'দমনের একটা বিশেষ শক্তি"। এইখানে অতি পরিস্কাররূপে এঙ্গেল্‌স্ তাঁর সুন্দর ও সুগভীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে মূলধনী শ্রেণী কর্তৃক সর্ব্বহারাদের, মুষ্টিমেয় ধনিক কর্তৃক লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীদের 'দমন করবার এই যে বিশেষ শক্তি', এটার বদলে সর্ব্বহারা কর্তৃক মূলধনী শ্রেণীকে 'দমন করবার একটা বিশেষ শক্তি' বসাতে হবে (সেটা হ'ল সর্ব্বহারাদের একাধিপত্য)। ঠিক এরই জন্যেই রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের ধ্বংস হবে,—ঠিক এরই জন্যেই সমাজের তরফ থেকে উৎপাদনের উপায়গুলো অধিকার করার 'কায' করা যাবে। এবং এরি থেকেই এ কথাটাও স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে একটা 'বিশেষ শক্তির' (মূলধনীর) বদলে আর একটা 'বিশেষ শক্তি' (সর্ব্বহারার) বসান'র কাযটা 'শুকিয়ে মরে' কিছুতেই সম্পন্ন হ'তে পারে না।

তৃতীয়তঃ 'শুকিয়ে মরা' কথাটা ব্যবহার করবার সময় এঙ্গেল্‌স খুব স্পষ্ট ও পরিস্কারভাবে 'সমাজের তরফ থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদনের যন্ত্রগুলো অধিকার করার' **পরের** সময়ের অর্থাৎ সোসিয়ালিষ্ট বিপ্লবের পরের সময়ের কথাই বলেছেন। আমরা সবাই জানি যে সর্ব্বহারা ধরণের রাষ্ট্রটা হ'ল গণ-তন্ত্রের একদম সম্পূর্ণ রূপ। কিন্তু যে সমস্ত সুবিধাবাদী অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে মার্ক্সকে বিকৃত করে তাদের মাথায় এ কথাটা কিছুতেই ঢোকে না যে এঙ্গেল্‌স এখানে এই গণ-তন্ত্রের শুকিয়ে মরার

কথাই বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুব অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। কিন্তু গণ তন্ত্রও যে একটা রাষ্ট্র এবং কাযেই রাষ্ট্রের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে গণ-তন্ত্রও যে অন্তর্হিত হবে এই সত্যটা যাঁরা ভেবে দেখেননি তাঁরাই ওপরের কথাটা বুঝতে পারবেন না। খালি বিপ্লবই মূলধনী রাষ্ট্রকে ধ্বংস ক'রতে পারে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্র অর্থাৎ পূর্ণতম গণ-তন্ত্র শুধু শুকিয়ে মরতেই পারে।

চতুর্থতঃ, 'রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরা' সম্বন্ধে তার বিখ্যাত মত খাড়া-ক'রেই, তখনই এঙ্গেল্‌স স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে এই মত যেমন অ্যানার্কিষ্ট-দের বিরুদ্ধে তেমনই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে। তা ক'রতে গিয়েই কিন্তু এঙ্গেলস্ প্রথমে যে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন সেটা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে।

বাজী রেখে বলা যায় যে, যে সমস্ত লোকে রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরা' সম্বন্ধে পড়েছে বা শুনেছে তার মধ্যে হাজার করা ৯৯০ জন জানেই না বা মনেই রাখে না যে এঙ্গেলস্ তাঁর প্রস্তাবের সিদ্ধান্তগুলো শুধু অ্যানার্কিষ্টদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেননি। এবং বাকী দশজনের মধ্যে ন'জন 'স্বাধীন জন-প্রিয় রাষ্ট্র'র মানে জানে না—আর কেনই বা এই সঙ্কেত-বাক্যের ওপর আক্রমণ ক'রলে সুবিধাবাদীদেরই আক্রমণ করা হয় তাও তারা জানে না। এই রকম ক'রেই ইতিহাস লেখা হয়! আধুনিক সঙ্কীর্ণচিত্ততার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে এমন ক'রেই একটা বিরাট বিপ্লবী মতবাদে মানুষের অগোচরে ভেজাল চালান হয়! অ্যানার্কিষ্টদের সম্বন্ধে কথাটা বার বার ব'লে ব'লে এমন অত্যন্ত সাধারণ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে যে কথাটা আজ একটা সংস্কারের মত শক্তিশালী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—অথচ সুবিধাবাদীদের সম্বন্ধে কথাটা চেপে রেখে সবাইকে 'ভুলিয়ে' দেওয়া হ'য়েছে।

১৮৭০ অব্দের দিকে 'স্বাধীন জন-প্রিয় রাষ্ট্র' কথাটাই জার্মাণীর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাদের দাবী ও সঙ্কেত-বাক্য ক'রে নিয়েছিল। মধ্য-বিত্তদের গণ-তন্ত্রের ধারণা সম্বন্ধে একটা বাগাড়ম্বর ছাড়া এই সঙ্কেত-বাক্যের এতটুকুও রাজনৈতিক মর্ম্ম নেই। 'আইন সঙ্গত' ভাবে গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্রের

(democratic republic) কথা এটা কিছু পরিমাণে দেখাত ব'লে এঙ্গেল্‌স্ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'কিছু দিনের জন্যে' সেটাকে মেনে নিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু আসলে এই সঙ্কেত-বাক্যটা সুবিধাবাদী, কারণ এতে শুধু যে বুর্জোয়া গণ-তন্ত্রের আকর্ষণীটা বাড়িয়ে দেখান হ'ত তাই নয়, এতে সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের ওপর সোস্যালিষ্ট সমালোচনা বুঝতে পারার শক্তির অভাবও দেখান হ'ত। আমরা জন-তন্ত্রের পক্ষপাতী শুধু এই কারণে যে ধনবাদের প্রভুত্বের মধ্যে সর্ব্বহারাদের পক্ষে এইটাই হ'ল রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সব চাইতে গণ-তান্ত্রিক রিপাব্লিকেও যে লোকের বরাতে মজুরীর গোলামিই লেখা আছে সে কথা ভুলবারও আমাদের কোন অধিকার নেই। তাছাড়া, প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিপীড়িত শ্রেণীকে 'দমন ক'রবার বিশেষ শক্তি'। কাযে কাযেই কোন রাষ্ট্রই 'স্বাধীন' বা 'জনপ্রিয়' নয়। ১৮৭০ অব্দের দিকে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ এই কথাটাই তাঁদের দলের সাথীদের বার বার বুঝিয়েছিলেন।

পঞ্চমতঃ, এঙ্গেল্‌সের যে বই থেকে রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরার' খবর সকলের জানা আছে সেই বইতেই রুদ্র বিপ্লবের (violent revolution) প্রকৃতি সম্বন্ধেও একটা সুদীর্ঘ যুক্তি-তর্ক আছে। এবং এঙ্গেল্‌স্ যেখানে এই বিপ্লবের ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রতে গিয়েছেন সেখানে সেটা সশস্ত্র বিপ্লবেরই স্তুতিবাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা কিন্তু কেউ মনে রাখেনা। আমাদের আধুনিক সোসিয়ালিষ্ট পার্টিদের কাছে এই ধারণার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা বলা বা ভাবাও রুচিসঙ্গত নয়—এবং জনসাধারণের মধ্যে দৈনিক প্রচার ও আন্দোলনে এর কোনই অংশ নেই। তবুও একটা সুর-সঙ্গতি-সম্পন্ন পরিপূর্ণতার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরার' সঙ্গে এটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। এইখানে এঙ্গেল্‌সের যুক্তি দেওয়া হ'ল :—

"(অমঙ্গলকে চিরস্থায়ী করা ছাড়াও) সেই শক্তি ইতিহাসে আর

একটা ভূমিকা অভিনয় করে—সেটা হ'ল **বিপ্লবী** ভূমিকা। মার্ক্সের কথায়, যখনই কোন জরাজীর্ণ সমাজ নতুন সমাজকে গর্ভে বহন ক'রে আনে তখনই এই শক্তি তার ধাত্রীর কায করে। এই শক্তিকেই যন্ত্র ও উপায় হিসেবে নিয়ে সামাজিক আন্দোলনগুলো মৃত ও জড়ীভূত রাষ্ট্র-নৈতিক ধরণগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আপনাদের পথ কেটে চলে। হের ডুইরিং এ সব বিষয়ে একটীও কথা বলেননি। যথারীতি দীর্ঘশ্বাস ও কাতরতার সঙ্গে তিনি এই সম্ভাবনাটা স্বীকার ক'রেছেন যে শোষণতন্ত্রকে উচ্ছেদ ক'রবার জন্যে শক্তি হয়ত' দরকার হ'তে পারে, কিন্তু তাহ'লে সেটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কারণ হবে যেহেতু শক্তি ব্যবহার ক'রলেই শক্তি-মানের নৈতিক অধঃপতন হবেই! এবং প্রত্যেক সফল বিপ্লবের ফলে যে বিস্তৃত নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতি হ'য়েছে তার মুখের ওপরেই এ কথা বলা হয়েছে! ত্রিশ বছরের যুদ্ধের (Thirty Years War) অবনতি ও অবমাননার পর থেকে জার্ম্মাণ জাতির মন যে পদলেহনের প্রবৃত্তিতে ভ'রে আছে—এখন তাদের উপর একটা শক্তির সংঘর্ষ লাগিয়ে দিলে অন্ততঃ সেই প্রবৃত্তিটা নষ্ট হ'ত। আর সেই জার্ম্মাণীতেই এই কথা বলা হ'চ্ছে! আর এই পঙ্কিল, ক্ষীণ, ক্লীব পাদ্রীর চিন্তাধারা আজ ইতিহাসের সব চাইতে বিপ্লবী দলের কাছে গৃহীত হবার জন্যে উপস্থিত হ'তে সাহস ক'রেছে!"

১৮৭৮-৯৪ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এঙ্গেল্‌স্ জার্ম্মাণীর সোস্যাল ডেমোক্রাটদের কাছে যে শক্তি-বিপ্লবের ব্যাখ্যা ক'রতেন সেই বিপ্লবের প্রশংসা এই যে স্তুতিবাদ, এটাকে রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরার' মতের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কেমন ক'রে একটা মতে পরিণত করা যেতে পারে? সাধারণতঃ বাক্য-সংগ্রহের একটা বিশেষ কায়দা দ্বারা, কোনরকম নীতি-জ্ঞানের বালাই না রেখে কু-তার্কিকের মত এখান সেখান থেকে খাম-খেয়ালী ভাবে কয়েকটা লেখা বেছে নিয়ে (লেখকদের বাধিত ক'রবার জন্যে) এই দুটো মতকে এক ক'রে দেওয়া হয়ে থাকে। এবং শতকরা

৯৯ (কি আরও বেশী) জায়গায় রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরার ধারণার ওপরেই বিশেষ ক'রে জোর দেওয়া হয়। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌কে * ছেড়ে দিয়ে সার-সংগ্রহকেই তার জায়গায় বসান হয়। আজকাল সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা তাঁদের সরকারী কাগজপত্র ও পুঁথিতে মার্ক্সের শিক্ষার ওপর এই রকম ব্যবস্থাই খুব বিস্তৃত ও সাধারণ ভাবে ক'রে থাকেন। এরকম বদল অবশ্য নতুন নয়,—বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাসেও আমরা এমনই দেখতে পাই। মার্কস্‌-বাদকে সুবিধাবাদের ছদ্মবেশ পরাবার সময় ডায়ালেক্‌টিকসের বদলে এইরকম ভাবে সার-সংগ্রহের প্রয়োগই জনসাধারণকে ঠকাবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এতে মরীচিকা দর্শনের মত তৃপ্তি পাওয়া যায়। দেখে মনে হয় যেন এতে সমস্ত দিকের হিসাব নেওয়া হ'য়েছে, বিকাশের সমস্ত প্রবণতা, সকল বাধা ইত্যাদির ভাবনা ভাবা হ'য়েছে ; কিন্তু আসলে এর থেকে সামাজিক বিকাশের কোন সঙ্গতি-বিশিষ্ট বিপ্লবী ব্যাখ্যা একদম পাওয়া যায়না।

আমরা আগেই বলেছি এবং পরে আরও ভাল ক'রে দেখাব যে মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ রুদ্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে যখন ব'লেছেন তখন তাঁরা মূলধনী রাষ্ট্র লক্ষ্য ক'রেই বলেছেন। মূলধনী রাষ্ট্র শুধু 'শুকিয়ে মরে' সর্ব্বহারা রাষ্ট্রকে (সর্ব্বহারাদের একাধিপত্যকে) জায়গা ছেড়ে দিতে পারে না। সাধারণ নিয়ম অনুসারে শুধু রুদ্র বিপ্লবের দ্বারাই এটা সম্ভব হ'তে পারে। মার্কস্‌ বার বার যে কথা বলেছেন ("দর্শনের দারিদ্র্য" ও "কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের" শেষে রুদ্র বিপ্লব সম্বন্ধে যে খোলা ও সদম্ভ

* মার্ক্সের মতে মানুষের জীবন ও জীবনেতিহাস বস্তু উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় দ্বারা চালিত হ'য়ে নিরন্তর ক্রম-বিকাশের পথে চলছে এবং এই বিকাশের তিনটী পর্য্যায় আছে, যথা—(১) সৃষ্টি, (২) ধ্বংস, (৩) পুনঃ-সৃষ্টি। এই তিনটী পর্য্যায়ের নাম হ'ল ডায়েলেক্‌টিক এবং মার্ক্সবাদীদের মতে জীবন-বিকাশের সমস্ত সমস্যাই এই ডায়ালেক্‌টিক্সের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ক'রতে হবে। —অনুবাদক

ঘোষণা আছে সেটা দেখুন; অথবা ত্রিশ বছর পরে মার্কস্ যেখানে এর সুবিধাবাদী রূপটাকে নির্ম্মমভাবে কষাঘাত ক'রেছেন সেই "গোথা সোস্যালিষ্ট প্রোগ্রাম" দেখুন) তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এঙ্গেল্স্ এর সম্মানে যে বন্দনা পাঠ করেছেন—সেটা শুধু আবেগ নয়, বক্তৃতার উচ্ছ্বাস নয়, তার্কিকের কল্পনা-বিলাস নয়। রুদ্র বিপ্লব সম্বন্ধে খালি এই ধারণা নিয়মিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে পোষণ করার প্রয়োজনীয়তাই আছে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের সমস্ত শিক্ষার গোড়ায়। আর আজ সোস্যাল-সভিনিষ্ট ও কাউট্‌স্কির মতের লোকেরা যে ঠিক এই প্রচার ও আন্দোলনে অবহেলা ক'রছে—এতেই তাদের এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা পরিষ্কার হ'য়ে পড়ছে।

রুদ্র বিপ্লব ছাড়া মূলধনী রাষ্ট্রের বদলে সর্ব্বহারা-রাষ্ট্র বসান অসম্ভব। আবার সর্ব্বহারা-রাষ্ট্র, অর্থাৎ সমস্ত রাষ্ট্র লোপ পেতে পারে শুধু 'শুকিয়ে মরে'।

প্রত্যেক বিপ্লবী অবস্থাকে আলাদাভাবে অনুশীলন ক'রে—প্রতি বিভিন্ন বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ ক'রে মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্ এই সমস্ত ধারণার পরিপূর্ণ ও পরিস্কার উদাহরণ দিয়েছিলেন। তাঁদের কাযের এই প্রয়োজনীয়তম অংশ সম্বন্ধে আমরা এবার আলোচনা ক'রব।

পরিচ্ছেদ—২

১৮৪৮—৫১ র অভিজ্ঞতা

১।—বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে।

মার্ক্‌স্‌-বাদের প্রথম সুপরিণত লেখা – "দর্শনের দারিদ্র্য ও কমিউনিষ্ট ইস্তাহার"—বার হ'য়েছে বিপ্লবের ঠিক আগে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেইজন্যে ঐ বইগুলিতে সাধারণ মার্কস্‌-বাদ সম্বন্ধে লেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়কার সঠিক বিপ্লবী অবস্থার ওপরেও কিছু লেখা আছে। কাযেই এই বইয়ের লেখকরা ১৮৪৮-৫১র অভিজ্ঞতার সিদ্ধান্ত স্থির করবার ঠিক আগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কি লিখেছিলেন সেটা দেখলেই ঠিক হবে।

মার্কস্‌ "দর্শনের দারিদ্র্য"-তে লিখেছেন, "শ্রমিক শ্রেণী তার বিস্তৃতির পথে বুর্জোয়া সমাজের বদলে এমন এক সমাজ আনবে যাতে কোন শ্রেণী বা শ্রেণী-বিরোধিতা থাকবে না। রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব ব'লতে ঠিক যা বোঝায় তা থাকবে না, কারণ বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধের সরকারী রূপ হ'ল রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব।"

শ্রেণী বিরোধের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে রাষ্ট্রের অন্তর্দ্ধানের এই যে সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে এর পাশাপাশি কয়েক মাস পরে (১৮৪৭ এর নভেম্বর) কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে মার্কস্‌ ও এঙ্গেলসের যে বর্ণনা বেরিয়েছিল তার তুলনা ক'রলে অনেক কিছু শেখা যাবে :—

"সর্ব্বহারাদের বিকাশের খুব সাধারণ রূপগুলো দেখতে গিয়ে আমরা বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে যে অল্পবিস্তর গুপ্ত ঘরোয়া যুদ্ধ র'য়েছে তার অনুসরণ

ক'রলাম এবং সেটা খোলাখুলি বিপ্লবে রূপান্তরিত হ'য়ে যেখানে সর্ব্বহারারা গায়ের জোরে মূলধনী শ্রেণীকে উচ্ছেদ ক'রে আপনার শাসন প্রতিষ্ঠিত ক'রছে সেখানে উপস্থিত হ'লাম '...আমরা আগেই দেখে'ছি যে সর্ব্বহারাদের শাসক শ্রেণীতে উন্নত করা, গণ-তন্ত্রকে অধিকার করা হ'ল শ্রমিক বিপ্লবের প্রথম ধাপ।...মূলধনী শ্রেণীর হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মূলধন ছিনিয়ে নেবার জন্যে, রাষ্ট্রের (অর্থাৎ শাসক শ্রেণী হিসাবে সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারাদের) হাতে সমস্ত উৎপাদনের যন্ত্রগুলোকে কেন্দ্রীভূত ক'রবার জন্যে এবং যতশীঘ্র সম্ভব উৎপাদনী শক্তির পরিমাণ বাড়াবার জন্যে সর্ব্বহারারা তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ব্যবহার ক'রবে।"

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কস্-বাদের একটা খুব দ্রষ্টব্য ও প্রয়োজনীয় ধারণা এখানে বিবৃত হয়েছে। সেটা হ'ল "সর্ব্বহারাদের একাধিপত্যের" ধারণা (প্যারী কমিউনের পরে মার্ক্স ও এঙ্গেলস যেমন ভাবে লিখতে আরম্ভ ক'রেছিলেন)। রাষ্ট্রের একটা খুব সুন্দর সংজ্ঞাও এখানে দেওয়া র'য়েছে যদিও তা আজ সবাই ভুলে গিয়েছে ; সেটা হ'ল—"রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণীরূপে সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারাদের দল।"

সরকারী সোস্যাল-ডেমোক্রাটীক পার্টিসমূহের চলতি প্রচার ও আন্দোলনের কাগজপত্রে রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা যে কখনও বোঝান হয়না তাই নয়, ইচ্ছে ক'রেই তারা এটা ভুলে গিয়েছে। তার কারণ এই সংজ্ঞাকে সংস্কার-কামনার (reformism) সঙ্গে মোটেই মানান' যায় না,—তার কারণ এই সংজ্ঞা সাধারণ সুবিধাবাদী সংস্কার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর "গণ-তন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিকাশের" মিথ্যা মোহকে সোজাসুজি আঘাত করে।

"সর্ব্বহারারা রাষ্ট্র চায়", এই কথাটা সমস্ত সুবিধাবাদী সোস্যাল-সভিনিষ্ট ও কাউটস্কির দলের লোকেরা বার বার ব'লে থাকে এবং তারা আমাদের ভরসা দেয় যে মার্কস্ এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন।,কিন্তু তারা

এটুকু যোগ ক'রতে ভুলে যায় যে মার্কসের মতে সর্ব্বহারারা খালি এমন রাষ্ট্র চায় যা শুকিয়ে মরবে—সে রাষ্ট্রটা এমনি যে সেটা তখুনি তখুনি শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে, শুকয়ে মরা ছাড়া তার আর কোন উপায়ই নেই। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বহারারা একটা রাষ্ট্র "চায়', সেটা হ'ল "শাসকশ্রেণীরূপে সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারার দল।"

রাষ্ট্র, সংঘবদ্ধ শক্তির একটা বিশেষ ধরণ; কোন শ্রেণীকে চেপে রাখবার জন্যে শক্তির সংঘ হ'ল রাষ্ট্র। সর্ব্বহারারা কোন্ শ্রেণীকে চেপে রাখবে? স্বভাবতঃই সেটা শুধু শোষক শ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়ার দলই হ'তে পারে। শোষণকারাদের বাধাকে জয় ক'রবার জন্যেই শ্রমিকদের রাষ্ট্রের প্রয়োজন। শ্রেণীসমূহের মধ্যে শুধু সর্ব্বহারা শ্রেণীই শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লবী থাকে, শুধু তারাই মূলধনী শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাচ্যুত ক'রবার যুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক ও শোষিতদের একত্র ক'রতে পারে। সেই সর্ব্বহারা শ্রেণীই রাষ্ট্রের এই দমনকে পূর্ণতার পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শোষক-শ্রেণী শোষণ চালাবার জন্যে, অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশের বিরুদ্ধে অতি অল্পসংখ্যক লোকের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব চায়। শোষিত-শ্রেণী সমস্ত শোষণ একেবারে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে, অর্থাৎ জমিদার (সামন্তরাজ) ও মূলধনীরূপ আজকালকার মুষ্টিমেয় দাস প্রভুদের বিরুদ্ধে বিপুল ও বিরাট জনসংঘের স্বার্থ বাঁচাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব চায়। যে ছদ্ম-সোস্যালিষ্টরা শ্রেণী-সংগ্রামের বদলে শ্রেণী-মিলনের স্বপ্ন দেখেন সেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তান্ত্রিকরা যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়েই কল্পনা করেন যে শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বকে উচ্ছেদ না ক'রে—শোষণকারী অল্প-সংখ্যক লোক শান্তির মধ্যে আলোকপ্রাপ্ত অধিকাংশ শোষিতের কাছে বশ্যতা স্বীকার ক'রছে—সমাজ সাম্যতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে। সমস্ত শ্রেণীর উপরে রাষ্ট্রের অবস্থিতির স্বপ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই যে কল্পনা-বিলাস, এরই ফলে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে

বলি দেওয়া হ'য়েছে। তার উদাহরণ ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের বিপ্লবের ইতিহাস—তার উদাহরণ উনিশ শতাব্দীর শেষে ও বিশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও অন্য অন্য দেশের বুর্জোয়া মন্ত্রী সভায় "সোস্যালিষ্ট"দের অংশ গ্রহণের ইতিহাস।

এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সোস্যালিজ্‌ম্—যা এখন রাশিয়ার মেন্‌শেভিক সোস্যালিষ্ট-রেভোলিউশানারি দলে পুনর্জ্জন্ম নিয়েছে—এর বিরুদ্ধে মার্কস্‌ তার সমস্ত জীবন ধ'রে লড়াই ক'রেছিলেন। তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের বিশ্লেষণকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও রাষ্ট্রের মতামত পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন।

মূলধনী প্রভুত্বের উচ্ছেদ ক'রতে পারে শুধু সর্ব্বহারারাই; কারণ এই বিশেষ শ্রেণীই এ কাযের জন্যে তৈরী হ'চ্ছে, এবং তাদের অবস্থিতির অর্থ-নৈতিক অবস্থা থেকেই তারা বিশেষ করে এই কায ক'রবার মত সুবিধা ও শক্তি পেয়ে থাকে। মূলধনী শ্রেণী ভাঙনের পথে যেমন চাষী ও অন্য সমস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নষ্ট ক'রে দেয় তেমনই শহরের সর্ব্বহারাদের একত্র, সংঘবদ্ধ ও যুক্ত করে। শ্রম-পরায়ণ ও শোষিত জনসাধারণ প্রায়ই শহরের সর্ব্বহারাদের চাইতে বেশী পরিমাণে মূলধনীদের দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত ও দলিত হয়—কিন্তু তারা সহায়হীন ভাবে আপনাদের মুক্তি-সংগ্রাম চালাতে পারেনা। বড়রকমের উৎপাদনে তার যে অর্থনীতিক ভূমিকা আছে তারির জন্যে শুধু সর্ব্বহারারাই এদের নেতৃত্ব করতে সমর্থ।

রাষ্ট্র ও সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের প্রশ্নে মার্কস্‌ যে শ্রেণী-সংগ্রামবাদের প্রয়োগ ক'রেছেন তার থেকে আমরা অবশ্যম্ভাবিতরূপে সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, তাদের একাধিপত্য মানতে বাধ্য হই,—তার যে কর্ত্তৃত্বে সে আর কাউকে ভাগ দেবেনা এবং যা জনসাধারণের সশস্ত্র শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে—সর্ব্বহারার সেই কর্ত্তৃত্বের কথা আমরা মানতে বাধ্য হই।

সর্ব্বহারারা শাসকশ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে বুর্জোয়াদের অবশ্যম্ভাবী ও প্রাণপণ বাধাকে ধ্বংস ক'রতে পারলে এবং নতুনরূপে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের জন্যে শ্রম-পরায়ণ শোষিত শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ ক'রতে পারলে তবেই মূলধনী শ্রেণীর উচ্ছেদ হবে।

শক্তি ও বলের কেন্দ্রীভূত সংগঠন রাষ্ট্রকে সর্ব্বহারারা চায় দুটী কারণে। এক, শোষকদের বাধাকে ধ্বংস করবার জন্যে। দুই,—চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অর্দ্ধ-সর্ব্বহারা প্রভৃতি জন-সংখ্যার বিরাট অংশকে অর্থনৈতিক, সাম্যবাদী পুনর্গঠনের পথে চালিত ক'রবার জন্যে।

মার্কস্-বাদ মজুর দলকে শিক্ষিত ক'রবার সময় সর্ব্বহারাদের অগ্রগামী দলকে শিক্ষা দেয়। এই দল ক্ষমতা অধিকার ক'রে সমস্ত সমাজকে সাম্য-বাদের পথে চালিত করতে পারবে, নতুন ব্যবস্থাকে চালিত ও সংঘবদ্ধ ক'রতে পারবে,—মূলধনীদের বাদ দিয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ জীবন গঠন ক'রবার পথে এই দল শ্রম-পরায়ণ ও শোষিত শ্রেণীর শিক্ষক, প্রদর্শক ও নেতা হ'তে পারবে। এরির বদলে প্রচলিত সুবিধাবাদ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বেশী মাইনাপ্রাপ্ত মজুরদের এমন এক প্রতিনিধি শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে যারা সাধারণ মজুর শ্রেণীর সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছে এবং ধনবাদের আধিপত্যেই নিজেদের বেশ 'চালিয়ে নিচ্ছে'। তারা কাঞ্চন মূল্যে কাঁচ ক্রয় ক'রছে—অর্থাৎ মূলধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে জন সাধারণের বিপ্লবী নেতা হিসাবে তাদের যে ভূমিকা তা তারা ত্যাগ ক'রছে।

"রাষ্ট্র, অর্থাৎ শাসকশ্রেণীরূপে সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারার দল"—মার্কসের এই যে মত, এটা, ইতিহাসে সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি অন্য যে সমস্ত শিক্ষা দিয়েছেন তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাঁধা। এই ভূমিকার পরিপূর্ণতাই হ'ল সর্ব্বহারাদের একাধিপত্য, সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব।

কিন্তু সর্ব্বহারারা যদি মূলধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা বিশিষ্ট শক্তির সংগঠন রূপে রাষ্ট্রকে চায় তাহ'লে স্বতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জেগে

ওঠে :—মূলধনী শ্রেণী তার **নিজের ব্যবহারের জন্যে** যে শাসনযন্ত্র তৈরী ক'রেছে তাকে প্রথমে ভেঙ্গে বা ধ্বংস না ক'রে কি এ রকম সংগঠন কখনও সম্ভব ? 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহার' আমাদের সোজাসুজি এই সিদ্ধান্তেই নিয়ে যায় এবং মার্কস্ যখন ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ র বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক ফলগুলো এক ক'রেছিলেন তখনও তিনি এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই লিখেছিলেন।

২। বিপ্লবের ফল।

রাষ্ট্রের এই যে প্রশ্ন সে সম্বন্ধে ১৮৪৮-৫১ র বিপ্লবসমূহ থেকে মার্কস্ নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্ত জুড়ে তুলেছিলেন ('দি এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব্ লুই বোনাপার্টি' নামে বইতে) :

"তাহলেও, বিপ্লবটা সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। এখনও এর প্রায়শ্চিত্ত হ'চ্ছে। বিপ্লব শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে তার কায ক'রছে। ১৮৫১র ২রা ডিসেম্বারের (লুই বোনাপার্টি কর্ত্তৃক জনসাধারণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাতের দিন) মধ্যে সে তার অর্দ্ধেক কায ক'রেছিল—এখন তার বাকীটা পূর্ণ ক'রছে। প্রথমতঃ পার্লামেণ্টারী শক্তিকে উচ্ছেদ ক'রবার জন্যেই সে শক্তিকে পূর্ণতম অবস্থায় এনেছিল। এটা করার পর এখন সেই পূর্ণ করার পথেই **কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতাকে** টেনে আনছে। বিপ্লব সে ক্ষমতাকে তার সরলতম অবস্থায় নিয়ে গিয়ে তাকে সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রছে—তার একমাত্র ভর্ৎসনারূপে তাকেই তার বিরুদ্ধে খাড়া ক'রছে। এ সবই করা হ'চ্ছে **শুধু তার বিরুদ্ধে ধ্বংসের সমস্ত শক্তিগুলোকে কেন্দ্রীভূত ক'রবার জন্যে।** [ইটালিক্স্ লেনিনের]। এবং যখন তার গোড়ার কাযের এই দ্বিতীয় অংশটা সম্পূর্ণ ক'রবে তখন ইয়োরোপ জয়গর্ব্বে চেঁচিয়ে উঠবে, "বেশ হ'য়েছে, বুড়ো ছুঁচো!"... তার শাসনের বিচিত্র ও কৃত্রিম যন্ত্র নিয়ে, তার পাঁচ লক্ষ সরকারী কর্ম্মচারীর সঙ্গে পাঁচ লক্ষ ফৌজ

নিয়ে,—কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা রূপ এই ভীষণ পরভোজী জানোয়ার ফরাসী সমাজের সমস্তটাকে জালের মত ঘিরে ছিল, তার দেহের সমস্ত লোমকূপ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। এই ক্ষমতার আবির্ভাব হয়েছিল স্বেচ্ছা-রাজতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সময়, ফিউডালিজম্ (সামন্তরাজতন্ত্র) এর পতনের সময়—এই জানোয়ার সেই পতনের সাহায্যই করেছিল।"

প্রথম ফরাসী বিপ্লব কেন্দ্রীকরণকে (centralisation) বিস্তৃত ক'রেছিল, "কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসার, কায ও কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল। নেপোলিয়ান এই সরকারী যন্ত্রকে সম্পূর্ণ করে যান।" লেজিটিমিষ্টদের রাজত্বের সময় বা জুলাইয়ের রাজত্বের সময় "শ্রমিকদের মধ্যে আরও বেশী বিভাগ ছাড়া আর কিছু হয়নি।...... অবশেষে বিপ্লবের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে পার্লামেণ্টারী জনতন্ত্র দমন-নীতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সঙ্গতি ও কেন্দ্রীকরণ বাড়াতে বাধ্য হ'ল। **প্রত্যেক বিপ্লবই এই যন্ত্রকে ভাঙ্গবার বদলে তাকে অধিকতর সম্পূর্ণ ক'রে দিয়ে গিয়েছে।** যে সমস্ত রাজনৈতিক দল পর পর প্রভুত্বের জন্যে সংগ্রাম ক'রে গিয়েছে তারা এই বিরাট শাসন সৌধ-টাকে তাদের জয়ের একটা প্রধান লাভ ব'লে ধ'রত।"

এই বিখ্যাত বাক্য থেকে দেখা যায় যে 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' চাইতে মার্কস্‌বাদ এখানে সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। সেখানে তখনও অত্যন্ত ভাবমূলক ভাবে (abstractly) রাষ্ট্রের প্রশ্ন বিচার করা হ'য়েছে এবং অত্যন্ত সাধারণ (general) ধারণা ও কথা ব্যবহার করা হ'য়েছে। এখানে প্রশ্নটা বাস্তব এবং সিদ্ধান্তগুলো সুব্যক্ত, সুস্পষ্ট ও ব্যবহারিক। আগের সমস্ত বিপ্লব শাসনযন্ত্রকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে সাহায্য ক'রেছে—কিন্তু আমাদের এখন এটাকে ভাঙ্গতে হবে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসের মতের মধ্যে এই সিদ্ধান্তটাই হ'ল প্রধান ও মূল।

অথচ প্রধান প্রধান সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলি শুধু একথা "ভুলেই" ক্ষান্ত হয়নি—সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনালের* প্রধানতম তার্কিক কাউট্স্কি এইটাকেই সম্পূর্ণ বিকৃত ক'রেছেন।

'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে' ইতিহাসের মোটামুটি শিক্ষাগুলো লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। তার থেকে রাষ্ট্রকে আমরা শ্রেণী-দমনের যন্ত্ররূপে দেখতে বাধ্য হই এবং এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে সর্ব্বহারারা গোড়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভুত্ব জয় না ক'রে, রাষ্ট্রকে "শাসকশ্রেণীরূপে সর্ব্বহারা সংগঠনে" পরিবর্ত্তিত না ক'রে মূলধনী শ্রেণীকে উচ্ছেদ ক'রতে পারেনা। তার থেকে আরও সিদ্ধান্ত করি যে যেহেতু শ্রেণী-বিরোধশূন্য সমাজে রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব সেই হেতু সর্ব্বহারা-রাষ্ট্র তার বিজয়ের পর থেকেই শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করবে। ইতিহাসের বিকাশের দিক থেকে মূলধনী রাষ্ট্রের বদলে এই সর্ব্বহারা-রাষ্ট্রের চলন কি রূপ গ্রহণ ক'রবে সে সমস্যা এখানে এখনও ভাবা হয়নি।

১৮৫২ অব্দে মার্কস্ ঠিক এই সমস্যার কথাই বলেছেন এবং তার সমাধান ক'রেছেন। তাঁর ডায়ালেক্‌টিক্‌সের বস্তুবাদের (dialectical materialism) যে তত্ত্ব তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে ১৮৪৮—৫১র বিরাট বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকেই তিনি ভিত্তি রূপে নিয়েছেন। অন্য সব জায়গার মত এখানেও তার শিক্ষা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সারাংশ—পৃথিবী সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক ধারণা ও ইতিহাসের বিরাট জ্ঞান একে আরও আলোকিত (পরিষ্কার) ক'রেছে।

* মার্কস্ পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকদের জন্যে যে আন্তর্জ্জাতিক সমিতি স্থাপন করেন সেটা হ'ল প্রথম ইণ্টারন্যাশন্যাল। সেটা মরার কিছুদিন পরে সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল স্থাপিত হয়। পরে বোলশেভিকদের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় সুবিধাবাদীরা এইটাকেই আঁকড়িয়ে ধরে থাকে ও বোলশেভিক বা কমিউনিষ্টরা থার্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল স্থাপন করে।—অনুবাদক।

রাষ্ট্রের সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া হ'য়েছে ; মূলধনী রাষ্ট্র অর্থাৎ মূলধনী প্রভুত্বের প্রয়োজনীয় শাসন-যন্ত্র প্রকৃত পক্ষে কেমন ক'রে উত্থিত হ'ল ? এর কি কি বদল হ'য়েছে— বুর্জোয়া বিপ্লবের পথে এবং নিপীড়িত শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিদ্রোহের মুখে এর কি রকম ক্রম-বিকাশ হ'য়েছে ? এই শাসন যন্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বহারাদের সামনে কি কি সমস্যা র'য়েছে ?

রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা—যা মূলধনী সমাজের বৈশিষ্ট্য—তার উত্থান হ'ল ফিউডালিজ্‌মের পতনের সময়। এই যন্ত্রের সব চেয়ে বিশেষত্ব হ'ল দুটো প্রতিষ্ঠান : আমলাতন্ত্র (bureaucracy) ও স্থায়ী সৈন্যদল (standing army)। যে হাজার সূত্রে এই প্রতিষ্ঠান দুটী মূলধনী শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত র'য়েছে তার উল্লেখ আমরা বহুবার মার্কস্ ও এঙ্গেলসের লেখাতে পাই। এবং প্রত্যেক শ্রমিকের অভিজ্ঞতাই অসাধারণ প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাবে এই যোগের উদাহরণ যোগায়। শ্রমিকশ্রেণী তার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এই যোগ চিনতে শেখে। সেইজন্যেই এই শ্রেণী এর অবশ্যম্ভাবিতার ধারণা এত সহজে বুঝতে পারে, এত দৃঢ়রূপে গ্রহণ ক'রতে পারে। অথচ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তান্ত্রিকরা এই ধারণাকেই হয় মূর্খতাপ্রযুক্ত ও অগভীর চিন্তাপ্রযুক্ত অস্বীকার করে নয়ত' আরও অগভীর ভাবে তারা "মতের দিক দিয়ে" এটাকে স্বীকার করে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত টানতে ভুলে যায়।

আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যদল মূলধনী সমাজের সর্ব্বাঙ্গের ওপর একটা পরগাছা উদ্ভিদ রচনা করে। যে অন্তর্দ্বন্দ্বে সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তারি থেকেই এই পরগাছার জন্ম—কিন্তু প্রকৃতই এটা পরভোজী ব'লে সমাজের বেঁচে থাকবার উপযোগী লোমকূপগুলোকে বন্ধ ক'রে দেয়। সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলে আজকাল কাউটস্কির মতের সুবিধাবাদই চলছে। সেই মত অনুসারে পরভোজী প্রাণী হিসাবে রাষ্ট্রের এই যে ধারণা এটা নাকি খালি অ্যানার্কিষ্টদেরই বিশিষ্ট সম্পত্তি। যে সমস্ত

সঙ্কীর্ণমনা আজ "পিতৃভূমি রক্ষার" ছুতায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গোঁজামিল দিয়ে সমর্থন করার অশ্রুতপূর্ব্ব লজ্জায় টেনে নামিয়েছে তাদের কাছে স্বভাবতঃই মার্কস্‌-বাদের এই বিকৃতিটা বিশেষ কাযে লাগে। কিন্তু তাহ'লেও এটা বিকৃতি বই আর কিছুই নয়।

ফিউডালিজ্‌মের ধ্বংসের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ইয়োরোপ অনেক বুর্জোয়া বিপ্লবই দেখেছে এবং এই সমস্ত বিপ্লবের সময়েই এই আমলা ও সৈন্য যন্ত্রটা বিস্তৃত, বিশুদ্ধ ও দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে।

বিশেষ ক'রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো বেশীরভাগ এই যন্ত্রের দ্বারাই মূলধনী শ্রেণীর দিকে আকৃষ্ট হয় ও তার বশ্যতা স্বীকার করে। এই যন্ত্র চাষী, কারিকর ও দোকানদারদের মধ্যে উচ্চ বিভাগের লোকদের কতকগুলো আরামদায়ক, শান্তিপূর্ণ সম্ভ্রান্ত চাকরী যোগাড় ক'রে দেয় এবং তাতে ক'রে এই চাকুরেদের সাধারণ জনসাধারণ থেকে কিছু ওপরে তুলে দেয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর (১২ই মার্চ্চ) পরের ছ' মাসে রাশিয়াতে যা হ'য়েছিল সেটা ভেবে দেখুন। আগে যে সমস্ত সরকারী চাকরী পছন্দ ক'রে ব্ল্যাক হানড্রেড্‌স দর* দেওয়া হ'ত এখন থেকে সেগুলো ক্যাডেট, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট-রেভোলিউশানারীদেরই লুঠের মাল হ'য়ে দাঁড়াল। কোন গুরুতর রকম সংস্কারের কথা কেউই প্রকৃতপক্ষে ভাবেনি। সেগুলো কনষ্টিটিউএণ্ট অ্যাসেম্বলি পর্য্যন্ত তুলে রাখা হ'য়েছিল! এটাকে আবার যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে সরিয়ে সরিয়ে রাখা হ'ল! কিন্তু লুঠ ভাগ ক'রবার বেলায় বা মন্ত্রী, আণ্ডার-সেক্রেটারী, শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি আরামের পদগুলো দখল ক'রবার বেলায় আর কোনও দেরী হ'লনা—কনষ্টিটিউএণ্ট্‌ অ্যাসেম্বলি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হ'লনা! কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের সমস্ত বিভাগে, দেশের সর্ব্বত্র এই লুঠের যে বিভাগ

---

* পুরানো রাশিয়ার গুপ্তচর। এদের বিশেষ কায ছিল ষ্ট্রাইক ভাঙ্গা।

ও পুনর্বিভাগ চলছিল সেই আসল কথাটাই রূপ পেয়েছিল অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট সাজান' ও ঢেলে সাজান'র খেলায়। ১৯১৭র ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১২ই মার্চ্চ) থেকে ২৭শে আগষ্ট (৯ই সেপ্টেম্বার) এই ছ'মাসের বাস্তব ও ব্যবহারিক ফল সম্বন্ধে কোনই বিরোধ নেই। সংস্কার শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে, সরকারী চাকরিগুলি বণ্টন করা হ'য়ে গিয়েছে এবং কয়েকটা জায়গায় ঢেলে সেজে বণ্টনের "ভুল" গুলো শুধরে নেওয়া হ'য়েছে! কিন্তু বিভিন্ন মূলধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্টিদের (রাশিয়ার কথা ধ'রলে—ক্যাডেট, এসার ও মেনশেভিকদের) যত বেশীদিন ধ'রে এই ঢেলে সাজা চলতে থাকে, সর্ব্বহারাদের নেতৃত্বে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহ ততই পরিষ্কার রূপে বুঝতে পারে যে তাদের স্বার্থের সঙ্গে 'সমস্ত' মূলধনী সমাজের কতখানি বিরোধ এবং এও বুঝতে পারে যে সে বিরোধ মিটবার নয়। সেই জন্যেই বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের বিরুদ্ধে দমননীতি বাড়ান, দমনের যন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে দৃঢ় করা বুর্জোয়া পার্টিদের পক্ষে, এমন কি তার মধ্যে সব চেয়ে গণ-তান্ত্রিক ও 'বিপ্লবী গণ-তান্ত্রিক বিভাগগুলির পক্ষেও প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। এই রকম ঘটনা-স্রোতই বিপ্লবকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে "ধ্বংসের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রতে' বাধ্য করে—সমস্যাটাকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের পরিশুদ্ধির বদলে 'রাষ্ট্র যন্ত্রের ধ্বংস ও নাশ' ব'লে গ্রহণ করতেই বাধ্য করে।"

যুক্তিতর্ক নয়, ব্যবহারিক ঘটনাস্রোতই (১৮৪৮-৫১র জীবন্ত অভিজ্ঞতাই) সমস্যাটার এই রকম বর্ণনা এনে দিল। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতারূপ দৃঢ় ভিত্তির ওপর মার্ক্স্ কতখানি কায ক'রতেন তা আমরা এই থেকেই বুঝতে পারি যে রাষ্ট্র যন্ত্র ধ্বংসের পর তার স্থান কিসে পূরণ হবে সে সম্বন্ধে ১৮৫২ সালের আগে তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলেননি। সে সমস্যা সমাধানের উপযোগী বাস্তব তথ্য অভিজ্ঞতা তখনও এনে দেয়নি; আরও পরে, ১৮৭১ সালে ইতিহাস তাকে প্রচলিত নীতির

মধ্যে এনে দিল। বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ঐতিহাসিক ভূয়োদর্শনে যতটুকু সঠিক হ'তে পারে ততটুকু সঠিকতার সঙ্গে ১৮৫২ সালে শুধু বলা চলত যে সর্ব্বহারা বিপ্লব আজ এমন অবস্থায় এসেছে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা' ও 'শাসন যন্ত্রকে ধ্বংস করার' সমস্যা তাকে এখন ভাবতেই হবে।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে:—মার্ক্সের পরীক্ষণ, ভূয়োদর্শন ও সিদ্ধান্তকে সাধারণ নিয়ম ক'রে নেওয়া কি ঠিক—এবং সেগুলোকে ১৮৪৮-৫১, এই তিন বছরের ফ্রান্স্ দেশ ছাড়াও অন্য বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে কি? এ কথার আলোচনার আগে এঙ্গেল্‌সের একটা মন্তব্য সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ করা যাক—পরে আমাদের সত্যগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখা যাবে:

'এইটিন্‌থ্ ব্রুমেয়ার'-এর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেল্‌স লিখছেন, "অন্য সব দেশের চাইতে ফ্রান্সেই শ্রেণীদের মধ্যেকার ঐতিহাসিক সংগ্রাম প্রতিবারই এক চরম মীমাংসায় এসে পৌচেছে। যে সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল রাষ্ট্রনৈতিক রূপের মধ্যে সেই শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছে ও যার মধ্যে দিয়ে তার ফলগুলো ব্যক্ত হ'য়েছে—ফ্রান্সেই সেই রাষ্ট্রীয় রূপগুলো পিটিয়ে পিটিয়ে নির্দ্দিষ্ট আকৃতি পেয়েছে। মধ্যযুগে এটা ছিল ফিউডালিজ্‌মের কেন্দ্র; রিনায়েসাঁর পরে বাঁধা পদবী ও পদমর্য্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র নিয়ে এটা একটা আদর্শ দেশ হ'য়ে দাঁড়াল। 'বড় বিপ্লবের' সময় ফ্রান্স ফিউডালিজ্‌ম্‌কে চূর্ণ করে দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবিমিশ্র আধিপত্য এমন সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রল যে সারা ইয়োরোপে তার জুড়ি মেলে না। আবার মূলধনী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সর্ব্বহারার সংগ্রামও এখানে এমন তীব্র ধরণের হ'য়ে পড়ছে যে অন্য কোথাও সেরকম হয়না।"

শেষের কথাটা এখন আর চলেনা, কারণ ১৮৭১ এর পর থেকে ফরাসী

দেশের সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী সংগ্রামে ভাটা পড়েছে। অবশ্য ভাটা পড়েছে ব'লে একথা মনে ক'রবার কারণ নেই যে আসন্ন সর্ব্বাহারা বিপ্লবে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রামের পরম্পরাগত ক্ষেত্ররূপে ফ্রান্স আবার দেখা দেবেনা।

সে যাই হোক, ১৯ শতাব্দীর শেষ ও ২০ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমস্ত সমুন্নত জাতির ইতিহাসে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। তাহ'লে দেখা যাবে যে সে সব জায়গায়ও ঐ একই কার্য্যক্রম আরও ধীরে, আরও বিচিত্ররূপে, আরও বিস্তৃতভাবে ঘটে চলেছে। একপক্ষে জন-তান্ত্রিক দেশগুলো (ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড) ছাড়াও রাজতান্ত্রিক দেশেও (ইংল্যাণ্ড, কিছু পরিমাণে জার্ম্মাণী, ইটালী, স্কাণ্ডিনেভিয়া) 'পার্লামেণ্টারী শাসন' বিস্তৃত হ'য়েছে। অন্যপক্ষে সরকারী চাকরীর লুঠটাকে একবার এহাত আর একবার ওহাত ক'রে বিভিন্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঝগড়া ক'রে চলেছে,—মূলধনী সমাজের গোড়ার ভিতে কোন বদলই হয়নি; শেষে "এক্সিকিউটিভ্" (শাসন পরিষদ) টাকে ও তার আমলাতন্ত্র ও ফৌজকে সম্পূর্ণ ও দৃঢ় করা হ'য়েছে।

এইগুলোই যে মোটের ওপর সমস্ত মূলধনী রাষ্ট্রের বিকাশের আধুনিক-তম অবস্থার সাধারণ রূপ তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা। মূলধনী জগতের মজ্জাগত বিকাশের সমস্ত উপায়গুলো, ১৮৪১-৫১, এই তিন বছরের মধ্যে ফ্রান্স অতি দ্রুত, তীব্র ও কেন্দ্রীভূতরূপে দেখিয়ে দিয়েছে।

ব্যাঙ্ক পরিচালিত মূলধনের (financial capital) প্রভুত্বের যুগে, বিরাট মূলধনী একচেটিয়াত্বর যুগে, সরল ট্রাষ্ট-ধনবাদ (সঙ্ঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত ধনবাদ—অনুবাদক) থেকে রাষ্ট্রীয় ট্রাষ্ট-ধনবাদে পরিবর্ত্তিত হওয়ার যুগে "রাষ্ট্র" অভূতপূর্ব্বরূপে দৃঢ় হ'চ্ছে এবং এর আমলাতন্ত্র ও ফৌজের যন্ত্র অশ্রুতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্র থেকে সবচেয়ে স্বাধীন জন-তন্ত্রেও সর্ব্বহারাদের ওপর অত্যাচার বাড়ছে।

পৃথিবীর ইতিহাস আজ ১৮৫২ র অপেক্ষা অনেক বড় ধরণে রাষ্ট্রের

যন্ত্রপাতিকে 'ধ্বংস ক'রবার' জন্যে সর্ব্বহারা বিপ্লবের 'সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত' করার দিকে অবিসংবাদারূপে এগিয়ে চলেছে।

এই রাষ্ট্রের স্থান সর্ব্বহারারা কি দিয়ে পূরণ ক'রবে সে সম্বন্ধে অনেক দরকারী তথ্য প্যারী কমিউন থেকে পাওয়া গিয়েছে।

৩। ১৮৫২ সালে মার্ক্স এই প্রশ্ন কি রকম বিধিবদ্ধ ক'রেছিলেন।

১৯০৭ সালে নিউ ৎসিট কাগজে মেরিং ৫ই মার্চ, ১৮৫২ সালে মার্ক্স, ভাইডমিয়রকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ প্রকাশ করেন। সেই চিঠিতে অন্য নানা বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণীয় নিবন্ধ দেওয়া ছিল:

"আমার কথা ধ'রলে, বর্ত্তমান সমাজে শ্রেণী-বিভাগ বা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবস্থিতি আবিষ্কার করার সম্মান আমার প্রাপ্য নয়। আমার অনেক আগে বুর্জোয়া ইতিহাসকারেরা এই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ বর্ণনা ক'রেছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শ্রেণীসমূহের অর্থনীতিক ভিত্তি ব্যাখ্যা ক'রেছেন। আমি শুধু এইগুলো প্রমাণ ক'রেছিলাম: (১) উৎপাদন-বিকাশের বিশেষত্বস্বরূপ কতকগুলি ঐতিহাসিক সংগ্রামের সঙ্গেই শুধু শ্রেণীর অবস্থিতির সম্বন্ধ (২) শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য্য ফল, সর্ব্বহারাদের একাধিপত্য (৩) এই একাধিপত্যটা শ্রেণী-বিভাগ ধ্বংসের ও শ্রেণী-বিহীন সমাজ গঠনের ভূমিকা মাত্র…"

এই কয়টা কথায় মার্ক্স আশ্চর্য্য রকম পরিষ্কারভাবে দুটো জিনিষ প্রকাশ ক'রতে পেরেছেন;—একটা হ'ল তার শিক্ষায় এবং প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া ভাবুকদের শিক্ষায় যে মূলগত প্রভেদ সেইটা—দ্বিতীয় হ'ল রাষ্ট্র সম্বন্ধে তার মতের আসল অর্থটা।

প্রায়ই বলা হয় যে মার্ক্সের শিক্ষার প্রধান বিষয় হ'ল শ্রেণী-সংগ্রাম।

কিন্তু তা ঠিক নয়। এবং এই ভুল থেকেই এখানে সেখানে সুবিধাবাদীরা মার্ক্স-বাদের অঙ্গচ্ছেদ করে, বুর্জোয়াদের গ্রহণোপযোগী ক'রবার জন্যে এর মিথ্যা রূপ দেয়। শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ মার্ক্সের সৃষ্টি নয়। মার্ক্সের **আগেই** বুর্জোয়ারা এর সৃষ্টি ক'রেছিল এবং সাধারণভাবে দেখতে গেলে এটা তাদের পক্ষে **গ্রহণ যোগ্য**।

যে লোক **শুধু** শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকার করে তাকে তখনও মার্ক্স-বাদী বলা যায়না। সে হয়ত' বুর্জোয়া যুক্তিতর্ক ও বুর্জোয়া রাজনীতির শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারেনি। মার্ক্সের মতকে শ্রেণী-সংগ্রামের শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ করার মানে মার্ক্স-বাদকে ছোট করা, তার অঙ্গচ্ছেদ করা, তাকে বুর্জোয়াদের গ্রহণোপযোগী একটা তুচ্ছ জিনিষে নামিয়ে আনা। যার শ্রেণী-সংগ্রামের স্বীকৃতি **সর্ব্বহারাদের একাধিপত্যের** স্বীকৃতি পর্য্যন্ত **বিস্তৃত হয়** সেই **মার্ক্স-বাদী**। এখানেই সাধারণ বুর্জোয়া ও মার্ক্স-বাদীর তফাৎ। মার্ক্স-বাদকে **ঠিকমত** বুঝেছে ও স্বীকার ক'রেছে কিনা তা এই জাঁতায় ফেলেই পরীক্ষা ক'রতে হবে। কাযেই ইয়োরোপের ইতিহাস যখন মজুরশ্রেণীর সামনে এই প্রশ্ন তুলে ধ'রল তখন শুধু সংস্কারকামী ও সুবিধাবাদীরাই নয়, সমস্ত 'কাউট্স্কিয়ানরাও' (যারা সংস্কারবাদ ও মার্ক্স-বাদের মধ্যে দোমনা ক'রছিল) যে সামান্য সঙ্কীর্ণচেতা পাতি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাটে পরিণত হ'ল,—তারা যে "সর্ব্বহারাদের একাধিপত্যকে" অস্বীকার ক'রল—তা মোটেই বিচিত্র নয়। ১৯১৮ র আগষ্ট মাসে অর্থাৎ এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের অনেক পরে কাউটস্কির "সর্ব্বহারাদের একাধিপত্য" ব'লে যে ক্ষুদ্রপুস্তিকা বেরিয়েছিল সেটা মার্ক্স-বাদের পাতি-বুর্জোয়া ধরণের অঙ্গচ্ছেদ এবং **কথায়** এর ভণ্ড-স্বীকৃতির সঙ্গে **কাযে** ইতরভাবে একে ত্যাগ করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ (আমার পুস্তিকা—"সর্ব্বহারা বিপ্লব ও পলাতক কাউট্স্কি" দ্রষ্টব্য)। আজকালকার সুবিধাবাদ—যা তার প্রধান প্রতিনিধি ভূতপূর্ব্ব মার্ক্স-বাদী

কাউট্‌স্কির হাত থেকে আসছে—সেটা বুর্জোয়া ভাবধারার পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আসে। কারণ এই সুবিধাবাদ বুর্জোয়া সম্বন্ধের মধ্যেই শ্রেণী-সংগ্রামের স্বীকৃতিটাকে বদ্ধ রাখতে চায়। (এবং এই সীমার মধ্যে রাখলে কোন শিক্ষিত উদারনৈতিকই 'মতের দিক দিয়ে' শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকার ক'রতে আপত্তি ক'রবে না।) ধনবাদ পার হ'য়ে সাম্যবাদে (কমিউনিজ্‌মে) যাওয়ার যুগ, বুর্জোয়াদের হঠিয়ে দেওয়া ও তাদের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করার যুগ—এই যে প্রধান প্রশ্ন,—এখানে সুবিধাবাদ কখনই নিয়ে যাবে না। বাস্তবিক পক্ষে এই যুগে শ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। কাযেই এ যুগে রাষ্ট্রকে হ'তে হবে (সর্ব্বহারাদের পক্ষে ও সাধারণ দরিদ্রদের পক্ষে) একটা নতুন গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র—এবং (বুর্জোয়াদের বিপক্ষে) একটা নতুন একাধিপত্যমূলক রাষ্ট্র। শুধু সাধারণ ভাবে কোনও শ্রেণী-সমাজের জন্যে নয়, বুর্জোয়া উচ্ছেদকারী সর্ব্বহারাদের জন্যে শুধু নয়,—ধনবাদ থেকে "শ্রেণীবিহীন সমাজ" পর্য্যন্ত, কমিউনিজ্‌ম্‌ পর্য্যন্ত, একটা গোটা ঐতিহাসিক যুগের জন্যে শ্রেণী বিশেষের একাধিপত্য দরকার। এই কথা যে বুঝতে পারে সেই রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সের শিক্ষা ঠিক পরিপাক ক'রতে পেরেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধরণগুলো বড়ই বিচিত্র, কিন্তু তাদের মর্ম্মটা একই এবং তার শেষ বিশ্লেষণে সেটা অবশ্যম্ভাবীরূপে বুর্জোয়াদের একাধিপত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। ধনবাদ থেকে কমিউনিজ্‌মে পরিবর্ত্তনের যুগও নানা রকমের বিচিত্র রাষ্ট্রীয় রূপ নিয়ে আসবে, কিন্তু তাদের মর্ম্মটা নিশ্চয়ই হবে :

সর্ব্বহারাদের একাধিপত্য।

পরিচ্ছেদ—৩

১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতাঃ মার্ক্সের বিশ্লেষণ।

১। কমিউনার্ডদের* বীরত্ব কিসে?

কমিউনের কয়েকমাস আগে, ১৮৭০ সালের শরৎকালে মার্ক্স প্যারীর শ্রমিকদের সাবধান ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে গভর্মেণ্টকে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা নিরাশাজনিত নির্ব্বুদ্ধিতার কায হবে। এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু ১৮৭১এর মার্চে, যখন শ্রমিকদিগকে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধে বাধ্য করা হ'য়েছে এবং তারা যখন সে আহ্বান গ্রহণ ক'রেছে—যখন বিদ্রোহটা একটা কৃতকার্য্যে পরিণত হ'য়েছে—তখন অমঙ্গলের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মার্ক্স বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সেই সর্ব্বহারা বিপ্লবকে বরণ করেন। মার্ক্স-বাদের দল থেকে পলাতক অতি-বিখ্যাত রাশিয়ান প্লেখানভ্ ১৯০৫ সালের নভেম্বারে চাষী ও মজুরদের সংগ্রামে উৎসাহিত ক'রেই লিখছিলেন—কিন্তু ডিসেম্বারের পরে তিনি উদারনীতিকদের সঙ্গে চীৎকার ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন—"তোমাদের সশস্ত্র যুদ্ধ করা উচিত হয়নি"। কিন্তু মার্ক্স সে রকমভাবে এটাকে "অসাময়িক" আন্দোলন ব'লে পণ্ডিতি চালে নিন্দে করেননি।

* ১৮৭১ সালে ফরাসী বিপ্লবে শ্রমিকরা সশস্ত্র বিপ্লব ক'রে কয়েকদিনের জন্যে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের শাসনযন্ত্রের নাম হ'য়েছিল কমিউন এবং যারা সেই শাসনকে স্থাপিত ক'রেছিল তাদেরকে কমিউনার্ড বলা হয়। অনুবাদক।

মার্ক্স কমিউনার্ডদের বীরত্বে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রেছিলেন—তাবা "স্বর্গ অধিকার ক'রতে চলেছে" ব'লে তাদের অভিনন্দিত ক'রেছিলেন। কিন্তু এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। যদিও এই গণ-বিপ্লবী আন্দোলন আপন আশা পূর্ণ ক'রতে পারেনি, তাহ'লেও এরই মধ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পরীক্ষা তিনি লক্ষ্য ক'রেছিলেন। জগতের সর্বহারা বিপ্লবের এটা যে অনেকখানি অগ্রগতি, শত শত কার্য্যপদ্ধতি (প্রোগ্রাম) ও আলোচনার অপেক্ষা এটা যে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় কার্য্যকরী অগ্রগতি তা তিনি লক্ষ্য ক'রেছিলেন। মার্ক্সের কাছে তখন সমস্যা হ'ল—এই পরীক্ষণটাকে বিশ্লেষণ করা, কার্য্য-কৌশলে এর শিক্ষা প্রয়োগ করা, এই নতুন আলোক-সম্পাতে তার সমস্ত মতবাদকে পুনরায় ভাল ক'রে দেখে নেওয়া। মার্ক্স 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে' যেটুকু ভ্রমসংশোধন দরকার মনে ক'রেছিলেন তা এই প্যারী কমিউনার্ডদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকেই।

'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' একটা জার্মাণ সংস্করণে উভয় গ্রন্থকারের স্বাক্ষরিত শেষ ভূমিকা বেরিয়েছে ২৪শে জুলাই, ১৮৭২। এই ভূমিকায় গ্রন্থকারদ্বয় (কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস্) বলছেন যে 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' প্রোগ্রাম 'জায়গায় জায়গায় পুরাণো হ'য়ে গিয়েছে'।

তাঁরা তাতে বলছেন, **"কমিউন বিশেষ ক'রে দেখিয়ে দিয়েছে যে 'শ্রমিক শ্রেণী তৈরী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে সোজাসুজি অধিকার ক'রে নিজের কাযে চালাতে পারে না'।"**

দ্বিতীয় ইন্‌ভার্টেড কমার মধ্যে যে কথাগুলি রয়েছে সেগুলি মার্ক্সের "ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ" নামে বই থেকে নেওয়া হ'য়েছে। কাযেই মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্যারী কমিউনের একটা মূল ও প্রধান শিক্ষাকে এত বেশী দরকারী ব'লে মনে ক'রেছিলেন যে তাই দিয়ে তাঁরা 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' একটা মারাত্মক অভাব পূরণ করেন।

মজার কথা এই যে ঠিক এই সংশোধনটাই সুবিধাবাদীরা বিকৃত ক'রে থাকে এবং এর অর্থ 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' হাজারকরা ৯৯৯ জন পাঠকই প্রায় ভুল বোঝে। এর পরে বিকৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ অধ্যায়ে আমরা এর বিশদ আলোচনা ক'রব। এখানে এটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে আজকাল মার্ক্সের এই বিখ্যাত মতের এইরকম ইতর 'ব্যাখ্যা' হয় যে, মার্ক্স যেন এখানে হঠাৎ ক্ষমতা দখল করার বদলে ক্রম-বিকাশের ধারণার ওপরেই জোর দিচ্ছেন, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ তার উল্টোটাই হ'ল আসল কথা। মার্ক্স ব'লছেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে 'প্রাপ্য, তৈরী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটাকে' **ভেঙ্গে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে,**—শুধু সেটা দখল ক'রলেই হবে না।

১২ই এপ্রিল, ১৮৭১, অর্থাৎ ঠিক কমিউনের সময়ে মার্ক্স কুগেলমানকে লিখেছিলেন:

"তুমি আমার 'এইটীন্থ্ ব্রুমেয়ারের' শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাবে যে আমি সেখানে পরবর্তী ফরাসী বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি হবে তাই বলছি। সে উদ্দেশ্য শুধু শাসন (আমলা-তন্ত্র) ও সামরিক যন্ত্রটাকে একদলের হাত থেকে আর একদলের হাতে নিয়ে যাওয়া হবে না (যা আজ পর্যন্ত হ'য়েছে)—সে উদ্দেশ্য হবে এই যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা (মার্ক্সের ইটালিক)। কন্টিনেন্টে * যে কোন প্রকৃত গণ-বিপ্লবের গোড়ার কথাই এই। সাহসী প্যারীর কমরেডদের চেষ্টার মূলেও এই ছিল।"

বিপ্লবের সময় সর্ব্বহারাদের সামনে রাষ্ট্রের যে সমস্যা উপস্থিত হয় সে সম্বন্ধে মার্ক্স-বাদের প্রধান শিক্ষা সঙ্ক্ষিপ্ত ভাবে এই কয়টী কথায় ব্যক্ত হ'য়েছে—"রাষ্ট্রের শাসন (আমলা-তন্ত্র) ও সামরিক যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রতে হবে"। আর কাউট্স্কি আজ মার্ক্স-বাদের যে "ব্যাখ্যা" দিচ্ছেন তাতে ঠিক এই শিক্ষাই বাদ পড়েছে ও সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হ'য়েছে!

---

* ইংল্যাণ্ড ছাড়া বাকী সমস্ত ইয়োরোপটাকে কন্টিনেন্ট বলা হয়। অনুবাদক।

মার্ক্স 'এইটিন্‌থ্‌ ব্রুমেয়ার' সম্বন্ধে যে উল্লেখ ক'রেছেন তার সম্পর্কীয় লেখাটা আমরা ওপরে পরিপূর্ণরূপে উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছি।

উদ্ধৃত অংশে বিশেষ ক'রে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর সিদ্ধান্তগুলো কন্টিনেন্টের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। ১৮৭১ সালে যখন ইংল্যাণ্ড খাঁটী মূলধনী দেশের আদর্শ ছিল—যখন সেখানে সামরিক যন্ত্র এবং প্রায় পরিপূর্ণরূপে শাসন-যন্ত্র (আমলা-তন্ত্র) ছিল না—তখন একথাটা স্বাভাবিকই হ'য়েছিল।

'প্রাপ্য, তৈরী রাষ্ট্রীয় যন্ত্র' ধ্বংস করার কথা বাদ দিয়েও তখন ইংল্যাণ্ডে একটা বিপ্লব, এমন কি গণ-বিপ্লবের কথাই ভাবা যেত এবং তা সম্ভবপরও ছিল। কাযেই মার্ক্স ইংল্যাণ্ডকে বাদ দিয়েছিলেন।

আজ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, প্রথম বিরাট সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে, মার্ক্সের এই প্রভেদ মিথ্যা হ'য়ে পড়ে। সামরিক যন্ত্র ও আমলা-তন্ত্র না থাকায় ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা অ্যাংলো-স্যাক্সন্‌ "স্বাধীনতার" শ্রেষ্ঠ ও শেষ প্রতিনিধি ছিল। কিন্তু সমস্ত ইয়োরোপে সামরিক ও আমলা-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের যে নোংরা, রক্তাক্ত জলাভূমি সৃষ্টি হ'য়েছে, আজ ইংল্যাণ্ড আমেরিকাও সবাইকে পরাধীন ক'রে, সকলকে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে গড়াতে গড়াতে সম্পূর্ণরূপে তার মধ্যে এসে ডুবেছে। আজ সেখানেও "যে কোন প্রকৃত গণ-বিপ্লবের গোড়ার কথা হ'ল 'প্রাপ্য, তৈরী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে' ভেঙ্গে ফেলা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করা" (এই যন্ত্রটা এই দুই দেশে ১৯১৪-১৭র মধ্যে 'ইয়োরোপীয়' সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী মাপকাঠি অনুসারে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে)।

দ্বিতীয়তঃ, বিচিত্র সম্ভাবনায় ভরা মার্ক্সের এই উক্তি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, কারণ এতে বলা হ'য়েছে যে রাষ্ট্রের সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রকে ধ্বংস করা "যে কোন প্রকৃত গণ-বিপ্লবের গোড়ার কথা"। 'গণ-বিপ্লব' সম্বন্ধে এই ধারণা মার্ক্সের মুখ থেকে একটু অদ্ভুত শোনায়।

রাশিয়ার প্লেখানভের দল ও মেনশেভিকদের দল এবং ট্রুভের দলের যারা মার্ক্স-বাদী ব'লে পরিচিত হ'তে চায়—তারা এরকম উক্তিকে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে বলতে পারে। তারা মার্ক্স-বাদকে বিকৃত ক'রে এমন সামান্য উদারনীতিক মতে নামিয়ে এনেছে যে তাদের কাছে মূলধনী ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের প্রভেদ ছাড়া আর কোন কথাই পাওয়া যায়না। এবং এই প্রভেদটাও তাদের কাছে একটা নির্জীব মতবাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব থেকে উদাহরণ ধ'রলে পোর্টুগীজ ও তুর্কী—উভয় বিপ্লবকেই অবশ্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর ব'লতে হবে। ওর কোনটাই গণ-বিপ্লব নয় কারণ ওর কোনটাতেই জনসঙ্ঘ—যারা হ'ল অধিকাংশ—কার্য্যকরী ও স্বাধীনভাবে আপন অর্থনীতিক ও রাজনীতিক দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়নি। অন্য পক্ষে ১৯০৫-৭ এর রুশীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লব যদিও পোর্টুগীজ ও তুর্কী বিপ্লবের মত মাঝে মাঝে 'অদ্ভুত' সাফল্য দেখাতে পারেনি তাহ'লেও সেটা নিশ্চয়ই 'প্রকৃত গণ বিপ্লব।' কারণ অত্যাচার ও শোষণে নিষ্পেষিত হ'য়ে সমাজের নিম্নতম 'স্তর' অর্থাৎ জনসঙ্ঘ (যারা অধিকাংশ) স্বাধীনভাবে অভ্যুত্থান ক'রেছিল এবং পুরাণো ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থার স্থানে তাদের নিজেদের মতে নতুন ব্যবস্থা বানাবার যে চেষ্টা তারা ক'রেছিল, যে দাবী তারা এনেছিল—বিপ্লবের পথে পথে তারা সেই চেষ্টা, সেই দাবীর ছাপ মেরে দিয়ে গিয়েছিল।

১৮৭১ সালে কন্টিনেণ্টের কোন দেশেই সর্ব্বহারারা জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিলনা। কোন **গণ-বিপ্লব** যদি তখন প্রকৃতই অধিকাংশ লোককে আপন স্রোতে ভাসাতে চাইত তাহ'লে তাকে সর্ব্বহারার দল ও চাষারদল উভয়কেই গ্রহণ ক'রতে হ'ত। এই দুটী শ্রেণী মিলেই তখন জনসাধারণ তৈরী হ'য়েছিল। 'রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্র' উভয়কেই নিপীড়ন, নিষ্পেষণ ও শোষণ করে ব'লে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মিল আছে। জনসাধারণের অধিকাংশ অর্থাৎ মজুর ও অধিকাংশ চাষী—

তাদের আসল স্বার্থ হ'ল এই যন্ত্রকে **চূর্ণ করা,** একে **ধ্বংস করা।** দরিদ্রতম চাষীদল ও সর্ব্বহারাদের মিলনের জন্য এইটাই 'গোড়াতে দরকার'। আবার এরকম মিলন না হ'লে গণ-তন্ত্র টিকবেনা এবং সাম্যবাদী (সোশ্যালিষ্ট) পুনর্গঠনও সম্ভব হবেনা। সকলেই জানে যে প্যারী কমিউন এই রকম মিলনের দিকে চলছিল; অবশ্য ভিতরে বাহিরে কতকগুলি কারণে সে মিলন ঘটেনি।

সুতরাং 'প্রকৃত গণ-বিপ্লবের' কথা ব'লবার সময় মার্ক্স নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের বিশেষত্বের কথা মোটেই ভোলেননি (তিনি তাদের কথা প্রায়ই যথেষ্ট বলতেন); ১৮৭১ সালে কন্টিনেন্টের অধিকাংশ দেশের প্রকৃত শ্রেণীগত সম্বন্ধের হিসাব তিনি বেশ সাবধানতাসহকারেই নিচ্ছিলেন। আরেকদিক থেকেও তিনি ব'লে দিয়েছিলেন যে চাষা ও মজুর উভয়েরই স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রীয় যন্ত্র **চূর্ণ করা** দরকার। তার জন্য তারা একত্রিত হয় এবং একসঙ্গে কাযে লেগে যায়—ঐ 'পরগাছাটাকে' ধ্বংস ক'রতে এবং তার স্থান অন্য নতুন কিছু দিয়ে পূরণ ক'রতে।

ঠিক কি দিয়ে?

২। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের স্থান কি দিয়ে পূরণ হবে?

১৮৪৭ অব্দে 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে' মার্ক্স সম্পূর্ণ ভাবমূলক (abstract) ভাবে এ কথার জবাব দিতে পেরেছিলেন। তাতে তিনি সমাধানের বদলে বরং সমস্যাটারই বর্ণনা করেছিলেন। "শাসকশ্রেণীরূপে সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারাদের" দিয়ে, "গণতন্ত্রের অধিকার" দিয়ে এই যন্ত্রের স্থান পূরণ ক'রতে হবে—'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে' এই রকম ধরণের জবাবই ছিল।

প্রভুত্বপূর্ণ শ্রেণীরূপে সর্ব্বহারাদের এই সঙ্ঘ ঠিক কি রূপ নেবে এবং ঠিক কি রকমে এই সঙ্ঘ সম্পূর্ণতম ও নির্দ্দিষ্টতম 'গণতন্ত্রের অধিকার'কে

রূপ দেবে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে মার্ক্স্ কাল্পনিক আদর্শবাদের (utopia) মধ্যে ঝাঁপ দেননি—কোনও গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় তারই জন্যে তিনি প্রতীক্ষা ক'রে ছিলেন। তার 'ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ' বইতে তিনি প্যারী কমিউনের অত্যল্প অভিজ্ঞতারই চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। সেই বইয়ের প্রয়োজনীয়তম অংশগুলো পাঠকদের সামনে আনা যাক।

'কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় শক্তির সর্বব্যাপী অঙ্গ হ'ল: স্থায়ী সৈন্যদল, পুলিস, আমলা-তন্ত্র, ধর্মযাজকের দল, ও বিচারকগণ। এই সমস্ত নিয়ে তার উৎপত্তি হ'য়েছিল মধ্য যুগে" এবং ১৯ শতাব্দীতে তার বিস্তৃতি হ'ল। মূলধনের সঙ্গে শ্রমের শ্রেণী বিরোধিতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে "রাষ্ট্র ক্রমেই শ্রমিকদের নির্যাতন করবার জন্যে একটা সাধারণ সঙ্ঘের অর্থাৎ একটা শ্রেণী-দমন যন্ত্রের রূপ নিতে লাগল। শ্রেণী সংগ্রামে অল্পবিস্তর অগ্রগতির চিহ্নস্বরূপ যে কোন বিপ্লবই ঘটতে লাগল—সেই প্রত্যেক বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে শুধু অত্যাচারেরই জন্য তা ক্রমেই বেশী স্পষ্ট হ'য়ে দাঁড়াল।" ১৮৪৮-৪৯এর বিপ্লবের পর "শ্রমিকদলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মূলধনের হাতে" রাষ্ট্রটা হ'য়ে দাঁড়াল 'একটা জাতীয় অস্ত্র"। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য একে দৃঢ় ক'রে দিল।

"কমিউনটা ছিল সাম্রাজ্যের ঠিক বিপরীত (antithesis)।...যে জন-তন্ত্র শুধু শ্রেণী-শাসনের রাজকীয় ধরণটাকে নয়, শ্রেণী-গত শাসনকেই উঠিয়ে দিতে চেয়েছিল সেই জন-তন্ত্রেরই এটা হ'ল একটা নির্দ্দিষ্ট ধরণ।"

সর্ব্বহারাদের সোশ্যালিষ্ট (সাম্যবাদী) জন-তন্ত্রের এই "নির্দ্দিষ্ট" ধরণটা কি? যে রাষ্ট্রকে এ সৃষ্টি ক'রতে আরম্ভ করেছিল সেটা কি?

"কমিউনের প্রথম ফরমাণ হ'ল স্থায়ী সৈন্যদল উঠিয়ে দিয়ে সশস্ত্র জাতিকে দিয়ে তার স্থান পূরণ করা।" এখন প্রত্যেক সোস্যালিষ্ট পার্টির

প্রোগ্রামেই এই দাবী দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত প্রোগ্রামের মূল্য কি তা আমাদের সোস্যালিষ্ট-রেভোলিউশানারি ও মেনশেভিকদের ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। তারা ১৯১৭ সালের ১২ই মার্চের বিপ্লবের পরও তাদের মতগুলোকে (theories) কাযে পরিণত ক'রতে রাজী হয়নি!

"প্যারীর বিভিন্ন অংশে সার্ব্বজনীন ভোটদ্বারা নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যাল প্রতিনিধিদের দিয়েই কমিউনের কাউন্সিল (পরিষদ) গঠিত হ'য়েছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল এবং যে কোন সময়ে তাদের সরিয়ে ফেলা যেত। স্বভাবতঃই, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মজুর বা মজুর শ্রেণীর স্বীকৃত প্রতিনিধি..."

"...তার আগে পর্য্যন্ত যে পুলিস গবর্মেণ্টের যন্ত্রমাত্র ছিল, তার হাত থেকে তখনই সমস্ত রাজনৈতিক কর্ত্তব্য ছিনিয়ে নেওয়া হ'য়েছিল এবং তাদেরকে কমিউনের দায়িত্বশীল অঙ্গে পরিণত করা হ'য়েছিল। তাদের যে কোন সময়ে ব'দলে ফেলবার ব্যবস্থাও ছিল..."

"...শাসনের অন্য সমস্ত বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেলায়ও এই একই নিয়ম ধরা হ'য়েছিল। কমিউন-কাউন্সিলের সভ্য থেকে নিম্নতম কর্ম্মী পর্য্যন্ত যে কেউই সাধারণের কাযে থাকুক না, তাদের সকলকেই সাধারণ মজুরের হারে মাইনা দেওয়া হ'ত। রাষ্ট্রের বড় বড় চাকরীও যেমন উঠে গেল, তার সঙ্গে যুক্ত উচ্চকর্ম্মচারীদের সমস্ত সুবিধা ও প্রতিনিধিত্বের ভাতাও (representation allowances) তেমনি উঠে গেল।... পুরাণো গবর্মেণ্টের মূর্ত্ত অস্ত্র—স্থায়ী সৈন্যদল ও পুলিসের হাত এড়িয়ে কমিউন অবিলম্বে আধ্যাত্মিক অত্যাচারের অস্ত্রগুলোকে অর্থাৎ ধর্ম্ম-যাজকদের ক্ষমতাকে ভাঙ্গতে লেগে গেল।...আইনের কর্ম্মচারীরা তাদের ছদ্ম-স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলল'।...ভবিষ্যতে তাদের প্রকাশ্য নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হ'তে হবে, তাদের দায়িত্বশীল হ'তে হবে এবং যে কোন সময়ে তাদের সরিয়ে ফেলা যাবে।..."

সুতরাং মনে হবে যে স্থায়ী সৈন্যদল বিলোপ ক'রে এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-চারীদের রাষ্ট্রের নির্ব্বাচিত ও পরিবর্ত্তন-ক্ষম অঙ্গে পরিণত ক'রে কমিউন রাষ্ট্রের ভগ্ন যন্ত্রটার স্থানে "শুধু" আরও পূর্ণতর গণ-তন্ত্রের স্থাপনা ক'রেছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই "শুধুর" মানে হ'চ্ছে এক ধরণের প্রতিষ্ঠানকে মূলতঃ বিভিন্ন অন্য এক ধরণের প্রতিষ্ঠানে বিরাটভাবে পরিবর্ত্তিত করা। 'পরিমাণ কেমন ক'রে প্রকৃষ্টতায় পরিবর্ত্তিত হয়, (transformation of quantity into quality) এটা ঠিক তারি একটা নমুনা। সম্পূর্ণতম ও সব চেয়ে স্থির ভাবে প্রযুক্ত গণ-তন্ত্র এখানে ধনিক গণ তন্ত্র থেকে সর্ব্বহারা গণ-তন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হ চ্ছে; রাষ্ট্র (অর্থাৎ শ্রেণী-বিশেষকে দমন করার বিশিষ্ট শক্তি) এখানে এমন এক জিনিষে রূপান্তরিত হ'চ্ছে যাকে আর রাষ্ট্র বলা চলেনা।

মূলধনী শ্রেণীকে দমন করা ও তার বাধা চূর্ণ করা এখনও দরকার। কমিউনের কাছে এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল; এবং যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে তা না করাই কমিউনের পরাজয়ের একটা কারণ। কিন্তু দাস যুগে, সার্ফ (রায়ত) যুগে বা মজুরীর যুগে যেমন কমসংখ্যকরাই ছিল দমনকারী এখন আর তা নয়। এখন লোকের মধ্যে বহুরাই হ'ল দমনের যন্ত্র। এবং একবার যদি জাতির বহুসংখ্যকরা তাদের অত্যাচারীদের নিজেরাই দমন ক'রতে পারে তাহ'লে দমন করার জন্যে একটা বিশিষ্ট শক্তির আর দরকার হবে না। এ হিসাবে দেখলে রাষ্ট্র অন্তর্হিত হ'তে আরম্ভ করে। সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েকজনের (সুবিধাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা ও স্থায়ী সৈন্যদলের কর্ত্তারা) বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বদলে এখন বেশীর ভাগ লোকেই সোজাসুজি এই সমস্ত কাজ চালাতে পারে। আর রাষ্ট্রের কার্য্যসাধনের ভার যতই জনসাধারণের ওপর পড়বে, ততই রাষ্ট্রের অবস্থিতির প্রয়োজন কমে যাবে।

এই সম্পর্কে কমিউন যে সমস্ত বিশেষ উপায় অবলম্বন ক'রেছিল

এবং মার্ক্স যার ওপর জোর দিয়েছিলেন সেগুলো বিশেষ দ্রষ্টব্য। সেগুলো হ'ল—সমস্ত প্রতিনিধিত্বের ভাতা ও বড় কর্ম্মচারীদের সমস্ত বিশেষ মাইনা বন্ধ ক'রে দেওয়া; এবং **সমস্ত** রাষ্ট্রীয় ভৃত্যদের মাইনা সাধারণ **মজুরের মাইনার** সঙ্গে সমান করে দেওয়া। শ্রেণী বিশেষকে দমনের জন্যে একটা 'বিশেষ শক্তি' প্রভুত্ব থেকে জাতির অধিকাংশের (অর্থাৎ সর্ব্বহারা ও চাষীদের) সমস্ত শক্তি দিয়ে অত্যাচারীদের দমন করার মধ্যে, অত্যাচারীদের গণতন্ত্র থেকে অত্যাচারিতদের গণতন্ত্রের মধ্যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সর্ব্বহারা গণতন্ত্রের মধ্যে—যে **তফাৎ** (break) আছে সেইটাই এখানে সব চেয়ে স্পষ্টভাবে দেখান হ'য়েছে। আর ঠিক এই প্রত্যক্ষ বিষয়ে, যা বোধ হয় রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সমস্ত সমস্যার মধ্যে গুরুতম—সেই বিষয়েই মার্ক্সের শিক্ষা সবাই ভুলে গিয়েছে। অসংখ্য সুলভ টীকাতেই এটাকে উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এসম্বন্ধে কথা বলা "রুচিসঙ্গতই" নয়—যেন এটা একটা সাবেককালের "সহজ সরলতা" (naivete);—ঠিক যেমন ক্রীশ্চানরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মে পরিণত হওয়ার পর বিপ্লবী গণ-তান্ত্রিক জীবনীশক্তি সম্পন্ন আদিম খৃষ্ট ধর্ম্মের "সহজ-সরলতা" "ভুলে" যায়।

উচ্চতম রাষ্ট্র-কর্ম্মচারীদের মাহিনা কমানটা গণতন্ত্রের একটা সহজ ও আদিম দাবী ব'লে মনে হয়। আধুনিকতম সুবিধাবাদের "প্রতিষ্ঠাতা", ভূতপূর্ব্ব সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট ই, বার্ণষ্টাইন্ "আদিম" গণতন্ত্রের প্রতি ইতর মূলধনী ঠাট্টাগুলির বার বার পুনরাবৃত্তি ক'রে তাঁর প্রতিভা বিকাশ ক'রেছেন। অন্য সমস্ত সুবিধাবাদীদের মত, কাউটস্কির বর্ত্তমান চেলাদের মত, তাঁর মাথায়ও একথাটা মোটেই ঢোকেনি যে সকলের আগে, ধনবাদ থেকে সাম্যবাদে যাওয়ার জন্যে কিছু পরিমাণে "আদিম" গণতন্ত্রে "ফিরে না গেলে" কিছুতেই চলবে না। তা না হলে আমরা অধিকাংশ জন-সংখ্যাকে দিয়ে এবং জনসংখ্যার প্রত্যেককে দিয়ে কি ক'রে গবর্মেণ্টের কায চালাতে পারি? দ্বিতীয়তঃ, তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে ধনবাদ ও

ধনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে "আদিম গণ-তন্ত্র" আর প্রাগ-ঐতিহাসিক ও প্রাগ-মূলধনী সময়ের আদিম গণ-তন্ত্র এক জিনিষ নয়। ধনিক সভ্যতা কারখানা, রেলওয়ে, ডাক, টেলিফোন ইত্যাদির রূপে বড় রকমের উৎপাদন সৃষ্টি ক'রেছে। এবং **এই দৃষ্টিতে** "পুরাণো রাষ্ট্রের" অধিকাংশ কাযই কার্য্যতঃ খালি রেজিষ্টারী করা, নথিভুক্ত করা ও চেক করা প্রভৃতি কাযে পর্য্যবসিত হ'য়ে অত্যন্ত সরল হ'য়ে এসেছে। কাযেই সেগুলো প্রত্যেক লিখনপঠনক্ষম লোকেরই সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসবে এবং সাধারণ "মজুরের মাইনা" নিয়েই সেগুলো করা চলবে। "গভর্মেণ্ট" শব্দটার সঙ্গে আগে যে মিথ্যা চাকচিক্য লাগান ছিল এবং তার সঙ্গে সুবিধাপ্রাপ্ত চাকরীরও যে চাকচিক্য ছিল—সেটা স্বভাবতঃই এই কারণে চলে যাবে।

অপরিবর্ত্তনীয়রূপে সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর প্রতি নির্ব্বাচন প্রথার অসঙ্কুচিত প্রয়োগ ও **যে কোন সময়** তাদের সরিয়ে ফেলা; এবং তাদের মাহিনাটা "সাধারণ মজুরের মাহিনার" কাছাকাছি করা—এই দুটোই হ'ল সরল ও "স্বতঃসিদ্ধ" গণ-তান্ত্রিক কার্য্যপ্রণালী। এতে মজুরদের ও অধিকাংশ চাষীদের স্বার্থের মধ্যে সঙ্গতি আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনবাদ থেকে সাম্যবাদের পথে সেতু রচনা করে। এই সমস্ত কার্য্যপ্রণালী শুধু রাষ্ট্র সম্বন্ধেই অর্থাৎ সমাজের রাজনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হবে; কিন্তু যখন এর সঙ্গে "অধিকারীদের অধিকারচ্যুত" করা হবে তখনই অবশ্য এর পূর্ণ অর্থ ও প্রয়োজন দেখা যাবে। অন্ততঃ এদিকে প্রথম ধাপ উঠতে হবে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়গুলোকে ব্যক্তিগত মূলধনীদের অধিকার থেকে সামাজিক অধিকারে পরিবর্ত্তিত ক'রতে হবে।

[মার্ক্স লিখলেন] "সৈন্যদল ও আমলা-তন্ত্র এই দুটী সবচেয়ে বড় খরচের বহর বাদ দিয়ে কমিউন সস্তা গভর্মেণ্ট, যা হ'ল সমস্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের আদর্শ, তাই প্রতিষ্ঠা করে।"

চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্য অন্য বিভাগের মধ্যে খুব তুচ্ছ

লোকই "ওপরে ওঠে" এবং "সমাজে প্রবেশ করে।" খুব কম সংখ্যকই বুর্জোয়া হিসাবে পসার ক'রতে পারে অর্থাৎ খুব কম লোকই উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গতিসম্পন্ন লোক হ'য়ে প'ড়তে পারে বা নিরাপদ ও সুবিধাজনক সরকারী চাকরী পেতে পারে। যে সমস্ত মূলধনী দেশে চাষী শ্রেণী আছে (এবং অধিকাংশ মূলধনী দেশই এই রকম) তার অধিকাংশই গভমেণ্ট কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয় এবং "সস্তা" গভর্মেণ্টের আশায় এই গভর্মেণ্টের উচ্ছেদ কামনা করে। খালি সর্ব্বহারারাই তাদের এ আশা পূর্ণ ক'রতে পারে এবং ক'রতে পারে ব'লেই সর্ব্বহারারা সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সাম্যবাদী পুনর্গঠনের দিকে এক পা এগিয়ে যায়।

৩। পার্লামেন্টারী নীতির ধ্বংস।

[মার্ক্স লিখছেন] "কমিউনটা পার্লামেণ্টারী সমবায় নয়, সেটা একটা কার্য্যকরী সমবায় হ'ত। সেটা যেমন আইন প্রণয়ন করত তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শাসন সম্পর্কীয় কাযও ক'রত। তিন বছর বা ছ বছর অন্তর শাসক শ্রেণীর কোন লোক পার্লামেণ্টে গিয়ে জনসাধারণের "প্রতিনিধিত্ব" ও তাদের পীড়ন ক'রবেন তা ঠিক করার বদলে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার থেকেই কমিউনে সংঘবদ্ধ জনসাধারণ তার কায চালানর উপযোগী কর্ম্মী, পরীক্ষক, কেরাণী ইত্যাদি যোগাড় ক'রে নিতে পারত—ঠিক যেমন ব্যক্তিগত ভোটাধিকার থেকে ব্যক্তিগত নিয়োগকর্ত্তা তার কায চালিয়ে নিতে পারে।"

সোশ্যালিষ্ট উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সুবিধাবাদের কল্যাণে মার্ক্সের যে সমস্ত উক্তি "বিস্মৃত" হ'য়ে গিয়েছে তার মধ্যে ১৮৭১ সালে পার্লামেন্টারী নীতির এই সমালোচনাটাও একটা। মন্ত্রী ও পেশাদার রাজনীতিকরা, "ব্যবহারিক" সোশ্যালিষ্ট ও আজকের সর্ব্বহারাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরা পার্লামেণ্টারী নীতির সমস্ত সমালোচনা অ্যানার্কিষ্টদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে

এবং এই অদ্ভুত কারণে পার্লামেণ্টারী নীতির সমস্ত সমালোচনাকেই "অ্যানার্কিজ্‌ম্" ব'লে নিন্দা করে। সিডমান্, ডেভিড, লেজিয়েন, সেমবাট, রেনোঁদেল, হেণ্ডার্সন, ভ্যাণ্ডার-ভেল্ড, ষ্টনিং, ব্রান্টিং, বিসোলাটি কোম্পানীর এই রকম ধরণের "সোস্যালিষ্টদের" প্রতি বিরক্ত হ'য়ে পুরোবর্ত্তী পার্লামেণ্টারি দেশের সর্ব্বহারারা যে আজ ক্রমশঃই অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ এর * প্রতি বেশী ক'রে সহানুভূতি দেখাচ্ছে (সেটা সুবিধাবাদের যমজ ভাই হওয়া সত্ত্বেও) তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু প্লেখানভ, কাউট্স্কি ও অন্য অন্যের হাতে বিপ্লবের ডায়ালেকটিকস্ যেমন খালি বাক্য-বিলাস ও ঝুমঝুমির আওয়াজে পরিণত হয়েছিল, মার্ক্সের কাছে তা হয়নি। যখন আবহাওয়া বিপ্লবী নয় তখন অ্যানার্কিষ্টরা মূলধনী পার্লামেণ্টরূপ "শূয়ারের খোঁয়াড়কে" ঠিক মত কাযে লাগাতে পারেনি ব'লে তিনি যেমন তাদের তিরস্কার করতে পেরেছিলেন তেমনি পার্লামেণ্টারী নীতিকে কেমন ক'রে বিপ্লবী সর্ব্বহারার দৃষ্টিতে সমালোচনা ক'রতে হয় তাও তিনি জানতেন। শুধু পার্লামেণ্টারী ও নিয়মিত-রাজতন্ত্রের দেশেই (constitutional monarchies) নয়, অত্যন্ত গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্রেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্লামেণ্টারী নীতির সার মর্ম্ম হ'ল—কয়েক বছর অন্তর শাসক শ্রেণীর কে গিয়ে পার্লামেণ্টের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে উৎপীড়ন ও নিপীড়ন ক'রবে তাই ঠিক করা।

কিন্তু রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রশ্ন সম্পর্কে পার্লামেণ্টারী নীতিকে যদি রাষ্ট্রেরই একটা

---

* এক শ্রেণীর তথাকথিত সোস্যালিষ্টদের সিণ্ডিক্যালিষ্ট বলে—তাদের প্রধান কার্য্য-পদ্ধতি হ'ল যে মজুররা কাযে অবহেলা ক'রে (irritation strikes) মালিকদের ক্ষতি ক'রবে। আর অ্যানার্কিষ্টরা চায় যে মূলধনী সমাজের ধ্বংস ক'রে শোষণ-নীতি-শূন্য মানুষ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক—কিন্তু তার জন্যে রাষ্ট্রের ওপর সর্ব্বহারাদের একাধিপত্যের প্রয়োজন নেই—মূলধননীতি ধ্বংস ক'রে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র একদম উঠিয়ে দিতে হবে। এই দুই মতের একটা খিচুড়ী মতের নাম হ'ল "অ্যানার্কো সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্। অনুবাদক।

প্রতিষ্ঠান ব'লে ধরা যায় তাহ'লে এই ক্ষেত্রে সর্ব্বহারাদের যে সমস্ত কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হ'তে হবে সেই সমস্ত কর্ত্তব্যের দিক থেকে কি উপায়ে এই পার্লামেণ্টারী নীতি থেকে বার হওয়া যায় ? এটাকে বাদ দিয়ে আমরা কি ক'রে কায চালাতে পারি ?

আমরা বার বার বলছি : কমিউনের অনুশীলনের ওপর মার্ক্সের শিক্ষা এত পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছে যে অ্যানার্কিষ্ট বা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবে ছাড়া অন্য কোন রকমে পার্লামেণ্টারী নীতির সমালোচনা ক'রলে তা আজকালকার "সোস্থাল ডেমোক্রাটদের" (সোস্থালিজ্‌মের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকদের—পড়ুন) কাছে একদম অবোধ্য হ'য়ে পড়ে।

প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ও নির্ব্বাচন প্রথা উঠিয়ে দিয়ে পার্লামেণ্টারী নীতি থেকে বার হওয়ার পথ কিছুতেই পাওয়া যাবেনা—সেটা পাওয়া যাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে খালি "কথার দোকান" থেকে কার্য্যকরী সমবায়ে পরিবর্ত্তিত ক'রে। কমিউনটা পার্লামেণ্টারি সমবায় নয়, সেটা একটা কার্য্যকরী সমবায় হ'ত। সেটা যেমন আইন প্রণয়ন ক'রত তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শাসনসম্পর্কীয় কাযও ক'রত।"

"পার্লামেণ্টারি নয়, কার্য্যকরী" প্রতিষ্ঠান—একথা যেন স্পষ্ট আজকার পার্লামেণ্টারী নীতি ও পার্লামেণ্টারী সোস্থাল-ডেমোক্র্যাটিক "আদুরে-কুকুরদের" (lap dogs) লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে। আমেরিকা থেকে সুইৎসারল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি যে কোন পার্লামেণ্টারী দেশের কথা ধরুন ; রাষ্ট্রের আসল কায পর্দ্দার আড়ালে বিভিন্ন বিভাগ, চ্যান্সেলারী (বিচার বিভাগের অফিস) ও কর্ম্মচারীদের দিয়ে সমাধা হয়। "সাধারণ লোককে" বোকা বানাবার বিশেষ উদ্দেশ্যেই পার্লামেণ্টকে বক্তৃতা ক'রতে দেওয়া হয়। এটা এত সত্য যে রুশ জন-তন্ত্রে পর্য্যন্ত, আমাদের এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর গণতন্ত্রে পর্য্যন্ত (যদিও প্রকৃত পার্লামেণ্ট এখানে এখনও খাড়া

হয়নি) পার্লামেণ্টারী নীতি এরই মধ্যে তার স্বরূপ প্রকাশ ক'রেছে। স্কোবেলেভ, জেরেটেলি, সারনভ, আউকজান্টিএভ ও তাদের দলের সমস্ত পচা, সঙ্কীর্ণমনা নেতা জঘন্যতম মধ্যবিত্ত পার্লামেণ্টের ধরণে সোভিয়েটগুলোকে পর্য্যন্ত অন্তঃসারশূন্য কথার দোকানে পরিণত ক'রে দূষিত ক'রেছে। মহামান্য "সোস্যালিষ্ট" মন্ত্রী মহোদয়গণ কথা ও প্রস্তাবের দ্বারা বিশ্বাসী চাষীদের সোভিয়েটের মধ্যে ধোঁকা দিচ্ছেন। গভর্মেণ্টের মধ্যে অনবরত এমন এক চতুরঙ্গ নৃত্য চলেছে যাতে ক'রে একদিকে সমস্ত সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশানারি ও মেনশেভিকদেরই যতদূর সম্ভব "পিঠেটী" অর্থাৎ "গদীয়ান" চাকরিগুলি পাওয়ার বন্দোবস্ত হ'চ্ছে এবং অন্য দিকে লোকের মনও ভুলিয়ে রাখা হ'য়েছে। এদিকে "রাষ্ট্রের" আসল কাজগুলো চান্সেলারি ও বিভিন্ন বিভাগগুলিতে সমাধা হ'য়ে যাচ্ছে।

শাসকদল অর্থাৎ সোস্যালিষ্ট-রেভোলিউশানারি দলের মুখপত্র হ'ল "দেলো নারোদা"। যে "সু-সমাজের" "সকলেই" রাজনৈতিক ব্যভিচারে নিযুক্ত আছেন সেই সমাজের লোকদের অতুলনীয় অকপটতার সঙ্গে এই পত্রিকার একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্প্রতি স্বীকৃত হ'য়েছে যে মন্ত্রীপরিষদের যে সমস্ত বিভাগে "সোস্যালিষ্টদের" (দয়া ক'রে কথাটা মাপ ক'রে নেবেন) অধিকার সেখানেও কায চালানর গোটা যন্ত্রটা ঠিক আগের মতই আছে এবং ঠিক আগের মতই মোলায়েম ভাবে প্রত্যেক বিপ্লবী সূত্রপাতকে বাধা দিয়ে আপনার কায চালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবিক, এই স্বীকৃতি না থাকলেও, সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশানারি ও মেনশেভিকদের গভর্মেণ্টে অংশ গ্রহণ থেকেই কি এটা প্রমাণ হ'চ্ছে না? এর মধ্যে লক্ষণীয় এইটুকুই যে ক্যাডেটদের সঙ্গে মন্ত্রী কোম্পানীতে থাকবার সময় সারনভ, রুজানভ, জেনজিনভ ও "দেলো নারোদার" অন্য সকলে এমন নির্লজ্জ হ'য়ে উঠেছেন যে তাঁদের একথা স্বীকার ক'রতে এতটুকুও সরম হয়না যে তাঁদের মন্ত্রী-বিভাগে সমস্ত জিনিষ ঠিক আগের মতই আছে—যেন এট'

অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ। সরল বুদ্ধিদের (Simple Simons) প্রতারণা ক'রবার জন্যে বিপ্লবী ও গণ-তান্ত্রিক বাগাড়ম্বর এবং মূলধনীদের "উপকারের' জন্যে গভর্মেণ্ট বিভাগ সমূহে আমলাতন্ত্র ও কায়দাকানুন—এই হ'ল বর্ত্তমান "সম্মানজনক" সম্মিলনের সারমর্ম্ম।

মূলধনী সমাজের ভাড়াটে ও দুষিত পার্লামেণ্টারী নীতির বদলে কমিউন এমন প্রতিষ্ঠান গড়তে যাচ্ছে যাতে মত ও আলোচনার স্বাধীনতা শুধু মায়া-মরীচিকা নয়, কারণ প্রতিনিধিদের নিজেদের কায ক'রতেই হবে, নিজেদের আইন প্রণয়ন ক'রতেই হবে, নিজেদেরই কাযে সেগুলোর ফল পরীক্ষা ক'রতে হবে এবং সরাসরি তারা তাদের নির্ব্বাচকদের কাছে দায়ী থাকবে। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান থাকবে কিন্তু তার বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে পার্লামেণ্টারী নীতি—যাতে আইন প্রণয়ণ ও শাসন সম্পর্কীয় কায রূপে দুটো বিভাগ ক'রে পরিশ্রম ভাগ করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের ডেপুটিদের যাতে একটা সুবিধাজনক অবস্থা হয়—তা আর থাকবে না। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত গণ-তন্ত্র—এমন কি সর্ব্বহারা গণতন্ত্রেরও আমরা কল্পনা ক'রতে পারিনে। মেনশেভিকদের সোস্যালিষ্ট-রেভোলিউ-শানারিদের, সিড্‌মান্‌দের, লেজিনদের, সেমবাটদের ও ভ্যাণ্ডারভেল্ডদের কাছে মূলধনী-প্রভুত্ব উচ্ছেদ করার চীৎকারটা শুধু মজুরদের ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেটা যদি আমাদের গভীর ও আন্তরিক উদ্দেশ্য হয়, যদি মূলধনী সমাজের সমালোচনা আমাদের কাছে শুধু কথার বেসাতি না হয়, তা'হলে আমাদের পার্লামেণ্টারী নীতি বাদ দিয়ে গণ-তন্ত্রের কথা **অবশ্যই** ভাবতে হবে এবং তা আমরা ভাবতে পারবও।

একথা খুব ভাল ক'রে লক্ষ করা দরকার যে কমিউনে বা সর্ব্বহারা গণ-তন্ত্রেও যে সমস্ত কর্ম্মচারীর দরকার থাকবে তাদেরকে মার্ক্স "অন্য যে কোন নিয়োগকর্ত্তার" মজুরদের সঙ্গে, অর্থাৎ সাধারণ মূলধনী ব্যবসার মজুর, ফোরম্যান, ও কেরাণীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। "নতুন' সমাজ কল্পনা

বা আবিষ্কার করা হিসাবে ভাব-বিলাসীর (utopian) চিহ্নমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই। না,—পুরানো থেকে নতুন সমাজের জন্ম, পুরানো থেকে নতুনে রূপান্তরের ধরণগুলো তিনি বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক ক্রম হিসাবে অনুশীলন করেছিলেন। তিনি একটা বিরাট সর্ব্বহারা আন্দোলন ধ'রে তার থেকে কার্য্যকরী শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে চেয়েছেন। নিপীড়িত শ্রেণীর বিরাট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত বড় বড় বিপ্লবী ভাবুকরা যেমন শিক্ষালাভ ক'রতে পেছপা হননি, তিনিও তেমন কমিউন থেকে "শিক্ষালাভ" করলেন। তিনি নিপীড়িত শ্রেণীর কাছে কখনও পণ্ডিতি নীতিকথা বলেননি (যেমন প্লেখানভের—"তাদের যুদ্ধ করা উচিত হয়নি" অথবা জেরেটেলির "প্রত্যেক শ্রেণীরই সামাটা জেনে রাখা উচিত")।

এখনি সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে রাজকর্ম্মচারীদের প্রভুত্ব (officialism) ধ্বংস ক'রতে হবে—এ প্রশ্ন উঠতে পারেনা। সেটা একটা কল্পনা-বিলাস। কিন্তু এখনি পুরানো আমলা-তান্ত্রিক যন্ত্র ধ্বংস ক'রে এখনি একটা নতুন যন্ত্র গড়তে আরম্ভ করা, যাতে আমরা ক্রমে ক্রমে আমলা-তন্ত্র উঠিয়ে দিতে পারি—সেটা কল্পনা-বিলাস নয়। সেটা কমিউনের অভিজ্ঞতা, বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের সেটা সোজা ও প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। ধনবাদ "গভর্মেণ্টের" কাযটা সরল ক'রে দেয়। এর ফলে যথেচ্ছাচারী ব্যবস্থাগুলো দূর ক'রে সমস্ত সমাজের নামে "কর্ম্মী ও কেরাণী" ভাড়া ক'রে জিনিষটাকে (শাসক শ্রেণীরূপে) সর্ব্বহারাদের সংগঠনরূপ সামান্য জিনিষে নামিয়ে আনা যায়। আমরা ভাব-বিলাসী নয়,—কেমন ক'রে এখনি সমস্ত তত্ত্বাবধানতা ও অধীনতা উঠিয়ে দেওয়া যায় সেই স্বপ্ন-স্রোতে আমরা গা ভাসিয়ে দিইনা ; সর্ব্বহারা-একাধিপত্যের কর্ত্তব্য না বোঝার দরুণ অ্যানার্কিষ্টরাই এরকম স্বপ্ন দেখে থাকে। তাদের মর্ম্মটা মার্ক্স-বাদের কাছে অপরিচিত। বস্তুতঃ তাতে খালি "যতদিন না মানুষের প্রকৃতি বদলায়" ততদিন পর্য্যন্ত সোস্যালিষ্ট বিপ্লবকে সরিয়ে রাখা হয়। না, মানুষের প্রকৃতি এখন যেমন আছে

তাই নিয়েই আমরা সোস্যালিষ্ট বিপ্লব চাই ; মানুষের প্রকৃতিই দমন, শাসন, ম্যানেজার ও কেরাণী ব্যতীত চলতে পারেনা।

কিন্তু সমস্ত শোষিত ও শ্রম-পরায়ণ শ্রেণীর সশস্ত্র অগ্রগামী দল, সর্ব্বহারাদের, অধীনতা মানতেই হবে। এখনি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যানেজার ও কেরাণীর উপযুক্ত সোজা কর্ত্তব্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের বিশিষ্ট "মুরুব্বিয়ানার" স্থান পূরণ ক'রতে হবে এবং করা যাবে। এই সমস্ত কর্ত্তব্য এখনি সাধারণ শহরবাসীর আয়ত্তের মধ্যে এসেছে এবং মজুরের উপযুক্ত মাইনা নিয়েই এই কর্ত্তব্য করা যাবে।

ধনবাদ যতদূর পর্য্যন্ত ক'রেছে সেইখান থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের উৎপাদন বড় রকমে (large scale) সংগঠিত ক'রতে হবে। আমরা মজুররা **নিজেরাই** মজুর হিসাবে আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রে এবং সশস্ত্র মজুরদের শক্তির সাহায্যে একটা অটল ও কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতার সৃষ্টি করব ; রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের কাযটা শুধু আমাদের আদেশ পালনে পর্য্যবসিত করব ; তারা দায়িত্বশীল, রদযোগ্য ও পরিমিত বেতনভুক্ ম্যানেজার ও কেরাণী হবে (অবশ্য তাদের সকল রকমের, সকল ধরণের ও সকল পরিমাণের বিশেষ জ্ঞান [technical knowledge] থাকবে)। এই **আমাদের** সর্ব্বহারা-কর্ত্তব্য। সর্ব্বহারা বিপ্লব পূর্ণ করার পর এই থেকেই আমাদের আরম্ভ ক'রতে হবে ও ক'রতে পারব। বড রকমের উৎপাদনের ভিত্তিতে এই রকম ভাবে আরম্ভ ক'রলে আপনা থেকেই সমস্ত আমলা-তন্ত্র ধ্বংস হবে, নতুন ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হবে। সে ব্যবস্থায় ইনভার্টেড কমা থাকবে না, মাইনার দাসত্বের সঙ্গে তার কোন মিল থাকবে না, তাতে পরীক্ষা করা ও রেজিষ্টারী করাটা ক্রমে এত সহজ হ'য়ে আসবে যে পালা ক'রে সবাই সে কাজ ক'রতে পারবে। এটা তখন একটা অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়াবে এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর **বিশিষ্ট** কায হিসাবে তার মৃত্যু হবে।

১৮৭০ এর দিকে একজন রসিক জার্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্রাট ডাকঘরটাকে সোস্যালিষ্ট ব্যবস্থার একটা উদাহরণ ব'লে দেখিয়েছিলেন। এটা খুব সত্যি। বর্ত্তমানে ডাকঘরটা রাষ্ট্রীয় মূলধনী একচেটিয়া রূপে সংঘবদ্ধ একটা ব্যবসা। সাম্রাজ্যবাদ আস্তে আস্তে সমস্ত ট্রাষ্টগুলোকেই এই রকম ধরণের সংগঠনে পরিবর্ত্তিত করছে! কাযের চাপে প্রপীড়িত হ'য়েও "সাধারণ" কর্ম্মচারীরা অনশনে দিন কাটাচ্ছে এবং তাদের ওপর সেই বুর্জোয়া আমলা-তন্ত্র রয়েছে। কিন্তু সামাজিক পরিচালনার যন্ত্রটা এখানে হাতের কাছে রয়েছে। শুধু মূলধনীদের উচ্ছেদ করলেই, শুধু সশস্ত্র শ্রমিকদের কঠিন হাতে এই সমস্ত শোষণ কারীর বাধা চূর্ণ করলেই আমরা পরগাছা-মুক্ত একটা সুন্দর কৌশল সম্পন্ন যন্ত্র একদম হাতের কাছে পাব এবং মিলিত মজুররা তাদের নিজেদের শিল্পী-মন্ত্রী (technical advisers), পরিদর্শক ও কেরাণী ভাড়া ক'রে এবং তাদেরকে (এবং বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক "রাষ্ট্রীয়" কর্ম্মচারীকে) সাধারণ মজুরের মাইনা দিয়ে—নিজেরাই সেটাকে চালাতে পারবে। এইখানে সমস্ত ট্রাষ্ট সম্বন্ধে করণীয় ও কার্য্যকরী একটা বাস্তব কর্ত্তব্য রয়েছে। তাতে মজুররা শোষণ থেকে মুক্ত হবে এবং কমিউনের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহারে লাগান হবে (বিশেষ ক'রে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাযে)। ডাকঘর ব্যবস্থার মত আমাদের সমগ্র জাতীয় ব্যবস্থাকে সংগঠিত করাই হ'ল আমাদের আশু উদ্দেশ্য—কিন্তু সেটা এমন করে সংগঠিত ক'রতে হবে যাতে বিশিষ্ট ওস্তাদ, পরিদর্শক, কেরাণী এবং সমস্ত নিযুক্ত লোক মজুরের চেয়ে বেশী মজুরী পায়না এবং এ সমস্ত সশস্ত্র সর্ব্বহারাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। এই ধরণের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিক ভিত্তিই আমরা চাই। এতেই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানও বজায় থাকবে অথচ পার্লামেণ্টারী নীতিও ধ্বংস হবে। মূলধনী শ্রেণীরা এইসব প্রতিষ্ঠানে যেরূপ ব্যাভিচার করে, এতে শ্রম-পরায়ণ শ্রেণীরা তার থেকে মুক্তি পাবে।

৪। জাতীয় একতা সংগঠন।

"জাতীয় সংগঠনের যে ছবি কমিউন সম্পূর্ণ ক'রবার সময় পায়নি তাতে এটুকু বেশ পরিষ্কার ক'রে দেখান হ'য়েছিল যে কমিউনকে...ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও রাষ্ট্রীয়রূপ হ'তে হবে।......এই সমস্ত কমিউন থেকে প্যারীতে 'জাতীয়' প্রতিনিধি সভা (National Delegation) নির্ব্বাচিত হবে।......

"তখনও পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের যে স্বল্প কয়েকটা অথচ দরকারী কায থাকবে সেগুলি উঠিয়ে দেওয়া হবেনা—এরকম উক্তি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা-ভাষণ। এ কাযগুলো কমিউনের প্রতিনিধি দিয়ে অর্থাৎ কঠিনরূপে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি দিয়ে সম্পন্ন হবে।......

"জাতীয় একতা ধ্বংস করার কথা ছিলনা, বরং এই কমিউনগত আকৃতি দিয়ে সেগুলোকে সংগঠিত করার কথা ছিল। যে রাষ্ট্র নিজেকে জাতীয় একতার প্রতীক ব'লে দাবা ক'রত অথচ জাতির থেকে নিজেকে আলাদা ও উঁচু করে রাখত, সেই রাষ্ট্রের ধ্বংস ক'রে সেখানে জাতীয় একতাকে বাস্তবে পরিণত করবার কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে রাষ্ট্রটা জাতির দেহের ওপরে পর-ভোজী ও অপ্রয়োজনীয় আঁচিলের মত জুড়ে বসে ছিল।......

"সমস্যাটা ছিল এই: পুরানো গভর্মেণ্ট-শক্তির নির্য্যাতন যন্ত্রগুলোকে কেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ত্তৃত্ব নিজেকে সমাজের ওপরে ব'লে দাবী ক'রত তার কাছ থেকে তার আইনসঙ্গত কাযগুলো কেড়ে নেওয়া এবং সেগুলোকে সমাজের দায়িত্বশীল সেবকদের হাতে অর্পণ করা।"

মার্ক্সের এই কথাগুলো বর্ত্তমান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসির সুবিধাবাদীরা কি পরিমাণ বুঝতে পারেনি (অথবা বোধহয় বুঝতে চায়নি ব'ল্লেই বেশী ঠিক হবে) তা "সাম্যবাদের আসল কথা ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির সমস্যা"

নামে পলাতক বার্ণষ্টাইনের বইতে (যা নাকি হিরোষ্ট্রেটারের গ্রন্থাবলীর মতই বিখ্যাত বা দুঃখ্যাত) বেশ ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে।

ঠিক মার্ক্সের উপরে উদ্ধৃত কথাপ্রসঙ্গেই বার্ণষ্টাইন লিখেছেন যে এই কার্য্যপদ্ধতি (প্রোগ্রাম) "তার রাজনৈতিক অন্তরার্থে সমস্ত সার অংশের দিক দিয়ে, প্রুধোঁর ফেডারালিজমের (যুক্ত-তন্ত্র) সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখাচ্ছে।...'সামান্য দোকানদার' প্রুধোঁ ও মার্কসের মধ্যে অন্য সমস্ত বিষয়ে পার্থক্য সত্ত্বেও (বার্ণষ্টাইন 'সামান্য দোকানদার' কথাটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে দিয়েছেন যাতে সেটা একটু ঠাট্টার মত শোনায়) এই বিষয়ে তাঁদের চিন্তাস্রোত যতদূর সম্ভব মিলে যাচ্ছে।" তারপরে তিনি লিখছেন যে মিউনিসিপালিটিসমূহের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য বাড়ছে—কিন্তু "মার্কস্ ও প্রুধোঁ আধুনিক রাষ্ট্রীয় ধরণগুলোর যে রকম লয় কল্পনা ক'রেছেন এবং তার সংগঠনের যে রকম আমূল পরিবর্ত্তন কল্পনা করেছেন (অর্থাৎ জেলা বা প্রাদেশিক সভা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় সভার গঠন এবং কমিউন থেকে আবার জেলা বা প্রাদেশিক সভা গঠন—যাতে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের পুর্ব্ববর্ত্তী ধরণ একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে)—গণ-তন্ত্রের প্রথম কর্ত্তব্য তা হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"পরগাছারূপ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা" সম্বন্ধে মার্কসের ধারণাকে এই রকম ভাবে প্রুধোঁর ফেডারালিজ্‌মের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া বাস্তবিকই অতি বীভৎস ব্যাপার। কিন্তু ঘটনাচক্রে এরকম হয়নি, কারণ মার্কস্ যে এখানে কেন্দ্রীকরণের বিরোধীরূপে যুক্ততন্ত্রের (ফেডারলিজম্) কথা বলছেননা,—সমস্ত বুর্জোয়া দেশে ধনিকদের যে শাসনযন্ত্র থাকে তার ধ্বংসের কথাই যে তিনি বলছেন—তা কখনও সুবিধাবাদীদের খেয়ালেই আসেনা।

সুবিধাবাদীরা তাদের চারদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্কীর্ণচিত্ততার ও "সংস্কারকামী"বদ্ধ আবহাওয়ার সমাজে যে সমস্ত "মিউনিসিপালিটি"

দেখতে পায় তার চেয়ে বেশী আর কিছু দেখতে পায়না। সর্ব্বহারা বিপ্লবের কথা ত' কেমন ক'রে কল্পনা করতে হয় তাও তারা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে বার্ণষ্টাইনের এই কথার কেউ প্রতিবাদ করেনি। বিশেষ ক'রে রুশ সাহিত্যে প্লেখানভ ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কাউট্স্কি অনেকবার যথেষ্ট পরিমাণে বার্ণষ্টাইনের ভুল দেখিয়েছেন, কিন্তু মার্কস্‌কে এই রকমে বিকৃত করা সম্বন্ধে তাঁরা বার্ণষ্টাইনের ওপর কোনই মন্তব্য করেননি।

বিপ্লবী উপায়ে ও বিপ্লবের ওপরে কেমন ক'রে চিন্তা ক'রতে হয় তা এই সুবিধাবাদী এমন ভুলে গিয়েছেন যে তিনি মার্কসের ওপর "ফেডারালিজ্‌ম্" আরোপ করেন ও অ্যানর্কিজমের স্রষ্টা প্রুধোর সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করেন। এবং কাউট্স্কি ও প্লেখানভ্ গোঁড়া মার্কস্‌বাদী ব'লে পরিচিত হ'তে ও মার্কসবাদের বিপ্লবী শিক্ষাকে রক্ষা ক'রতে ব্যগ্র হ'লেও এ সম্বন্ধে তাঁরা নীরব। মার্কস্-বাদ ও অ্যানার্কিজমের তফাৎ সম্বন্ধে কাউট্স্কির দলের লোকেরা ও সুবিধাবাদীরা উভয়েই যে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মন্তব্য ক'রে থাকে এইখানেই তার একটা গোড়ার কারণ রয়েছে। সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

মার্কসের উপরোদ্ধৃত কমিউনের অভিজ্ঞতা আলোচনায় ফেডারালিজমের চিহ্নও নেই। যে বিষয়টা সুবিধাবাদী বার্ণষ্টাইনের চোখে একদম পড়েনি ঠিক সেই বিষয়েই মার্কস্ প্রুধোঁর সঙ্গে একমত; এবং বার্ণষ্টাইন যেখানে তাঁদের মতের মিল দেখছেন সেইখানেই তাঁদের তফাৎ। মার্কসের সঙ্গে প্রুধোঁর মিল এই যে তাঁরা দুজনেই চলতি শাসনযন্ত্রকে "ধ্বংস করার" পক্ষপাতী। মার্কস্‌বাদ ও অ্যানার্কিজম্ (প্রুধোঁ ও বাকুনিন উভয়েরই) এর মধ্যে এই যে মিল, এটা সুবিধাবাদীরা বা কাউট্স্কি মতাবলম্বীরা—কেউই দেখতে চায়না, কারণ তারা নিজেরাই এ বিষয়ে মার্কস-বাদ থেকে সরে পড়েছে। মার্ক্স অবশ্যই ফেডারালিজম সম্বন্ধে (সর্ব্বহারাদের একাধিপত্যের কথা ত' ছেড়েই দিলাম) প্রুধোঁ ও বাকুনিনের সঙ্গে একমত নন।

অ্যানার্কিষ্টদের পাতি-মধ্যবিত্তশ্রেণী সুলভ ধারণা থেকেই সোজাসুজি ফেডারালিজমের জন্ম। মার্কস্ কেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী (centralist); এবং তাঁর উপরোদ্ধৃত বক্তব্যেও তিনি সেটা ছাড়েননি। রাষ্ট্র সম্বন্ধে যাদের মধ্যবিত্তশ্রেণী সুলভ "কুসংস্কারের মত বিশ্বাস" আছে খালি তারাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসটাকে কেন্দ্রীকরণ (centralism) ধ্বংস ব'লে ভুল ক'রতে পারে।

কিন্তু সর্ব্বহারারা ও দরিদ্র শ্রম চাষীরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনরূপে কমিউনের মধ্যে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে; রেল, কারখানা, জমি প্রভৃতিতে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি র'য়েছে তাকে সমস্ত জাতি, সমস্ত সমাজের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে, মূলধনীদের বাধা ধ্বংস ক'রবার জন্যে, মূলধনকে আঘাত ক'রবার জন্যে—যদি তারা সমস্ত কমিউনের কায একত্র যুক্ত করে,—তাহ'লে কি সেটা কেন্দ্রীকরণ হবেনা? সেটা কি সব থেকে সঙ্গতিবিশিষ্ট ও গণ-তান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ হবেনা? এবং সেটা কি সর্ব্বহারা ধরণের কেন্দ্রীকরণ হবেনা?

স্বেচ্ছা কেন্দ্রীকরণ,—অর্থাৎ কমিউনগুলো স্বেচ্ছায় একটা জাতিতে একত্রিত হবে, আবার ধনিক প্রভুত্ব ও ধনিক শাসনযন্ত্র ধ্বংস ক'রবার জন্যে সমস্ত সর্ব্বহারা-কমিউন স্বেচ্ছায় একত্র মিলে জমাট বাঁধবে,—বার্ণষ্টাইন সে ধারণাই ক'রতে পারেননা। সমস্ত সঙ্কীর্ণ-চেতার মত বার্ণষ্টাইন শুধু ভাবতে পারেন যে ওপর থেকেই কেন্দ্রীকরণ হ'তে পারে, আমলা-তন্ত্র ও ফৌজের সাহায্যেই খালি কেন্দ্রীকরণ বসান ও চালান যেতে পারে।

তাঁর ধারণার এই রকম বিকৃতির আশঙ্কা ক'রেই যেন মার্কস্ বেশ জোর ক'রে বলেছিলেন যে যারা বলে যে কমিউন জাতীয় একতা ও কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব ধ্বংস ক'রতে চেয়েছিল তারা ইচ্ছা ক'রে মিথ্যা কথা বলে। মূলধনী, ফৌজী ও সরকারী কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে জাগ্রত, গণ-তান্ত্রিক ও

সর্ব্বহারা কেন্দ্রীকরণকে খাড়া ক'রবার জন্যে "জাতীয় একতা সংগঠিত করা" কথাটা তিনি ইচ্ছা ক'রেই ব্যবহার ক'রেছেন।

কিন্তু যে কাণ থাকতে কালা তাকে শোনায় কার সাধ্য। আজকাল-কার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির সুবিধাবাদীরা রাষ্ট্রের ধ্বংসের কথা, পরগাছার উচ্ছেদের কথা কিছুতেই শুনতে চায়না।

৫। পরগাছা রাষ্ট্রের ধ্বংস।

এ বিষয়ে মার্কসের বক্তব্য আমরা আগেই শুনিয়েছি,—এখন তার বাকীটা শোনাচ্ছি।

"ইতিহাসের কোন নতুন সৃষ্টির যে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তার যদি কোন পুরানো, এমন কি অপ্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে একটুও মিল থাকে তাহ'লে সাধারণতঃ এই নতুনটাকে পুরানো ব'লে ভুল করা হয়। সেইজন্যে এই যে নতুন কমিউন যা আধুনিক রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলছে তাকে মধ্যযুগের কমিউনের পুনরুদ্ভব ব'লে ধরা হ'য়েছিল···অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে যে পুরানো সংগ্রাম ছিল তারই একটা অতিরঞ্জন ব'লে, ছোট ছোট রাষ্ট্রের যুক্ত-করণ (federation) ব'লে (মণ্টেসকুঁই ও গিরোণ্ডিনদের কথা মত) একে ধরা হ'য়েছিল।...'রাষ্ট্র' ব'লে যে পরভোজী আঁচিল সমাজের ওপর ব'সে ও তার স্বাধীন গতিকে বাধা দিয়ে তার শক্তিকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছিল,—কমিউন-তন্ত্রের ফলে সমাজ আবার সে শক্তি ফিরে পেত। এই একটী কাযের ফলেই ফ্রান্স পুনঃসঞ্জীবিত হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে যেত।...

"কমিউন তন্ত্রের ফলে গ্রাম্য উৎপাদকরা প্রতি জেলার প্রধান প্রধান শহরের বুদ্ধির নেতৃত্বে (intellectual leadership) আসত এবং সেখানে শহরে শ্রমিকরা তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব ক'রত। কমিউনের অস্তিত্ব থেকেই স্বতঃসিদ্ধভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন (local self-

government) পাওয়া যেত। কিন্তু সে স্বায়ত্ত-শাসন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 'পাষাণ ভাঙ্গতে' ব্যবহার হ'তনা—কারণ তখন তার আর প্রয়োজন নেই—"

"রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধ্বংস করা", সে ক্ষমতাটা একটা "পরভোজী আঁচিল", তাকে "কেটে ফেলা", "ধ্বংস করা", রাষ্ট্রের ক্ষমতার "তখন আর প্রয়োজন নেই"—কমিউনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ ও যাচাই করবার সময় মার্কস্ রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই সমস্ত কথাই ব্যবহার করেছিলেন।

পঞ্চাশ বছরেরও কম হ'ল এই সব কথা লেখা হ'য়েছিল—অথচ আজকে গণমানবের কাছে খাঁটি মার্কস্-বাদকে টেনে আনতে হ'লে যেন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ক'রতে হয়। যে বিরাট গত বিপ্লবের মধ্যে মার্কস বেঁচে ছিলেন তার সিদ্ধান্তগুলো আজকের দিনে সবাই ভুলে গিয়েছে—অথচ আজকেই পরবর্ত্তী বিরাট সর্ব্বহারা বিপ্লবের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

"কমিউনের যত বিচিত্র রকম ব্যাখ্যা হ'য়েছে, এবং যত বিভিন্ন স্বার্থ তাতে রূপ পেয়েছে তার থেকে বোঝা যায় সেটা ছিল একটা সম্পূর্ণরূপে নমনীয় রাষ্ট্রনৈতিক ধরণ—অথচ আগের আর সব রকম গভর্মেণ্ট ছিল আসলে দমনমূলক। তার গুহ্য তত্ত্বই ছিল মূলতঃ **শ্রমিক শ্রেণীর গভর্মেণ্ট**—লুণ্ঠনকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের ফল। যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা **শ্রমকে** তার অর্থনীতিক মুক্তি এনে দিতে পারে, এর মধ্যে দিয়েই অবশেষে সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হ'য়েছিল।..."

"এই শেষ সর্ত্ত না থাকলে কমিউনগত প্রতিষ্ঠান অসম্ভব ও মিথ্যা মরীচিকা হ'য়ে পড়ত।"

যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজের সোস্যালিষ্ট পুনর্গঠন হ'তে পারে সেই ব্যবস্থা আবিষ্কার ক'রবার জন্যে কল্পনা বিলাসীরা (utopians) ব্যস্ত ছিল। অ্যানার্কিষ্টরা সব রকম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারই বিপক্ষে ছিল। আধুনিক সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসির সুবিধাবাদীরা পার্লামেণ্টারি গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রমুখ মূলধনী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে—তাদের মতে এই

সীমার বাইরে যাওয়া চলতে পারেনা। এই ঠাকুরের কাছে ধর্ণা দিয়ে তারা মাথা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং এই সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস করার প্রত্যেকটী চেষ্টাকেই তারা অ্যানার্কিজ্‌ম্‌ ব'লে অপবাদ দিয়েছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের গোটা ইতিহাস থেকে মার্ক্স সিদ্ধান্ত ক'রেছিলেন যে রাষ্ট্রকে অন্তর্হিত হ'তেই হবে এবং তার অন্তর্দ্ধানের পরিবর্ত্তনশীল রূপ (রাজনৈতিক রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রহীনতায় পরিবর্ত্তন) হবে "শাসকশ্রেণীরূপে সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারার দল"। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ অবস্থার রাষ্ট্রীয় "ব্যবস্থা" "আবিষ্কার" ক'রবার ভার তিনি নেননি। ফ্রান্সের ইতিহাস সঠিক ভাবে অনুশীলন ক'রতে, তাকে বিশ্লেষণ ক'রতে এবং ১৮৫১ সাল যে সিদ্ধান্তে নিয়ে যাচ্ছিল, অর্থৎ রাষ্ট্রের মূলধনী যন্ত্র যে ধ্বংস হ'তে চলেছিল সেই সম্বন্ধে অনুশীলন ক'রতেই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন।

এবং যখন সর্ব্বহারাদের গণ-বিপ্লবী আন্দোলনের তাণ্ডব আরম্ভ হ'ল— তখন তার বিফলতা, তার স্বল্প আয়ু ও তার পরিস্ফুট দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সে কি কি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছে তারই অনুশীলনে তিনি মনোনিবেশ করলেন।

সর্ব্বহারা বিপ্লবে "অবশেষে আবিষ্কৃত হ'ল" যে, যে ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে 'শ্রমের' অর্থনীতিক মুক্তি আসতে পারে সেটা হ'ল কমিউন ব্যবস্থা। সর্ব্বহারা বিপ্লব কর্ত্তৃক বুর্জোয়া রাষ্ট্র ধ্বংসের প্রথম চেষ্টা হ'ল কমিউন— এবং সেই বিধ্বস্ত যন্ত্রের স্থান নিতে পারে এমন যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা "অবশেষে আবিষ্কৃত হ'ল"—সেটাও হ'ল কমিউন। আমরা পরে দেখব যে অন্য রকম পরিবেষ্টনী ও অবস্থার মধ্যে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব কমিউনের কার্যই এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং মার্কসের ইতিহাস-বিশ্লেষণের সত্যতা প্রমাণ ক'রেছে।

পরিচ্ছেদ—৪

এঙ্গেল্‌সের পরবর্ত্তী টীকা

কমিউনের মানে সম্বন্ধে মার্ক্স আমাদের গোড়ার তথ্যগুলো দিয়েছিলেন। মার্ক্সের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগুলোকে বুঝিয়ে দিয়ে এঙ্গেল্‌স্ বারবার এই একই প্রশ্নে ফিরে এসেছেন, এবং সময়ে সময়ে প্রশ্নটার অন্য দিকগুলো তিনি এত প্রাঞ্জলভাবে ও এত জোরের সঙ্গে বুঝিয়েছেন যে শুধু এই ব্যাখ্যাগুলো আলোচনা করবার জন্যেই আমাদের থামতে হবে।

১। বাসস্থানের সমস্যা।

বাসস্থানের সমস্যা সম্বন্ধে তার লেখাতেই (১৮৭২ সাল) এঙ্গেল্‌স্ কমিউনের অভিজ্ঞতাকে হিসাবের মধ্যে ধরেছিলেন এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপ্লবের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি কয়েকবার আলোচনা করেছিলেন। এটুকু লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই স্পষ্ট সমস্যার আলোচনাকালে একদিকে আমরা পরিষ্কার রূপে সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের সেই সমস্ত রূপ দেখতে পাই যেগুলোর বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কতকগুলো রূপের সঙ্গে মিল আছে—এবং এইজন্যে আমরা উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কথা ব'লে থাকি। অন্যদিকে, যে সমস্ত রূপের মধ্যে দিয়ে দুটো রাষ্ট্রের তফাৎ এবং যে সমস্ত রূপ রাষ্ট্র-ধ্বংসের ক্রম-পরিণতির চিহ্ন সেগুলোও আমরা পরিষ্কার রকমে দেখতে পাই।

"বাসস্থানের সমস্যা কেমন ক'রে পূরণ করা যায়? আজকালকার সমাজে, অন্য সমস্ত সামাজিক সমস্যার মত এ সমস্যাটাও সরবরাহ ও চাহিদার একটা অর্থনীতিক ক্রম-সমীকরণের দ্বারা পূর্ণ হয়। এটা কিন্তু

সেই ধরণের সমস্যাপূরণ যার থেকে সমস্যাটাই আবার নতুন ক'রে সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ এতে সমস্যা-পূরণ হয়ই না। সামাজিক বিপ্লব কেমন ক'রে সে সমস্যা পূরাবে তা শুধু সময় ও স্থানের অবস্থার ওপরেই নির্ভর ক'রবে না—আরও বিস্তৃত প্রশ্নের সঙ্গে এর সম্বন্ধ থাকবে ; তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে শহর ও গ্রামের পার্থক্য উঠিয়ে দেওয়া। ভবিষ্যৎ সমাজের গঠন সম্বন্ধে কল্পনা-বিলাসে (utopian speculations) যখন আমাদের আগ্রহ নেই, তখন একথা নিয়ে মাথা ঘামান শুধু সময় নষ্ট। একটা কথা নিশ্চয় ; এখনই বড় বড় শহরে যে সব বাসোপযোগী বাড়ী আছে সেগুলো একটু বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার ক'রলে বাসস্থানের প্রকৃত অভাব যথেষ্ট পরিমাণে লাঘব হয়। অবশ্য সে সমস্ত বাড়ীর বর্ত্তমান অধিকারীদের অধিকারচ্যুত ক'রে এবং সেখানে গৃহহীন বা জনবহুল ঘরের অধিবাসী শ্রমিকদের এনে বসালে তবেই এটা হ'তে পারে। সমাজের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই যে বিধি—এটা মজুররা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জয় ক'রতে পারলে অনায়াসেই কাযে পরিণত ক'রতে পারবে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র যেমন সহজে লোককে নানা বিষয়ে অধিকারচ্যুত করে এবং ফৌজী কাযের জন্য লোকের ভাণ্ডার, গৃহ-পালিত পশু ইত্যাদি লুঠ করে, মজুররাও তখন তেমনই সহজে এই কাযটা ক'রতে পারবে।"

এখানে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্ত্তনের কথা বলা হয়নি, শুধু তার কাযের ধারা সম্বন্ধেই বলা হ'য়েছে। আজকার রাষ্ট্র থেকেই লোকের বাড়ী বেদখল ক'রে দিয়ে সেগুলো অধিকার ক'রে বসা হয়। লৌকিক দৃষ্টিতে সর্ব্বহারা রাষ্ট্রও লোকের বাড়ী দখল ও বেদখল 'পরিচালনা' করবে। কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের আদেশ পালন করবার জন্যে পুরানো পরিচালন-যন্ত্র, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্ত আমলা-তন্ত্র, কোনই কাযে লাগবেনা।

"জাতির শ্রম-পরায়ণ জনগণ কর্ত্তৃক শ্রমের সমস্ত উপায় ও সমস্ত ব্যবসা

দখল করাটা যে প্রুধোঁর 'কিনে নেওয়া' মতলবের ঠিক বিপরীত, তা বলা দরকার। প্রুধোঁর ব্যবস্থা অনুসারে ব্যক্তিগত মজুর একটা বাড়ী, ছোট একখানা জমি এবং দরকারী যন্ত্রপাতির মালিক হ'য়ে পড়ছে। কিন্তু অপর ব্যবস্থা অনুসারে 'শ্রম-পরায়ণ জনগণ' সমষ্টিগত ভাবে বাড়ী, কারখানা ও যন্ত্রপাতি সমূহের মালিক হ'চ্ছে। খরচা আদায় না ক'রে ব্যক্তিগত লোককে বা কোম্পানীকে এই সব বাড়ী, কারখানা ইত্যাদি বড় একটা (অন্ততঃ পরিবর্ত্তনের যুগে) ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হবে না। সেই রকম জমির ব্যক্তিগত অধিকার উঠিয়ে দেওয়া মানেই যে খাজনা উঠিয়ে দেওয়া তা নয়—সেটাকে শুধু সমস্ত সমাজের হাতে দিয়ে দেওয়া (যদিও তার চেহারাটা ব'দলে দিয়ে)। কাযেই জনগণ কর্ত্তৃক শ্রমের সমস্ত উপায় অধিকৃত হ'লেই খাজনা পাওয়া বা ভাড়া দেওয়ার অধিকার যে বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ল তা নয়।"

এখানে যে প্রশ্নটা আমরা ছুঁয়ে গেলাম—অর্থাৎ রাষ্ট্রের "শুকিয়ে মরার" অর্থনৈতিক কারণগুলো—সেটা আমরা পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। এঙ্গেল্‌স্ এখানে খুব সতর্ক ভাবে নিজেকে ব্যক্ত ক'রে বলছেন যে সর্ব্বহারা রাষ্ট্র বিনা ভাড়ায় "বড় একটা" ("অন্ততঃ পরিবর্ত্তনের যুগে") বাড়ীঘর দেবেনা। সমস্ত জাতির অধিকারভুক্ত বাড়ীঘর আলাদা আলাদা পরিবারকে ভাড়া দেওয়ার কথা ব'ল্লেই তার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাড়া আদায় করা, কিছু পরিমাণ কর্ত্তৃত্ব করা ও বাড়ী ভাগ ক'রে দেওয়ার কোন না কোন মাপকাঠির কথা ভাবতেই হয়। এ সমস্ত থেকেই দেখা যায় যে কোন রকমের একটা রাষ্ট্র চাইই, কিন্তু তার জন্যে সুবিধাজনক চাকরীতে বড় বড় কর্ম্মচারী লাগান' একটা ফৌজী ও আমলা-তান্ত্রিক যন্ত্রের কথা মোটেই আসে না। যে অবস্থায় বিনা ভাড়ায় লোককে বাড়ী দেওয়া যাবে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণরূপে "শুকিয়ে মরার" কথাটা যুক্ত রয়েছে।

কমিউনের পরে ব্ল্যাঙ্কিষ্টদের * পরিবর্ত্তনের কথা বলতে গিয়ে এবং মার্ক্স-বাদীয় দৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞতার প্রভাব দেখে এঙ্গেল্‌স্‌ সেটাকে এই রকম ভাবে বর্ণনা ক'রে ফেলেছেন—

(এটা হ'ল) "সর্ব্বহারা-একাধিপত্যের (dictatorship of the proletariat) জন্যে সর্ব্বহারাদের রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতার প্রয়োজনীয়তা—এবং সেই একাধিপত্যটা শ্রেণী-বিভাগ ও তার সঙ্গে রাষ্ট্র উঠিয়ে দেওয়ার দিকে ক্রম-পরিবর্ত্তন।......"

আগে "অ্যান্টি-ডুইরিং" থেকে উদ্ধৃত অ্যানার্কিষ্টদের মতের নিন্দা ও "রাষ্ট্রকে উঠিয়ে দেওয়া" সম্বন্ধে এই বর্ত্তমান স্বীকৃতি,—যাঁরা "মার্ক্স-বাদের চুলচেরা বা বুর্জোয়া উচ্ছেদকারীর" ভক্ত তাঁরা হয়ত এর মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন। সুবিধাবাদীরা যদি এঙ্গেল্‌সকে "অ্যানার্কিষ্ট" ব'লে দেয় তাহ'লেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ এই সোস্তালিষ্ট-সভিনিষ্টদের কাছে আন্তর্জ্জাতিক মতবাদীদের নামে অ্যানার্কিজ্‌মের অপবাদ দেওয়া ক্রমেই একটা ফ্যাশান্‌ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

শ্রেণী-বিভাগ উঠে যাওয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রও যে উঠে যাবে—এ শিক্ষা মার্ক্স-বাদ বরাবরই দিয়ে এসেছে। "অ্যান্টি-ডুইরিং"এ "রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরা" সম্বন্ধে যে সুবিদিত উক্তি আছে তাতে অ্যানার্কিষ্টরা রাষ্ট্র উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ব'লে তাদের দোষ দেওয়া হয়নি—"২৪ ঘণ্টার মধ্যেই" এ কায সম্পন্ন করা যায়, এই কথা তারা প্রচার করে ব'লেই তাদের দোষ দেওয়া হ'য়েছে। রাষ্ট্র উঠিয়ে দেওয়া বিষয়ে, মার্ক্স-বাদের সঙ্গে অ্যানার্কিজ্‌মের সম্বন্ধ বিষয়ে আজকালকার চলতি "সোস্তাল-ডেমোক্র্যাটিক" মত এত বিকৃতি করতে আরম্ভ ক'রেছে যে অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের

---

* ব্ল্যাঙ্কি ফ্রান্সের একজন শ্রমিক নেতা। তিনি জবরদস্ত বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর বোধ হয় সাতবার ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল—অনুবাদক।

একটা বিশিষ্ট বাদানুবাদের কথা এখানে পুনরাবৃত্তি করা বিশেষ প্রয়োজন।

২। অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে বাদানুবাদ।

এই বিতর্ক হ'য়েছিল ১৮৭৩ সালে। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ তখন প্রুধোঁ-মতাবলম্বী "যথেচ্ছাচারীদের" (autonomists) বা 'কর্ত্তৃত্ব বিরোধীদের' (anti-authoritarians) বিরুদ্ধে একটা ইটালিয়ান সাম্যবাদী কাগজে প্রবন্ধ লিখছিলেন এবং পরে ১৯১৩ সালে তবে এগুলো জার্মাণ ভাষায় "নিউ জিট্" কাগজে প্রকাশিত হয়।

[অ্যানার্কিষ্টরা রাজনৈতিক সংগ্রামের (political action) নিন্দা করায় তাদের শ্লেষ ক'রে মার্ক্স লিখেছেন :] "মজুর-শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম যদি বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করে, মজুররা যদি বুর্জোয়াদের একাধিপত্যের জায়গায় আপনাদের বিপ্লবী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তাহ'লেই সেটা তাদের পক্ষে একটা ভীষণ অপরাধ হ'য়ে পড়ে—তাদের পক্ষে সেটা মূল-নীতিকে অপমান করার সামিল হ'য়ে দাঁড়ায়; কারণ শ্রমিকরা সেই মুহূর্ত্তের দুঃস্থ ও মোটামুটী প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে, মূলধনী শ্রেণীর বাধাকে চূর্ণ ক'রবার জন্যে—অস্ত্র সংবরণ ক'রে রাষ্ট্রকে উঠিয়ে দেওয়ার বদলে সত্য সত্যই রাষ্ট্রকে একটা বিপ্লবী ও পরিবর্ত্তনশীল রূপ দেয়।"

শুধু এই রকম ভাবে রাষ্ট্র "উঠিয়ে দেওয়ার" বিরুদ্ধেই মার্ক্স প্রতিবাদ ক'রেছিলেন ও অ্যানার্কিষ্টদের নিন্দা করেছিলেন। যখন শ্রেণী-বিভাগ চলে যাবে তখন রাষ্ট্রও যে চলে যাবে বা শ্রেণী-বিভাগ উঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রকেও যে উঠিয়ে দেওয়া হবে—এ মতের তিনি কখনও বিরোধিতা করেননি। "মূলধনী শ্রেণীর বাধাকে চূর্ণ করবার জন্যে" মজুরদের যে অস্ত্রের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়, তার জন্যে তাদের যে শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা উচিত নয়—শুধু এই মতের বিরুদ্ধেই

তিনি প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। যাতে অ্যানার্কিষ্টদের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি-গুলোর আসল মর্ম্ম বিকৃত না হয় তার জন্যে মার্ক্স ইচ্ছে ক'রেই সর্ব্বহারা-দের জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রের **"বিপ্লবী ও পরিবর্ত্তনশীল রূপের"** ওপর জোর দিয়েছিলেন। সর্ব্বহারাদের কাছে রাষ্ট্রের দরকার খালি **অস্থায়ী-ভাবে।** **শেষ লক্ষ্য** হিসাবে রাষ্ট্রকে যে উঠিয়ে দিতে হবে সে বিষয়ে অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে আমাদের একটুও বিরোধ নেই। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে এই লক্ষ্য সাধন করবার জন্যে শোষণকারীদের **বিরুদ্ধে** রাষ্ট্রের অস্ত্র ও উপায়গুলোকে অস্থায়ীভাবে অবশ্যই ব্যবহার ক'রতে হবে—ঠিক যেমন, সমস্ত শ্রেণী-বিভাগ ধ্বংস করবার জন্যে নিপীড়িত শ্রেণীর অস্থায়ী একাধিপত্যের প্রয়োজন হবে। অ্যানার্কিষ্টদের বিরুদ্ধ মতে মার্ক্স অবস্থাটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কাররূপে বিবৃত ক'রেছেন। মূলধনীদের বন্ধন-পাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে মজুরদের কি 'অস্ত্র সংবরণ করা' উচিত, না মূলধনীদের বাধা চূর্ণ ক'রবার জন্যে সেই অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত? এবং এক শ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অস্ত্র ব্যবহার করাটা "রাষ্ট্রের একটা পরিবর্ত্তনশীল রূপ" নয়ত কি?

প্রত্যেক সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট নিজেকে জিজ্ঞাসা করুক যে অ্যানার্কিষ্ট-দের সঙ্গে আলোচনাকালে রাষ্ট্রের কথাটা সে **ঐ রকম ভাবে** পরীক্ষা ক'রেছিল কিনা। সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশন্যালের সরকারী সোস্যাল-ডেমো-ক্র্যাটিক পার্টিগুলো **ঐ রকম ভাবে** কথাটা **ভেবেছিল** কি?

এঙ্গেল্‌স ঐ একই ধারণা আরও বিস্তৃত ভাবে, আরও সরল ভাবে বিকশিত ক'রে তুলেছেন। যে সমস্ত প্রধোঁ-মতাবলম্বী নিজেদের "কর্ত্তৃত্ব-বিরোধী" ব'লত—অর্থাৎ যারা কর্ত্তৃত্বের, অধীনতার ও ক্ষমতার প্রত্যেকটী ধরণকে অস্বীকার ক'রত—প্রথমে তিনি তাদের খিচুড়ী ধারণাকে শ্লেষ ক'রেছেন। এঙ্গেল্‌স বলছেন: একটা কারখানা, একটা রেলওয়ে বা খোলা সমুদ্রের ওপর একখানা জাহাজের কথা ধর; এই যে জটিল শিল্প ব্যাপার, যা

নির্ভর ক'রছে যন্ত্রের ব্যবহার ও বহু লোকের সুশৃঙ্খল সহযোগিতার ওপর—তার কোনওটা কি কিছু পরিমাণ অধীনতা এবং কাযেই কিছু পরিমা' কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা নইলে কখনও চলতে পারে? এঙ্গেলস্ লিখছেন—"অতি উৎকট "কর্ত্তৃত্ব-বিরোধীদের" বিপক্ষে যখন আমি ঐ সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ ক'রেছি তখন তারা শুধু এই উত্তরই দিতে পেরেছে—'হ্যাঁ, তা সত্যি! কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিদের ওপর যে ক্ষমতা আমরা দেব সে কথা ত' হ'চ্ছে না—কথাটা হ'চ্ছে **একটা কোন বিশেষ কমিশানের** (ভারার্পণের?)।' এই লোকগুলো মনে করে যে নাম বদলালেই জিনিষটাও বদলে যায়।"

কর্ত্তৃত্ব ও যথেচ্ছাচার যে আপেক্ষিক শব্দ, সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায়ের সঙ্গে তাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্রও যে বদলায়, এবং সেগুলোকে স্থির, নির্দ্দিষ্ট শব্দ ব'লে ধরার যে কোন মানে হয়না—সে কথা এঙ্গেলস্ এম্‌নি ক'রে দেখালেন। তারপরে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ-ক্ষেত্র এবং বড় রকমের উৎপাদন (production of a large scale) ক্রমেই বাড়ছে এই কথা ব'লে তিনি কর্ত্তৃত্বের সাধারণ আলোচনা থেকে রাষ্ট্রের সমস্যায় চল্লেন।

[তিনি লিখছেন] "ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক অবস্থা (conditions of industry) যে সীমা বেঁধে দেবে, তখনকার সামাজিক সংহতিতে শুধু সেইটুকু কর্ত্তৃত্বই চলতে পারবে—"কর্ত্তৃত্ব-বিরোধীদের" কথার মানে যদি এই হ'ত তাহ'লে তাদের সঙ্গে কোন রকম একটা বোঝাপাড়া করা চলত। কিন্তু যে সমস্ত তথ্য কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন ঘটাচ্ছে তার প্রতি তারা অন্ধ—শুধু একটা কথা নিয়ে তারা উত্তেজিত ভাবে মারামারি ক'রছে।

"কর্ত্তৃত্ব-বিরোধীরা **রাজনৈতিক** কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীৎকার ক'রেই ক্ষান্ত হয়না কেন? সব সাম্যবাদীই স্বীকার করে যে ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী বিপ্লবের ফলস্বরূপ রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্বও অদৃশ্য হ'য়ে যাবে; অর্থাৎ সাধারণ্য কাযগুলোর (public

functions) রাজনৈতিক চেহারা লোপ পাবে—শুধু সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে সংবদ্ধ হ'য়ে সেগুলো পরিচালনা কার্য্যে (adminstrative functions) পরিবর্ত্তিত হবে। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব-বিরোধীরা চায় যে যে সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল সেগুলো লোপ পাওয়ার আগেই এক ঘায়ে রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস ক'রতে হবে। তারা দাবী করে যে সামাজিক বিপ্লবের প্রথম কায হবে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব উঠিয়ে দেওয়া।

"এই সমস্ত ভদ্রলোক, এঁরা কি কখনও কোনও বিপ্লব দেখেছেন ? যত কর্ত্তৃত্বপূর্ণ জিনিষ আছে তার মধ্যে বিপ্লবটা অবিসংবাদীরূপে সব চেয়ে বেশী কর্ত্তৃত্বপূর্ণ। বিপ্লবটা হ'চ্ছে এমন একটা কায যাতে জনসংখ্যার এক অংশ বন্দুক, সঙ্গীন ও কামানের সাহায্যে অর্থাৎ সবচেয়ে কর্ত্তৃত্বপূর্ণ উপায়ে অপর এক অংশের ওপর আপনার ইচ্ছা খাটায়। প্রতিক্রিয়াশীলদের বুকে বিজেতাদলের অস্ত্র যে ভয় জাগিয়ে তোলে সেই ভয় দিয়েই তাকে আপনার প্রভুত্ব রক্ষা ক'রতে হয়। প্যারী কমিউন যদি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জন-সাধারণের কর্ত্তৃত্বের ওপর নির্ভর না ক'রত তাহ'লে কি সেটা একদিনও বেঁচে থাকতে পারত ? কমিউন এই কর্ত্তৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেনি ব'লে তাকে নিন্দা করাই বরং উচিত নয় কি ? কাযেই কর্ত্তৃত্ব-বিরোধীরা যা বলছে তা হয় তারা নিজেরাই বোঝেনা—এবং তার ফলে তারা খালি গণ্ডগোলেরই সৃষ্টি ক'রছে ; আর নয়ত' তারা বুঝে সুঝেই ব'লছে—এবং সে ক্ষেত্রে তারা সর্ব্বহারাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রছে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা শুধু প্রতিক্রিয়াশীলতার স্বার্থ রক্ষা ক'রে চলেছে।"

এই আলোচনায় এমন সমস্ত প্রশ্ন ছুঁয়ে যাওয়া হ'ল যা রাষ্ট্রের "শুকিয়ে মরার" সময়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্বন্ধ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা ক'রতে হবে। (পরের পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে আলোচনা আছে)। সাধারণ্য কাযগুলোকে রাজনৈতিক রূপ থেকে পরিচালন রূপে

বদলাতে, "রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে" বদলাতে এই সব সমস্যাই আসছে। "রাজনৈতিক রাষ্ট্র" এই যে কথাটা—(এর সম্বন্ধে ভুল বুঝবার খুবই সম্ভাবনা)—এই কথাটা রাষ্ট্রের "শুকিয়ে মরবার" পন্থার ইঙ্গিত দেয়; মরণশীল রাষ্ট্রের ধ্বংসের কোন বিশেষ স্তরে তাকে অ-রাজনীতিক রাষ্ট্র বলা চলে। এঙ্গেলস্ যে রকম ভাবে অ্যানার্কিষ্টদের বিরুদ্ধে অবস্থাটা বর্ণনা ক'রেছেন সেইটাই হ'ল তাঁর উপরোক্ত বাক্যের সব চেয়ে লক্ষ্য-যোগ্য বিষয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, এঙ্গেলসের চেলা হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ১৮৭৩ সাল থেকে হাজার বার অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে তর্ক ক'রে এসেছে—কিন্তু মার্কস্-বাদীরা যেমন ক'রে তর্ক ক'রতে পারে বা তাদের যেমন ক'রে করা উচিত মোটেই তেমন ক'রে করেনি। রাষ্ট্রের ধ্বংস সম্বন্ধে অ্যানার্কিষ্টদের ধারণাটা খিচুড়ীমত' ও অ-বিপ্লবী—এই রকম ভাবেই এঙ্গেলস্ ব'লেছেন। বিপ্লব তার উত্থান ও বিকাশ, এবং তার সঙ্গে রুদ্রতা, কর্ত্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের সমস্যা—ঠিক এই জিনিষটাই অ্যানার্কিষ্টরা দেখতে চায়না। আজকালকার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সাধারণতঃ অ্যানার্কিষ্টদের যে সমালোচনা ক'রে থাকে তা খাঁটি মধ্যবিত্তশ্রেণীসুলভ তুচ্ছতায় পরিণত হ'য়েছে: "আমরা সত্যই রাষ্ট্রকে স্বীকার করি, কিন্তু অ্যানার্কিষ্টরা করে না।" যে বিপ্লবী মজুর কিছু পরিমাণেও ভাবে, এ রকম তুচ্ছতা স্বভাবতই তাকে বিরোধী ক'রে তুলবে। এঙ্গেলস্ যা বলছেন তা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি জোর দিয়ে বলছেন যে সাম্যবাদী বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রের অন্তর্দ্ধান সমস্ত সাম্যবাদীই স্বীকার করে। তার পরে বিপ্লবের স্থূল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাদের সুবিধাবাদের জন্য ঠিক এই প্রশ্নটাই নিয়মিতভাবে বাদ দিয়ে যায় এবং বলতে গেলে খালি অ্যানার্কিষ্টরাই এর "সমাধান" ক'রবে ব'লে তাদের হাতেই ছেড়ে দেয়। এবং এই প্রশ্ন এ রকম ভাবে বিবৃত করাতে এঙ্গেলস্ ষাঁড়কে শিংএ চেপে ধরেছেন (অর্থাৎ তিনি ভয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে

না গিয়ে সোজাসুজি এটার সমাধান ক'রেছেন—অনুবাদক)। কমিউনের পক্ষে **রাষ্ট্রের বিপ্লবী** শক্তিকে, অর্থাৎ শাসকশ্রেণীরূপে সশস্ত্র ও সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারাকে **আরও বেশী** ব্যবহার করা উচিত ছিল না কি ?

বিপ্লবের সময় সর্ব্বহারাদের সামনে যে সব স্থূল সমস্যা উপস্থিত হয় সেগুলো আজকালকার প্রধান সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি হয় কতগুলো শূন্য সঙ্কীর্ণচিত্ত ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয় আর নয়ত' "দেখা যাক" এই কূট তর্ক ক'রে এড়িয়ে যায়। সেজন্যে এই রকম সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা "মজুরশ্রেণীকে বিপ্লবে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রছে"—এই কথা ব'লে তাদের ভর্ৎসনা করবার অধিকার পাচ্ছে অ্যানার্কিষ্টরা। ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্র এই দুই বিষয়েই সর্ব্বহারাদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে স্থূল সিদ্ধান্ত টানবার স্থির উদ্দেশ্যেই এঙ্গেলস্ গত সর্ব্বহারা বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার ক'রেছেন।

৩। বেবেলের কাছে লেখা চিঠি।

রাষ্ট্রের ওপরে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের লেখার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় না হ'লেও অন্যতম লক্ষ্যণীয় যুক্তি পাওয়া গিয়েছে বেবেলকে লেখা এঙ্গেলসের ১৮-২৮শে মার্চ, ১৮৭৫ এর চিঠিতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যতদূর জানা যায় এই চিঠি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে বেবেলের জীবন-স্মৃতির (My Life) দ্বিতীয় খণ্ডে—অর্থাৎ চিঠিটা লেখার এবং পাঠান'র ছত্রিশ বছর পরে।

মার্কস্ ব্রাক্‌কে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে যে গোথা কার্য্যপদ্ধতির (Gotha Programme) * খসড়ার সমালোচনা ক'রেছিলেন, সেই খসড়ারই সমালোচনা ক'রে এঙ্গেলস্ বেবেলকে চিঠি লেখেন। বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রের প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি ব'লছেন :

---

* The Gotha Socialist Programme by Karl Marx দ্রষ্টব্য—অনুবাদক।

"মুক্ত জন-সাধারণের রাষ্ট্রকে (Free People's State) ব'দলে মুক্ত রাষ্ট্র (Free State) করা হ'য়েছে। কথাগুলোর ব্যাকরণগত অর্থ ধ'রলে মুক্ত রাষ্ট্রটা হ'ল এমন রাষ্ট্র যা তার নাগরিকদের সম্বন্ধ থেকে মুক্ত অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের গভমেণ্ট হ'ল যথেচ্ছাচারী। যে কমিউন, ঠিক রাষ্ট্র ব'লতে যা বোঝায় তা ছিলনা, বিশেষ ক'রে সেই কমিউনের পরে রাষ্ট্র সম্বন্ধে এইসব অর্থহীন বকুনি ঝেড়ে ফেলা উচিত।

যদিও মার্কস্ প্রুধোঁর বিরুদ্ধে তাঁর লেখাতেই এবং পরে "কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে" অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন যে সমাজের সাম্যবাদী ব্যবস্থা চলতি হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র আপনা থেকে গ'লে যাবে (dissolve) এবং অদৃশ্য হ'য়ে যাবে তাহ'লেও অ্যানার্কিষ্টরা অনেকদিন ধ'রে আমাদের বিপক্ষে এই জন-সাধারণের রাষ্ট্র (people's State) কথাটার খুঁত ধ'রে এসেছে। বিপ্লবী সংগ্রামে জোর ক'রে আমাদের বিপক্ষকে ধ্বংস ক'রবার জন্যে যে ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠান আমরা ব্যবহার ক রতে বাধ্য হই—রাষ্ট্রটা যখন শুধু সেই ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠানই তখন মুক্ত জনসাধারণের রাষ্ট্র কথাটার কোন মানেই হয়না। যখন পর্য্যন্ত সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্রের **দরকার থাকে** তখনও মুক্তির জন্যে সে রাষ্ট্রের দরকার নয়, তার বিপক্ষদের ধ্বংস করবার জন্যেই দরকার; আর যখন প্রকৃত মুক্তির কথা বলা সম্ভব হয় তখন রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না। সেইজন্যে আমাদের মতে **রাষ্ট্রের** বদলে প্রত্যেক জায়গায় Gemeinwesen (কমান্‌ওয়েলথ্ বা সাধারণ-তন্ত্র) কথাটা ব্যবহার করা উচিত। এটা একটা সুন্দর পুরানো জার্মাণ কথা এবং ফরাসী 'কমিউন' শব্দের এটা পরিভাষা।"

এই চিঠির কয়েকদিন পরে মার্কস তাঁর চিঠিতে যে পার্টির প্রোগ্রাম (কার্য্যপদ্ধতি) সমালোচনা ক'রেছিলেন (মার্কসের ৫ই মে, ১৮৭৫ তারিখের চিঠি) এই চিঠিটাও সেই প্রোগ্রাম সম্বন্ধেই লেখা, এবং এঙ্গেলস্ সে সময় লণ্ডনে মার্কসের সঙ্গে বাস ক'রছিলেন—এই দুটো কথা মনে

রাখতে হবে। কাযেই এঙ্গেলস্ যখন জার্মাণ মজুর পার্টির নেতার কাছে "আমরা" শব্দটা ব্যবহার ক'রেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ও মার্কসের দুজনের হ'য়েই বলেছিলেন যে তাঁদের প্রোগ্রাম থেকে "রাষ্ট্র" কথাটা কেটে দিয়ে "সাধারণ-তন্ত্র" কথাটা বসাতে হবে।

সুবিধাবাদীদের প্রয়োজনমত ভেজাল সংযুক্ত বর্ত্তমান "মার্কস্-বাদের" নেতাদের প্রোগ্রামে এই রকম অদলবদলের পরামর্শ দিলে তারা "অ্যানার্কি-জম্, অ্যানার্কিজম্" ব'লে কি ভয়ানকই না চেঁচাবে। তারা চেঁচাক; মূলধনীশ্রেণী সে জন্যে তাদের পিঠ চাপড়ে দেবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কায ক'রে যাব। আমাদের পার্টির প্রোগ্রাম পরিশোধিত ক'রবার সময় সত্যের নিকটতর হবার জন্যে, মার্কস্-বাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্যে, প্রোগ্রামকে বিকৃতি থেকে মুক্ত ক'রবার জন্যে, মজুরশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামকে ঠিক পথে চালিত ক'রবার জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস্এর পরামর্শ অবশ্যই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। বোলসেভিকদের মধ্যে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের বিরুদ্ধবাদী নিশ্চয়ই কেউ থাকবে না। পরিভাষা নিয়ে অবশ্য মুস্কিল হ'তে পারে। জার্মাণ ভাষায় "সাধারণ-তন্ত্র" বোঝায় এমন দুটো শব্দ আছে—তার মধ্যে যেটাতে কোন একটা জন-মণ্ডলী (community) না বুঝিয়ে সবগুলোর সমষ্টি বা মণ্ডলী সমূহের ধারাকে বোঝায় সেই কথাটাই এঙ্গেলস্ ব্যবহার ক'রেছেন। রুশ ভাষায় এমন কোন কথা নেই এবং ফরাসী "কমিউন" শব্দটার কতকগুলো দোষ থাকলেও হয়ত' ঐ কথাটাই আমাদের ব্যবহার ক'রতে হবে। *

---

* ইংরেজী অনুবাদকের মতে ইংরেজী "কমানওয়েল্থ্" শব্দটা জার্মাণ Gemeinwesen এর ঠিক পরিভাষা এবং বোধ ইংরেজী কথাটা থেকেই জার্মাণ শব্দটার কথা এঙ্গেল্সের মনে এসেছিল। বাংলায় এর পরিভাষা কি হবে সেটা ভাববার বিষয়। আমার মনে হয় 'কমিউন' শব্দটাই চালান যেতে পারে—অনুবাদক।

"কমিউন, ঠিক রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তা ছিলনা।" এইখানেই এঙ্গেল্‌সের সব চেয়ে দরকারী ঔপপত্তিক (theoretical) প্রতিপাদ্য। আগে যা বলা হ'য়েছে তার পরে এটা সহজেই বোধগম্য। জনসংখ্যার অধিকাংশকে নয়, তার অল্পাংশকে (শোষণকারীদের) দমন ক'রতে গিয়ে রাষ্ট্র হিসাবে কমিউনের অস্তিত্ব **বন্ধ হ'য়ে গেল**; গভর্মেণ্টের বুর্জোয়া যন্ত্রকে সে ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং কোনও **বিশেষ** দমনকারী শক্তির বদলে সমস্ত জন-সংখ্যাই এসে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হ'চ্ছিল। ঠিক ভাবে দেখতে গেলে এ সমস্তই রাষ্ট্রের বিপরীতার্থক। এবং কমিউন দৃঢ়ীভূত হ'তে পারলে রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষগুলো আপনিই তার মধ্যে থেকে "শুকিয়ে মরে যেত"; রাষ্ট্রের তরফ থেকে তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে "উঠিয়ে দিতে" হ'তনা—সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয় কায যতই কমে যেত ততই সেগুলোর কায আপনা থেকে বন্ধ হ'য়ে আসত।

"অ্যানার্কিষ্টরা আমাদের বিপক্ষে জন-সাধারণের রাষ্ট্র কথাটার এই খুঁত ধ'রে আসছে।" এ সময় বাকুনিনের কথা ও জার্ম্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের ওপর তাঁর আক্রমণের কথাই বিশেষ ক'রে এঙ্গেলসের মনে আসছে। "জনসাধারণের রাষ্ট্র"ও যেমন অর্থহীন ও সাম্যবাদ থেকে যতদূর, "মুক্ত জনসাধারণের রাষ্ট্র"ও তেমনি; **শুধু এই হিসাবে** এঙ্গেলস্ উপরোক্ত আক্রমণকে ন্যায়-সঙ্গত ব'লে স্বীকার করেছেন। জার্ম্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে অ্যানার্কিষ্টদের বাদানুবাদের রূপটাকে বদলাবার জন্যে, তাকে মতের দিক থেকে সত্য ক'রে তুলবার জন্যে, এবং "রাষ্ট্র" সম্বন্ধে সুবিধাবাদী কুসংস্কার থেকে তাকে মুক্ত করবার জন্যে এঙ্গেল্‌স্ চেষ্টা করেছেন। হায়! ছত্রিশ বছর ধ'রে এঙ্গেল্‌সের চিঠি অন্ধকারে লুকান ছিল। আমরা নীচে দেখাচ্ছি যে এঙ্গেলসের চিঠি প্রকাশ হওয়ার পরও, তিনি যে সমস্ত ভুল থেকে সাবধান হ'তে ব'লেছিলেন—কাউট্‌স্কি একগুঁয়ে ভাবে সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছেন।

২১শে সেপ্টেম্বার, ১৮৭৫ তারিখে বেবেল এঙ্গেলস্‌কে এই চিঠির জবাব দিয়ে অন্য কথার মধ্যে এও লেখেন যে কল্পিত প্রোগ্রাম সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌সের সমালোচনার সঙ্গে তিনি "সম্পূর্ণরূপে একমত" এবং তিনি এও বলেন যে লেবনেকৃট্‌ সুবিধা দিতে প্রস্তুত ব'লে তিনি তাঁকে ভৎর্সনা করেছেন। কিন্তু বেবেলের "আমাদের লক্ষ্য" নামে পুস্তিকায় আমরা রাষ্ট্র সম্বন্ধে একদম ভুল ধারণা দেখতে পাই। "শ্রেণী-আধিপত্য" থেকে রাষ্ট্রকে জনসাধারণের রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত ক'রতেই হবে।" বেবেলের পুস্তিকার নবম সংস্করণে এটা মুদ্রিত হ'য়েছিল। এঙ্গেল্‌সের বিপ্লবী ব্যাখ্যাগুলো যখন নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হ'য়েছিল এবং জীবনের সমস্ত অবস্থা যখন বিপ্লবের আসক্তি দূর করার মত ছিল তখন যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে এইরকম বারবার কথিত সুবিধাবাদী ধারণাই জার্মাণ সোস্যাল ডেমোক্রাসি কর্ত্তৃক গৃহীত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

৪। এরফার্ট প্রোগ্রামের খসড়ার সমালোচনা।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স-বাদের মতামত সমালোচনাকালে ২৯শে জুন, ১৮৯১ তারিখে এঙ্গেল্‌স্‌ কাউট্‌স্কির কাছে যে এরফার্ট প্রোগ্রামের সমালোচনা করে পাঠিয়েছিলেন এবং যা দশ বছর পরে তবে "নিউ জিট্‌" কাগজে প্রকাশিত হ'য়েছিল সেটাকে বাদ দেওয়া যায় না। কারণ রাষ্ট্র সংগঠন প্রশ্নের ওপর সোস্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদী মতামত নিয়েই প্রধানতঃ এ সমালোচনাটার সম্বন্ধ।

প্রসঙ্গক্রমে এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এঙ্গেল্‌স্‌ও অর্থনীতির একটা অত্যন্ত মূল্যবান কথা তুলেছেন। তিনি কত মনোযোগ ও চিন্তার সঙ্গে ধনবাদের আধুনিকতম বিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলো অনুসরণ ক'রতেন এবং কাযেই আমাদের বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগের সমস্যাগুলোও তিনি কেমন ক'রে কিছু পরিমাণে আন্দাজ ক'রতে পেরেছিলেন তা এরি থেকেই

দেখা যাচ্ছে; কথাটা এই: ধনবাদের বিশেষত্বরূপে "শৃঙ্খলা-সম্পন্ন মতলবের অভাব"—এই কথাগুলো প্রোগ্রামের খসড়ায় ব্যবহার করায় এঙ্গেল্‌স্‌ লিখছেন:—

"যদি আমরা যৌথ-কোম্পানী (joint stock companies) থেকে ট্রাষ্টে চ'লে যাই (যে ট্রাষ্ট ব্যবসার সমস্ত শাখাকে ধ'রে ধ'রে একচেটে ক'রে নেয়) তা হ'লে শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদন নয়, শৃঙ্খলা-সম্পন্ন মতলবের অভাবও দূর হ'য়ে যায়।"

মতের দিক দিয়ে ধনবাদের আধুনিকতম পর্য্যায় বা সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে গেলে অর্থাৎ ধনবাদ যে **একচেটে** ধনবাদ হ'য়ে দাঁড়ায় তা বুঝতে গেলে সব চেয়ে দরকারী তথ্য এখানে রয়েছে। এই সত্যটার ওপর জোর দিতে হবে, কারণ একচেটে ধনবাদ, তা ব্যক্তিগতই হোক বা রাষ্ট্রগতই হোক, তাকে আর ধনবাদ বলা চলে না—সেটাকে "রাষ্ট্রীয় সাম্যবাদ" বা ঐ রকম ধরণের অন্য কিছু বলতে হবে,—এই ব'লে "সংস্কারকামী" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে ধারণা আছে সেটা একটা অত্যন্ত দূরবিস্তৃত ভ্রম। অবশ্য ট্রাষ্ট থেকে আমরা উৎপাদনে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা পাইনি বা পেতে পারিনা। কিন্তু যতই শৃঙ্খলা-সম্পন্ন মতলব আমরা তার থেকে পাইনা, ধনিক ক্রোড়পতিরা (magnates) আগে থেকে জাতীয় বা এমন কি আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে যতই ঠিক ক'রে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করুক না, এবং যতই সাবধানতা ও শৃঙ্খলা সহকারে তারা সেটাকে নিয়মিত করুক না, তবুও আমরা ধনবাদের অধীনতাতেই থাকব। সত্য সেটা ধনবাদের শেষ পর্য্যায়, তবুও অবিসংবাদীরূপে সেটা ধনবাদই। সাম্যবাদের সঙ্গে এইরকম ধনবাদের সান্নিধ্য সর্ব্বহারাদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের কাছে সাম্যবাদী বিপ্লবের সান্নিধ্য, সুবিধা, সৌকর্য্য ও জরুরত্বের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই সান্নিধ্যের অজুহাতে এরকম বিপ্লবের নিন্দা সহ্য করা বা ধনবাদকে লোভনীয় ক'রে তুলবার চেষ্টা করা (যে কাযে

সংস্কারকামীরা সাধারণতঃ নিযুক্ত আছে) কোন মতেই চলতে পারেনা।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। এখানে এঙ্গেল্‌স্ তিনটী মূল্যবান প্রস্তাব করেছেন: প্রথম, জন-তন্ত্রের (republic) বিষয়ে; দ্বিতীয়, জাতীয়তার সমস্যা ও রাষ্ট্রের ধরণের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে; তৃতীয়, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ে।

জন-তন্ত্রের প্রশ্ন ধ'রলে এরফার্ট প্রোগ্রামের সমালোচনাকালে এঙ্গেল্‌স্ এইটাকেই অভিযোগের পর্য্যাপ্ত হেতু ব'লে ধরেছিলেন। এবং এরফার্ট প্রোগ্রাম আন্তর্জ্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্রাসিতে কি প্রয়োজনীয় ভূমিকা অভিনয় ক'রেছে ও সমস্ত দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশন্যালের কাছে সেটা কি রকম আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সে কথা যখন আমরা স্মরণ করি তখন আমরা যদি বলি যে এই আলোচনাকালে এঙ্গেল্‌স্ সমস্ত দ্বিতীয় ইণ্টার-ন্যাশন্যালের সুবিধাবাদকেই আক্রমণ করেছিলেন—তাহ'লে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। এঙ্গেল্‌স লিখছেন, "খসড়ার রাজনৈতিক দাবী-গুলো একটা বিরাট দোষে দুষ্ট হ'য়ে র'য়েছে। যে কথা নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল সে কথা "**তারা উল্লেখই করেনি**" (ইটালিকস্ এঙ্গেল্‌সের)।

পরে তিনি পরিষ্কার ক'রে দেন যে জার্মাণ শাসন-ব্যবস্থাটা (German constitution) ১৮৫০ সালের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থারই প্রতি-লিপি; উইল্‌হেল্‌ম্ লেব্‌নেক্‌ট্‌এর কথামত রেক্‌ষ্ট্যাগটা (Reichstag) "যথেচ্ছাতন্ত্রেরই (Absolutism) কৃত্রিম আবরণ' এবং যে শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষুদে ক্ষুদে রাষ্ট্রের ও তাদের যুক্তন্ত্রের (federation) অবস্থিতি আইনসঙ্গত ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সেই ব্যবস্থার ওপর "উৎপাদনের সমস্ত উপায়কে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার ইচ্ছা" বাতুলতা মাত্র।

এঙ্গেল্‌স্ পূর্ণরূপেই জানতেন যে পুলিশের ভয়ে প্রোগ্রামটার মধ্যে

জার্মাণীতে জন-তন্ত্রের দাবী করা সম্ভব ছিলনা ; তার জন্যেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, "এ বিষয়ে কথা তোলা বিপদজনক।" কিন্তু এই যে বিবেচনা যা "প্রত্যেককেই" সন্তুষ্ট ক'রেছে, এতেহ এঙ্গেল্‌স্ সন্তুষ্ট হ'য়ে ক্ষান্ত হ'তে পারেননি। তিনি তার পরেও ব'লে চলেছেন :

"কিন্তু যেরকম ক'রেই হোক জিনিষটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক লেখায় সুবিধাবাদ যে রকম বেড়ে চলেছে তার থেকে এর গুরুত্বের পরিমাণ এখনই বিশেষ রকম বোঝা যাচ্ছে। সাম্যবাদা-বিরোধী আইনগুলোর পুনঃ প্রয়োগের ভয়ে অথবা যে সময় সে আইনগুলো বলবৎ ছিল তখনকার কোনও অপরিণত (pre-mature) ঘোষণার কথা স্মরণ ক'রে কোন কোন লোকের এখন ইচ্ছা যে পার্টির এখন মানা উচিত যে জার্মাণীর বর্ত্তমান আইনের শৃঙ্খলা তার সমস্ত দাবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ করবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।"

এঙ্গেল্‌স্ এই সত্যটাই বড় ক'রে দেখাচ্ছেন যে জার্মাণীর সোস্যাল-ডেমোক্রাসি 'অসাধারণ আইনগুলোর' (Exceptional Laws) পুনঃ-প্রয়োগের ভয়ে ভীত ছিল এবং তিনি ইতস্ততঃ না ক'রে একেই সুবিধাবাদ ব'লে অভিহিত ক'রছেন। তিনি ঘোষণা ক'রছেন যে জার্মাণীতে জন-তন্ত্র ও স্বাধীনতার অভাব আছে বলেই এখানে "শান্তিপূর্ণ" পথের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। এঙ্গেল্‌স্ যথেষ্ট সাবধান—আগে থেকে নিজের হাত বেঁধে রাখেননি। তিনি স্বাকার ক'রছেন যে জন-তান্ত্রিক অথবা খুব স্বাধান দেশে সাম্যবাদের দিকে শান্তিময় বিকাশ "ধারণা করা যেতে পারে" (শুধু "ধারণা করা")। কিন্তু জার্মাণীর বেলায় তিনি আবার ব'লছেন :

"জার্মাণীতে, যেখানে গভর্মেণ্ট প্রায় সর্ব্বশক্তিমান এবং যেখানে রেকৃষ্ট্যাগ্ বা অন্য কোনও প্রতিনিধিমূলক সংগঠনের কোনও প্রকৃত

ক্ষমতা নেই সেখানে ঐরকম ধরণের কিছু ঘোষণা করার, তাও আবার প্রয়োজন ব্যতিরেকে, মানে হ'চ্ছে যথেচ্ছাতন্ত্র (absolutism) থেকে কৃত্রিম আবরণটা সরিয়ে নেওয়া এবং তার সেই নগ্নতাকে নিজের দেহ দিয়ে আবরিত করা।..."

যে জার্মাণ সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অধিকাংশ সরকারী নেতাই এই পরামর্শটাকে "লুকিয়ে রেখেছিলেন", তাঁরা সবাই আজ বাস্তবিক যথেচ্ছাতন্ত্রের আবরণ ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছেন।

"এরকম মতলব শেষ পর্য্যন্ত পার্টিকে শুধু ভুল পথেই নিয়ে যেতে পারে। সাধারণ সূক্ষ্ম (abstract) রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকেই সামনে ঠেলে দেওয়া হয় এবং যে সমস্ত স্থূল (concrete) ও আশু সমস্যা প্রথম রাজনৈতিক সঙ্কটের সময়েই এসে উপস্থিত হয়, যে সব সমস্যা দরকারী ঘটনাবলীর প্রথম প্রবেশেই আপনা থেকে সেই দিনের ব্যবস্থার মধ্যে উপস্থিত হয়,—সেগুলোকে এমনি ক'রে লোকচক্ষুর অন্তরাল করা হয়। এরি থেকে পার্টি হঠাৎ, প্রথম সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তেই, অসহায় হ'য়ে পড়তে পারে, চূড়ান্ত প্রশ্নগুলো কখনও আলোচিত হয়নি ব'লে এই সব প্রশ্নের সময় পার্টির মধ্যেই কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা ও দলাদলি লেগে যেতে পারে। এ ছাড়া এর ফল আর কি হ'তে পারে?

"সেইদিনের মুহূর্ত্তের স্বার্থের জন্য বড় বড় আসল বিবেচনাকে অবহেলা করা, এইরকম ভাবে মুহূর্ত্তের সাফল্যকে অনুসরণ করা এবং ভবিষ্যৎ ফলের কথা না ভেবেই তাদের পিছু পিছু দৌড়ান, এইরকমভাবে বর্ত্তমানের খাতিরে ভবিষ্যৎ আন্দোলনকে বলি দেওয়া, এইসবই হয়ত "সাধু" উদ্দেশ্যের ফল হ'তে পারে; কিন্তু তাহ'লেও সেটা সুবিধাবাদই এবং 'সাধু' সুবিধাবাদ বোধ হয় অন্য সব রকমের চাইতে বেশী বিপজ্জনক।...সন্দেহ নেই শুধু এই বিষয়ে যে আমাদের পার্টি ও মজুরশ্রেণী শুধু গণ-তান্ত্রিক (democratic republic) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই আধিপত্য লাভ

ক'রতে পারে। বিরাট ফরাসী বিপ্লবে যা দেখানো হ'য়েছে সেই সর্ব্বহারা-একাধিপত্যের এটা আবার একটা বিশিষ্ট রূপ।..."

যে মূলীভূত ধারণা লাল সুতোর মত মার্কসের সমস্ত লেখার মধ্যে র'য়েছে (অর্থাৎ গণ-তন্ত্রই যে সর্ব্বহারা-একাধিপত্যে পৌছবার সব চেয়ে ভাল জমি), এঙ্গেলস্ এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সেই ধারণারই পুনরাবৃত্তি ক'রেছেন। কারণ এরকম গণ-তন্ত্রে মূলধনের প্রভুত্ব এতটুকুও সরান'র বদলে এবং কাযেই জন-গণের প্রতি অত্যাচার ও শ্রেণী-সংগ্রাম কমান'র বদলে অনিবার্য্যরূপে সেই সংগ্রামকে এত বিস্তৃত, ঘনীভূত ও বিকশিত ক'রে তোলে যে নিপীড়িত জন-গণের মৌলিক স্বার্থ মিটানোর মত সুযোগ যেই উপস্থিত হয় অমনি শুধু সর্ব্বহারা-একাধিপত্যরূপে, সর্ব্বহারা কর্ত্তৃক জন গণের পরিচালনারূপে অনিবার্য্যভাবে সেই সুযোগ কাযে পরিণত হয়। সমস্ত দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের কাছে এগুলোও মার্ক্স-বাদের "বিস্মৃত কথায়" পরিণত হ'য়েছে এবং ১৯১৭র রুশ বিপ্লবের প্রথমার্দ্ধে মেনশেভিক পার্টির ইতিহাস থেকে অত্যন্ত জাজ্জ্বল্যমানরূপে এই অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে।

জন-সংখ্যার জাতীয় গঠন সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে যুক্ত জন-তন্ত্রের (Federal Republic) প্রশ্ন সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ লিখেছেন:

"আজকার জার্মাণীর (তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিয়ে এবং সেই রকমেরই প্রতিক্রিয়াশীল ছোট ছোট রাজ্যে বিভাগ নিয়ে—যে বিভাগের ফলে সেই রাজ্যগুলোকে একটা সমগ্র জার্মাণীতে মিশ্রিত করবার বদলে তার মধ্যে 'প্রুশিয়ানা' বিশেষত্বই চিরস্থায়ী ক'রে রাখে) স্থানে কি আসা উচিত? আমার মতে, এক ও অবিভাজ্য জন-তন্ত্রের ধরণটাকেই সর্ব্বহারারা ব্যবহার ক'রতে পারে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যুক্ত জন-তন্ত্র, সমগ্রভাবে এখনও প্রয়োজন—কিন্তু সেদিকেও পূর্ব্ব রাষ্ট্রসমূহে (Eastern States) সেটা একটা প্রতিবন্ধক হ'য়ে

দাঁড়াচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে, যেখানে দুটো দ্বীপে চারটা জাতি বাস করে এবং যেখানে একটা পার্লামেণ্ট সত্বেও পাশাপাশি তিন রকম আইন-ব্যবস্থা র'য়েছে সেখানে এটা অগ্রগতিরই একটা ধাপ। ছোট্ট সুইজার্ল্যাণ্ডে এটা অনেকদিন থেকেই বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেখানে যুক্ত জন-তন্ত্র এখনও সহ্য করার একমাত্র কারণ এই যে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সুইজার্ল্যাণ্ড সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সভ্য হ'য়ে থেকেই সন্তুষ্ট। জার্মাণীতে সুইস্ [illegible] রাষ্ট্র রচনা ক'রতে গেলে সেটা পেছু হটারই সামিল হবে। [illegible]rated State) ও ঐকিক রাষ্ট্রের (Unitary State) [illegible] দিয়ে তফাৎ, যথা, সম্মিলনীর মধ্যে প্রত্যেক আলাদা রাষ্ট্রের নিজের নিজের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন আছে, নিজের নিজের বিশেষ বিচার ব্যবস্থা আছে; দ্বিতীয়তঃ, জন-রাষ্ট্র-সভা (popular chamber) ছাড়া রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি নিয়ে আর একটা রাষ্ট্র-সভা আছে এবং সেখানে প্রত্যেক প্রদেশ, প্রদেশ হিসাবেই ভোট দেয়—তাদের আয়তনের কথা ধরা হয় না।

জার্মাণীতে যুক্ত-রাষ্ট্রটা হ'ল ঐকিক রাষ্ট্রের দিকে পরিবর্ত্তন (transition), এবং ১৮৬৬ ও ১৮৭০ অব্দে "ওপর থেকে যে বিপ্লব" হ'য়েছিল সেগুলোকে পেছিয়ে দিলে চলবে না,—"নীচের থেকে আন্দোলন" ক'রে সেগুলোকে সম্পূর্ণ ক'রতে হবে।

রাষ্ট্রের রূপের প্রশ্নটাকে এঙ্গেল্‌স্ অবহেলা ত' করেনইনি, বরং তার পরিবর্ত্তনশীল রূপগুলো অতি যত্নসহকারে বিশ্লেষণ ক'রেছেন—যাতে সেই পরিবর্ত্তনশীল রূপগুলো **কিসে থেকে কিসে** বিবর্ত্তিত হ'চ্ছে—তা প্রত্যেক ব্যাপারেই স্থূল ঐতিহাসিক বিশেষত্ব থেকেই স্থির করা যায়।

সর্ব্বহারার ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে এঙ্গেল্‌স্, মার্ক্সের মতই, গণ-তান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের (Centralism) ওপর, এক ও অবিভাজ্য জন-তন্ত্রের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় যুক্ত জন-তন্ত্র

বিকাশের পথে ব্যতিক্রম ও প্রতিবন্ধক ; অথবা সেটা রাজতন্ত্র ও কেন্দ্রীভূত জন-তন্ত্রের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল রূপ, "কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তের মধ্যে সামনের দিকে এক ধাপ চলা।" এবং সেই সব নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তের মধ্যেই উঠছে বিভিন্ন জাতির সমস্যা।

ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল চেহারা, যা কোন কোন প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রশ্নের আবরণে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই চেহারার নির্দ্দয় সমালোচনা করবার সময় তাই ব'লে মার্ক্স বা এঙ্গেল্‌স্ কারুরই মনে জাতীয় প্রশ্নটা উপেক্ষা ক'রে যাবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা দেখা যায় না। কিন্তু ডাচ্ ও পোলিশ মার্ক্স-বাদীরা "তাদের" ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ জাতীয়তার ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতা ক'রতে গিয়ে প্রায়ই এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে ফেলে।

ইংল্যাণ্ডের ভৌগলিক অবস্থা, তার সাধারণ ভাষা ও বহু শতাব্দীর ইতিহাস দেখে মনে হবে সেখানকার ছোট ছোট বিভাগের মধ্যে জাতীয় প্রশ্নের শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু সেখানেও যে এখনও জাতীয় প্রশ্নের সমাধান হয়নি এ প্রত্যক্ষ সত্যটা এঙ্গেল্‌স্ অবগত আছেন এবং সেইজন্যেই তিনি স্বীকার করেছেন যে সেখানে যুক্ত রাষ্ট্র রচনা ক'রলে সেটা "অগ্রগতিরই" একটা ধাপ হবে। অবশ্য তাই ব'লে তিনি এখানে যুক্ত জন-তন্ত্রের দোষ আলোচনাও বিন্দুমাত্র পরিহার ক'রছেননা, অথবা ঐকিক ও গণ-তান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত জন-তন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ় প্রচার ও সংগ্রামও তিনি একবিন্দু কমাচ্ছেননা।

কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাববাদীরা (অ্যানার্কিষ্টরাও এর মধ্যে) কেন্দ্রীভূত গণ-তন্ত্রকে যে রকম আমলা-তান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এক ক'রে নেন, এঙ্গেল্‌সের ধারণা সে রকম নয়। কমিউন ও জেলা কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা এবং সমস্ত আমলা-তন্ত্রের অপসারণ ও ওপর থেকে সমস্ত "হুকুম ক'রে বেড়ান" বন্ধ করা—এই দুটো জিনিষ যে বিস্তীর্ণ স্থানীয়

স্বরাজে (local autonomy) যুক্ত হয়,—তাঁর মতে কেন্দ্রীকরণ কিছুতেই সেরকম স্বরাজ দিতে পারে না।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স-বাদের কার্য্যপদ্ধতিগত ধারণা প্রকাশ ক'রতে গিয়ে এঙ্গেল্‌স্ লিখছেন :

"সুতরাং আমরা ঐকিক জন-তন্ত্র (unitary republic) চাই; কিন্তু বর্ত্তমান ফরাসী জন-তন্ত্র, যা ১৭৯৮ অব্দের সম্রাটবিহীন সাম্রাজ্যের চেয়ে কিছুমাত্র বেশী নয়,—সে ধরণের জন-তন্ত্র আমরা চাই না। ১৭৯২ থেকে ১৭৯৮ পর্য্যন্ত ফরাসী দেশের প্রত্যেক বিভাগ, প্রত্যেক মিউনিসি-পালিটী আমেরিকান ধরণের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ ক'রেছে এবং আমাদেরও এই রকমই পাওয়া উচিত। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন কি ভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত ও আমলা-তন্ত্র বাদ দিয়ে কেমন ক'রে কাষ চ'লতে পারে তা' আমেরিকা ও প্রথম ফরাসী জন-তন্ত্র দেখিয়ে দিয়েছে এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ আজও তা দেখাচ্ছে। এই রকম প্রাদেশিক ও জন-সাধারণ সম্পর্কিত স্বায়ত্ত-শাসন অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে যথেষ্ট স্বাধীন,—যেমন সুইস্ যুক্ত-তন্ত্রের চেয়ে। এখানে ক্যান্টনগুলো (প্রদেশ) বান্দ (অর্থাৎ সমগ্র ভাবে যুক্ত রাষ্ট্র) এর অধীনতা থেকে যথেষ্ট মুক্ত, কিন্তু তেমনি সেগুলোর আবার জেলা ও জন-প্রতিষ্ঠানগুলোর (communes) সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ক্যান্টনের গভর্মেণ্ট জেলার রাষ্ট্র-কর্ম্মচারী ও তত্ত্বাবধায়ককে নিযুক্ত করেন। ইংরেজী কথিত দেশে এই জিনিষটা একদম দেখতে পাওয়া যায়না এবং প্রুশীয় "Landrate" ও "Regierungsrate" দের মত আমাদের দেশেও এগুলোকে ভবিষ্যতে উঠিয়ে দিতে হবে (অর্থাৎ ওপর থেকে নিয়োজিত সমস্ত কর্ম্মচারী উঠিয়ে দিতে হবে)।

এই অনুসারে প্রোগ্রামটার স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কীয় অংশটাকে নিম্ন-লিখিতরূপে রচনা ক'রতে এঙ্গেল্‌স্ পরামর্শ দেন, "প্রত্যেক প্রদেশ, জেলা

ও জন-প্রতিষ্ঠানে সার্ব্বজনীন ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীদের সাহায্যে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন—রাষ্ট্র নিয়োজিত সমস্ত স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্ত্তৃত্বের বিলোপ সাধন।"

কেরেন্সকি ও অন্যান্য "সাম্যবাদী" মন্ত্রীদের গভমে'ন্ট কর্ত্তৃক রুদ্ধকণ্ঠ **প্রাভডা** কাগজে ২৮মে, ১৯১৭ তারিখেই আমাকে দেখাতে হ'য়েছিল যে আমাদের ছদ্ম-বিপ্লবী ছদ্ম-গণতন্ত্রের ছদ্ম-সাম্যবাদী প্রতিনিধিরা এই বিষয় নিয়ে (তাই ব'লে শুধু এই বিষয় নিয়ে কিছুতেই নয়) কি রকম কলঙ্কজনকভাবে গণ-তন্ত্র থেকে সরে পড়েছেন। যে সব লোক সাম্রাজ্য-বাদী ও মূলধনী শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছিল তারা স্বভাবতঃই এই সমালোচনায় কর্ণপাত করেনি।

যুক্ত জন-তন্ত্র মানেই কেন্দ্রীয় জন-তন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা —এই যে কুসংস্কার বিশেষ ক'রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তন্ত্রে বহু-বিস্তৃত হ'চ্ছে—এটাকে এঙ্গেল্‌স নিশ্চিত সত্যের সাহায্যে খণ্ডন ক'রেছিলেম। এই কথাটা বিশেষরূপে লক্ষণীয়। কথাটা সত্যি নয়। ১৭৯২-৯৮ এর কেন্দ্রীকৃত ফরাসী জন-তন্ত্র সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌স্ যে সব সত্য উল্লেখ ক'রেছেন তার থেকেই কথাটার ভুল প্রমাণ হ'চ্ছে। প্রকৃতরূপে গণ-তান্ত্রিক কেন্দ্রীকৃত জন-তন্ত্র যুক্ত জন-তন্ত্রের চেয়ে বেশী স্বাধীনতা দিয়েছিল। অন্য কথায়, ইতিহাসে যত স্থানীয় স্বাধীনতার কথা জানা আছে তার মধ্যে **সব চেয়ে বেশী** স্বাধীনতা দিয়েছিল একটা কেন্দ্রীকৃত জন-তন্ত্র—যুক্ত জন তন্ত্র নয়।

আমাদের পার্টির সাহিত্যে ও আন্দোলনে যুক্ত ও কেন্দ্রীকৃত জন-তন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের গোটা প্রশ্নটা সম্বন্ধে যেমন অল্প মনোযোগ দেওয়া হ'য়েছে, এই সত্যটার ওপরও আজ পর্য্যন্ত তেমনি অল্প মনঃসংযোগ করা হ'য়েছে।

৫। মার্ক্স প্রণীত "ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ" বইয়ের ১৮৯১ সালের ভূমিকা।

ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ বইয়ের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (এই ভূমিকার তারিখ হ'চ্ছে ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৯১ এবং প্রথমে এটা "নিউ জিট্" কাগজে প্রকাশিত হ'য়েছিল) এঙ্গেলস্ রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্য অনেক চিত্তাকর্ষক প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনের শিক্ষার একটা অতি সুন্দর সার-সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। ঐ লেখক ও কমিউ'নর মধ্যে যে বিশ বছরের ব্যবধান তা'তে এই সার-সংগ্রহটা দৃঢ়রূপে সমর্থিত হ'য়েছে এবং জার্মাণীতে বহু-বিস্তৃত "কুসংস্কারসদৃশ রাষ্ট্রের ওপর বিশ্বাসের" বিরুদ্ধেই বিশেষ ক'রে ঐ সারগ্রহণটা পরিচালিত হ'য়েছে। কাযেই, এখানে মার্ক্স-বাদের যে প্রশ্ন আলোচিত হ'চ্ছে সে সম্বন্ধে ওটাকে মার্ক্স-বাদের **শেষ কথা** নিশ্চয়ই বলা যায়।

এঙ্গেল্স্ লক্ষ্য ক'রেছেন যে ফ্রান্সে মজুররা প্রত্যেক বিপ্লবের পরেই শস্ত্র-পাণি হ'য়েছিল। "কাযেই প্রত্যেক বুর্জোয়া রাষ্ট্র-নায়কের প্রথম আদেশ হ'ত মজুরদের নিরস্ত্র করা। সুতরাং মজুরদের প্রত্যেক বিপ্লব জিতবার পরেই আবার নতুন একটা সংগ্রাম সুরু হ'ত এবং সেটা শেষ হ'ত তাদের পরাজয়ে।......"

বুর্জোয়া বিপ্লবের অভিজ্ঞতার এই যে সার-বর্ণনা—এটা যেমন সংক্ষেপ তেমনই ভাবব্যঞ্জক। সমস্ত জিনিষটার এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রশ্নটারও আসল মর্ম্ম হ'ল এই,—নিপীড়িত শ্রেণীর অস্ত্র **আছে** কি? এই জিনিষটা এখানে অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। মূলধনী আদর্শবাদ প্রভাবান্বিত অধ্যাপকরা এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তান্ত্রিকরা এই আসল মর্ম্মটাকেই সবচেয়ে বেশী অবহেলা করেন। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবে বুর্জোয়া বিপ্লবসমূহের এই গুপ্ত কথা বক্ বক্ ক'রে ব'লে

দেওয়ার Cavaignac * সম্মান "মেনশেভিক" ও তথাকথিত "মার্ক্স-বাদী" জেরেটেলির ভাগ্যেই পড়েছিল। ৯ই (২২শে) জুনের "ঐতিহাসিক" বক্তৃতায়– পেট্রোগ্রাডের মজুরদের নিরস্ত্র করা সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের সিদ্ধান্তের কথা—জেরেটেলি নির্ব্বোধের মত ব'লে ফেলেছিলেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্তটা তাঁর নিজের ব'লে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে এটা বিশেষ প্রয়োজন ব'লেই তিনি চালিয়েছিলেন।

মিঃ জেরেটেলির চালনায় সোসিয়ালিষ্ট-রেভোলিউশানারি ও মেন্‌শেভিকদের "দল" (bloc) বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের **বিরুদ্ধে** কেমন ক'রে মূলধনী শ্রেণীর দিকে চ'লে গিয়েছিল—১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রত্যেক ইতিহাস লেখকই সে সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার উদাহরণ পাবেন জেরেটেলির ৯ই (২২শে) জুন তারিখের ঐতিহাসিক বক্তৃতায়।

রাষ্ট্রের প্রশ্নেতেই এঙ্গেল্‌সের আর একটা প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য ছিল ধর্ম্ম সম্বন্ধে। সবাই জানেন যে জার্ম্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্রাসি যতই নষ্ট হ'য়ে যেতে লাগলো ও যতই সুবিধাবাদী হ'য়ে প'ড়তে লাগলো, ততই "ধর্ম্ম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার" এই বিখ্যাত কথাটার তারা অত্যন্ত সংকীর্ণ ব্যাখ্যা ক'রতে লাগলো। অর্থাৎ এই সূত্রটাকে মুচড়ে মানে করা হ'ল যে বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের পার্টির পক্ষেও ধর্ম্মটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী প্রোগ্রামের প্রতি এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা—এরই বিরুদ্ধে এঙ্গেল্‌স্ বিদ্রোহ ক'রেছিলেন। ১৮৯১ সালে তিনি তাঁর পার্টিতে শুধু সুবিধাবাদের **অতি ক্ষীণ** আরম্ভ দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেজন্য অতি সাবধানতা সহকারে তিনি ও-বিষয়ে মত ব্যক্ত ক'রেছেন :

* জেনারেল ক্যাভেনা—ইনি ফরাসী বিপ্লবে বিপ্লবীদের একেবারে ধ্বংস ক'রবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তেমনি জেরেটেলিও এখানে সর্ব্বহারাদের ধ্বংসের পরামর্শই প্রায় দিচ্ছেন। কাযেই তাঁর এ সম্মানটাকে ক্যাভেনা সম্মানই বলা চলে।—অনুবাদক।

"কমিউনে শুধু মজুররা বা তাদের স্বীকৃত প্রতিনিধিরাই ব'সেছিল (এর প্রায় একদম ব্যতিক্রম হয়নি) ব'লে এর প্রস্তাবগুলোর মধ্যে দৃঢ় সর্ব্বহারা ধরণের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। যে সমস্ত সংস্কার মজুর শ্রেণীর স্বাধীন কার্য্যকারিতার ভিত্তি এবং যা বুর্জোয়ারা খালি তাদের নীচ ভয়ের জন্যেই হ'তে দেয়নি,—এরা সেই সংস্কারগুলো সাধন ক'রবার হুকুম দিয়েছিল। যেমন, তারা স্বীকার করে নিয়েছিল যে **রাষ্ট্রের সম্পর্কে** ধর্ম্মটা সোজা-সুজি ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর নয়ত' কমিউন সোজাসুজি মজুর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ক'রে এবং কতক পরিমাণে পুরানো সমাজদেহের ওপর গভীর ক্ষত সৃষ্টি ক'রে ফতোয়া জারী ক'রত।'

"রাষ্ট্রের সম্পর্কে" কথাটার ওপর এঙ্গেল্‌স্ ইচ্ছে ক'রেই জোর দিয়েছিলেন। এটা শুধু ইঙ্গিত নয়। জার্মাণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি **পার্টি সম্পর্কে** ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ব'লে ঘোষণা ক'রেছিল; তাতে বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের পার্টি মধ্যবিত্তশ্রেণীর অত্যন্ত ভাসা-ভাসা "স্বাধীন-ভাবুকদের" (free-thinkers) স্তরে নেমে গিয়েছিল; তারা ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র (non-religious state) স্বীকার ক'রতে প্রস্তুত, কিন্তু যে ধর্ম্মের আফিং মানুষকে মোহগ্রস্ত ক'রে রেখেছে তার বিরুদ্ধে **পার্টির** সমস্ত সংগ্রাম তারা পরিহার ক'রেছে। এঙ্গেলস্ এই জার্মাণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকেই সোজাসুজি আঘাত ক'রেছেন।

জার্মাণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার ১৯১৪ সালে তার লজ্জাকর ধ্বংসের গোড়ার কারণ অনুসন্ধান ক'রবার সময় ঐ দলের নেতা কাউটস্কির লেখায় সুবিধাবাদকে ডেকে আনবার উপযোগী ছলনাময় ঘোষণা থেকে সুরু ক'রে "Los-von-kirche Bewegung" (ধর্ম্ম উঠিয়ে দেওয়ার আন্দোলন) এর প্রতি পার্টির মনোভাব পর্য্যন্ত সব তাতেই যথেষ্ট কৌতূহলজনক উপাদান পাবেন।

কিন্তু কমিউনের বিশ বছর পরে সংগ্রামশীল সর্ব্বহারাদের জন্যে

এঙ্গেলস্ কমিউনের শিক্ষার যে রকম সার-সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে ফিরে আসা যাক।

যে সমস্ত শিক্ষার ওপর এঙ্গেলস্ বেশী জোর দিয়েছিলেন সেগুলো এই :

"পূর্ব্বতন কেন্দ্রীভূত গভর্মেণ্টের এই নিপীড়নের ক্ষমতা, যথা, ফৌজ, রাজনৈতিক পুলিশ এবং ১৭৯৮এ নেপলিয়ান কর্ত্তৃক সৃষ্ট আমলা-তন্ত্র (যে আমলা-তন্ত্রকে তারপর থেকে প্রত্যেক নতুন গভর্মেণ্টই তার বিরোধীদের বিপক্ষে ব্যবহার করবার মত পছন্দসই অস্ত্র ব'লে গ্রহণ ক'রেছিল)—ঠিক এই নিপীড়নের ক্ষমতাই—প্যারীতে তার যেমন পতন হ'য়েছিল, সমস্ত ফ্রান্সেও তেমনই তার পতন হওয়া উচিত ছিল।

"কমিউন গোড়াতেই মানতে বাধ্য হ'য়েছিল যে আধিপত্য লাভের পর মজুরশ্রেণী পুরানো যন্ত্র দিয়ে আর গভর্মেণ্টের কায চালাতে পারে না : যাতে মজুরশ্রেণী তার নব-বিজিত আধিপত্য হারিয়ে না ফেলে তার জন্যে একদিকে, এতকাল ধ'রে তারই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত পুরানো অত্যাচারের যন্ত্রটাকে ঝেঁটিয়ে দূর ক'রতে হবে এবং অন্যদিকে, সমস্ত প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারীকে বিনা ব্যতিক্রমে যে কোন সময়ে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে এই ব'লে ঘোষণা ক'রে নিজের প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারীদের হাত থেকেই নিজেকে নিরাপদ ক'রতে হ'বে,—একথাও কমিউনকে মানতে হ'য়েছিল।"

এঙ্গেলস্ বার বার জোর দিয়ে ব'লছেন যে শুধু রাজতন্ত্রেই নয়, **গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্রেও** (democratic republic) রাষ্ট্র রাষ্ট্রই থাকে, অর্থাৎ তার মূল ও বিশিষ্ট রূপটা বজায় থাকে—যেমন, "সমাজের সেবক" রাজ-কর্ম্মচারীরা ও তাদের অঙ্গগুলো সমাজের শাসকে পরিবর্ত্তিত হয়।

"রাষ্ট্র ও তার অঙ্গগুলোর সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভু হ'য়ে পড়া,—আজ পর্য্যন্ত সমস্ত রকম গভর্মেণ্টেরই এই যে অপরিহার্য্য রূপ—এর বিরুদ্ধে কমিউন দুটী অমোঘ ওষুধ প্রয়োগ ক'রেছিল। প্রথমতঃ,

পরিচালনা, আইন, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত চাকরীতেই সার্ব্বজনীন ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত লোক নিযুক্ত হ'য়েছিল ; সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাচকদের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে-কোন সময়ে নির্ব্বাচিতদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। দ্বিতীয়তঃ উঁচু, নীচু, সমস্ত কর্ম্মচারীদেরই অন্য যে কোন মজুরের সমান মাইনে দেওয়া হ'য়েছিল। কমিউন থেকে সবচেয়ে বেশী মাইনে দেওয়া হ'য়েছিল ৬০০০ ফ্রাঁ (প্রায় ৩১২০ টাকা)।*

"এইরকম ক'রে চাকরী-শীকার ও নিজের জন্য সুবিধাজনক বন্দোবস্ত ক'রে নেওয়ার (place-hunting and career-making) বিরুদ্ধে বেশ একটা কার্য্যকরী বাধা তৈরী করা গিয়েছিল। এ ছাড়া প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিদের ওপর কমিউন প্রবর্ত্তিত জোর হুকুমও ছিল।"

একদিকে যেখানে সঙ্গতি-বিশিষ্ট গণ-তন্ত্র সাম্যবাদে রূপান্তরিত হ'চ্ছে এবং অন্যদিকে সাম্যবাদ,—এই দুটোর মধ্যে যে কৌতূহলোদ্দীপক সীমা-রেখা আছে, এঙ্গেলস্ এখানে সেইটাই ছুঁয়ে গেছেন। কারণ রাষ্ট্রকে ধ্বংস ক'রবার জন্যে সাধারণ্য কাযের (public service) সমস্ত ব্যাপার

* এ টাকাটা নামে বছরে ২৪০০ রুবলের সঙ্গে সমান। রাশিয়ার বর্ত্তমান বিনিময় হারে এটা প্রায় ৬০০০ রুবলের সমান। যে সমস্ত বোলশেভিক সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য উচ্চতম মাহিনা ৬০০০ রুবল করার বদলে আরও বেশী, যেমন, শহরের ডুমার (পার্লামেণ্ট) মেম্বরদের জন্য ৯০০০ রুবল মাইনের প্রস্তাব ক'রছেন তাঁরা একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ ক'রছেন। কারণ প্রথোমোক্ত টাকাটাই যে কোন লোকের পক্ষে যথেষ্ট। [বস্তুতঃ বোলশেভিক বিপ্লবের পর পিপ্‌লস্ কমিশারদের মাইনা মাসে ৫০০ রুবল ক'রে স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরে রুবলের মূল্য আরও পড়ে যাওয়ায় মাইনাগুলো বাড়াতে হ'য়েছিল—ইংরাজী অনুবাদক।]

(বছরে ৩১২০৲ টাকা ইয়োরোপের বর্দ্ধিত মজুরীর হারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। আমাদের দেশে এই হিসাবে ক'রতে হ'লে হয় মজুরীর হার বাড়াতে হবে, নয়ত' সরকারী কর্ম্মচারীদের মাইনা ওর থেকেও নামিয়ে আনতে হবে—অনুবাদক।)

এমন সোজা পর্যবেক্ষণ ও হিসাব রাখার কাযে পরিণত ক'রতে হবে, যা জনসংখ্যার অধিকাংশই সহজে বুঝতে পারে এবং ভবিষ্যতে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারে। এবং রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রবার জন্যে এমন ব্যবস্থা ক'রতে হবে যাতে সাধারণ্য কাযের কোন 'সম্মান-জনক" (অবৈতনিক হ'লেও) আরামের পদটাকে কেউ কোন ব্যাঙ্ক বা যৌথ কোম্পানীর খুব লাভজনক পদে লাফিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যবহার ক'রতে না পারে। অত্যন্ত মুক্ত স্বাধীন দেশেও এরকম **অনবরত** হয়ে থাকে।

কিন্তু জাতিবিশেষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে কোন কোন মার্ক্স-বাদী যে ভুল করেছেন, যেমন, সত্যই ধনবাদের অধীনে এটা অসম্ভব এবং সাম্যবাদের সময় এটা অপ্রয়োজনীয়—এঙ্গেল্‌স্‌ কিন্তু সে ভুল করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে এই বর্ণনা চতুর ব'লে মনে হ'লেও আসলে এটা ভুল। এই বর্ণনাটা **যে কোন** গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বেলায়, যেমন, কর্ম্মচারীদের পরিমিত মাইনে দেওয়ার বেলায়ও আবৃত্তি করা যায়। কারণ ধনবাদের জীবিতাবস্থায় সম্পূর্ণ সঙ্গতি-বিশিষ্ট গণ-তন্ত্র অসম্ভব, আবার সাম্যবাদের সময় সমস্ত রাজনৈতিক গণ-তন্ত্র **অদৃশ্য হ'য়ে যায়**।

এটা একটা ভ্রান্ত কূট তর্ক। যদি কোন লোকের একটা একটা ক'রে চুল উঠে যায় ত' তার টাকটা পড়বে কোন্‌খানে—এই ব'লে যে প্রাচীন মজার সমস্যা আছে তার সঙ্গে এর তুলনা করা চলে।

গণ-তন্ত্রকে তার যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্তে বিকশিত করা, তার বিকাশের **ধরণগুলো** অনুসন্ধান করা, সেগুলোকে কার্য্যক্ষেত্রে **পরীক্ষা করা** ইত্যাদি সমস্তই, সামাজিক বিপ্লবের জন্য যে সংগ্রাম, তার লক্ষ্য। আলাদা আলাদা ভাবে ধ'রলে কোন রকমের গণ-তন্ত্রই সাম্যবাদের জন্ম দেবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে গণ-তন্ত্রকে কখনই শুধু "তার নিজের হিসেবে" দেখা হবে না; একে অন্য সব জিনিষের সঙ্গে "এক সঙ্গে ধরা" হবে। অর্থনীতির ওপরেও

এ আপন প্রভাব বিস্তার ক'রে তার পুনঃ-সংগঠনে সাহায্য ক'রবে ; আবার একেও উল্টে অর্থনীতিক বিকাশের প্রভাবে পড়তে হবে, ইত্যাদি। প্রকৃত জীবন্ত ইতিহাসের ডায়ালেক্‌টিক পর্য্যায়ই এই। এঙ্গেলস্ আরও লিখছেন :

"গভর্মেণ্টের পুরানো যন্ত্রকে এই রকম ভাবে ভেঙ্গে ফেলা এবং তার স্থানে একটা নতুন ও বাস্তবিক গণ-তান্ত্রিক গভর্মেণ্ট বসান—এটা **ঘরোয়া যুদ্ধের** তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত বিবৃত আছে। কিন্তু এ বিষয়ে, অর্থাৎ এই পরিবর্ত্তনের ছু'একটা রূপ সম্বন্ধে আর একবার সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার ছিল, কারণ জার্মাণীতে রাষ্ট্রের ওপর কুসংস্কারসদৃশ বিশ্বাস আজ দর্শনের রাজত্ব পার হ'য়ে বুর্জোয়াদের এবং এমন কি অনেক শ্রমিকেরও সাধারণ চেতনার মধ্যে চ'লে গিয়েছে। দার্শনিকদের শিক্ষা মতে রাষ্ট্র হ'ল "আইডিয়ার উপলব্ধি" বা ধর্ম্মতত্ত্বের ভাষায়, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই চিরন্তন 'সত্য' ও 'ন্যায়-বিচারের' উপলব্ধি ক'রতে হয় বা করা উচিত। এবং এর থেকেই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক জিনিষের ওপর কুসংস্কারের মত একটা ভক্তি জন্মে যায়। মানুষ ছেলেবেলা থেকেই ভাবতে অভ্যস্ত যে বর্ত্তমান উপায়ে ছাড়া অর্থাৎ রাষ্ট্র ও তার উচ্চ বেতন-ভুক কর্ম্মচারীদের দিয়ে ছাড়া অন্য কোন উপায়েই সমস্ত সমাজের সাধারণ ব্যাপার ও স্বার্থগুলো রক্ষা করা যায় না। সেইজন্যে এই কুসংস্কারসদৃশ ভক্তি আরও তাড়াতাড়ি শেকড় গেড়ে বসে। লোকে যদি পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্রের পক্ষভুক্ত হ'য়ে পড়ে তাহ'লেই তারা মনে করে যে সুমুখের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া গিয়েছে। অথচ বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রটা একশ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীকে উৎপীড়িত ক'রবার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং রাজতন্ত্রের চেয়ে গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্রে এ উৎপীড়ন একবিন্দুও কম হয় না। খুব ভাল ক'রে ব'লতে গেলে রাষ্ট্রটা হ'চ্ছে একটা অমঙ্গল যা সর্ব্বহারারা শ্রেণী—

আধিপত্যের জন্যে সংগ্রামে জয়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসার পর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ঠিক কমিউনের মতই বিজয়ী সর্ব্বহারাকেও এই অমঙ্গলের নিকৃষ্ট অংশগুলো ছেটে ফেলতেই হবে—যতদিন না কোন নতুন বংশ-ধারা নতুন ও মুক্ত সামাজিক অবস্থার মধ্যে লালিত হ'য়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সমস্ত পুরানো জঞ্জাল আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পারবে।"

এঙ্গেলস্ জার্মাণদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যে রাজতন্ত্র যদি জন-তন্ত্র দিয়ে পরিবর্ত্তিত হয় তাহ'লে সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সাম্যবাদের যে গোড়ার কথা আছে তা যেন তারা না ভোলে। জেরেটেলি ও সার্নফের মিলনে (coalition) রাষ্ট্রের প্রতি যে কুসংস্কারসদৃশ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে—তাতে এঙ্গেল্সের সতর্ক বাণী এই দুই ভদ্রলোকের কাছে প্রত্যক্ষ শিক্ষার কায ক'রছে!

আর দুটো কথা। (১) যখন এঙ্গেলস্ ব'লছেন যে গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্রেও রাষ্ট্রটা "এক শ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীকে উৎপীড়নের যন্ত্রই" থাকে এবং সেই উৎপীড়ন রাজতন্ত্রের চেয়ে "একবিন্দুও কম নয়" তখন তার থেকে মোটেই বোঝায় না যে উৎপীড়নের **ধরণটা** সর্ব্বহারাদের কাছে তুচ্ছ (যেমন কয়েকজন অ্যানার্কিষ্ট 'শিক্ষা দিয়ে থাকেন")। সমস্ত শ্রেণী ধ্বংসের সংগ্রামে, শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-উৎপীড়নের বিস্তৃততর, মুক্ততর ও উন্মুক্ততর যন্ত্র সর্ব্বহারাদের প্রচুর সাহায্য করে। (২) শুধু কোনও নতুন বংশধারাই প্রাচীন রাষ্ট্রের জঞ্জাল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ক'রতে পারবে কেন—এই প্রশ্ন গণ-তন্ত্রের উচ্ছেদের (supersession) প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সেই প্রশ্নেই আমরা এখন আসছি।

৬। গণ-তন্ত্র উচ্ছেদ সম্বন্ধে এঙ্গেল্স্।

"সোস্যাল-ডেমোক্রাট" কথাটার "বৈজ্ঞানিক" ভ্রান্তি সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে এঙ্গেল্সের এই সম্বন্ধে কথা বলার কারণ হ'য়েছিল।

১৮৭০ এর দিকে তাঁর নানা বিষয়ে (প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে) লেখা প্রবন্ধাবলীর যে সংস্করণ (Internationales ans dem Volkstaat) বেরিয়েছিল তার ৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৪ তারিখের ভূমিকায় (অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দেড় বছর আগে) তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর সমস্ত প্রবন্ধে তিনি "সোস্যাল-ডেমোক্রাট" কথাটার বদলে "কমিউনিষ্ট" কথাটা ব্যবহার ক'রেছেন ; কারণ সে সময় ফ্রান্সে প্রুধোঁর দল ও জার্মাণীতে লাসালের দলরাই নিজেদের "সোস্যাল-ডেমোক্রাট" ব'লে অভিহিত ক'রত।

"সুতরাং আমাদের বিশেষ মত [এঙ্গেলস্ লিখছেন] প্রকাশ করার জন্যে মার্ক্স বা আমার, কারও পক্ষেই ঐ স্থিতিস্থাপক (elastic) শব্দটা প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। আজকাল ব্যাপার অন্যরকম, কাযেই এই কথাটা ('সোস্যাল-ডেমোক্রাট') হয়ত' চ'লে যেতে পারে, কিন্তু তাহ'লেও যে পার্টির প্রোগ্রাম শুধু সাধারণ সোস্যালিষ্ট নয়, নির্দ্দিষ্টরূপে কমিউনিষ্ট,—এবং যে পার্টির শেষ রাজনৈতিক লক্ষ্য হ'ল সমস্ত রাষ্ট্রের (সুতরাং গণ-তন্ত্রেরও) উচ্ছেদ—সে পার্টির পক্ষে কথাটা উপযুক্ত নয়। কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক পার্টির নাম কখনও সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায় না ; পার্টি বিকশিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু নামটা থেকে যায়।"

ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌বাদী এঙ্গেলস্ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ডায়ালেক্‌টিক্‌সের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে গিয়েছেন। তিনি ব'লছেন—মার্কস্ ও আমি পার্টির জন্যে একটা সুন্দর, বিজ্ঞান-সম্মত ও সঠিক নাম ঠিক ক'রেছিলাম, কিন্তু তখন কোন প্রকৃত পার্টি ছিল না, অর্থাৎ কোন বিরাট সর্ব্বহারা (mass-proletarian) পার্টি ছিল না। এখন, ১৯ শতাব্দীর শেষে একটা প্রকৃত পার্টি র'য়েছে কিন্তু এর নামটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভুল। তা হোকগে, "এতেই চ'লে যাবে" ; শুধু পার্টিকেই বাড়তে দাও, শুধু তার কাছ থেকে তার নামের বৈজ্ঞানিক অনুপযুক্ততা গুপ্ত থাকতে দিওনা এবং

নামটাকে তার ঠিক দিকে বাড়ার পক্ষে বাধা জন্মাতে দিও না—তাহ'লেই হবে।

কোন রসিক হয়ত' বাস্তবিকই এঙ্গেলসের দেখাদেখি আমাদের, বোলশেভিকদের, সান্ত্বনা দিতে পারেন। আমাদের একটা প্রকৃত পার্টি আছে এবং সেটা সুন্দর বাড়ছে; ১৯০৩ এর ব্রুসেলস্-লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে ঘটনাচক্রে আমরাই ছিলাম বেশীর ভাগ—"বোলশেভিক" কথাটাতে এ ছাড়া আর কিছুই না বোঝালেও, (বোলশেভিক অর্থে বেশীর ভাগ লোক বুঝায়—অনুবাদক) এই রকম অর্থহীন ও বর্ব্বর শব্দটাই "চ'লে যাবে।" জন-তন্ত্রী ও "বিপ্লবী" মধ্যবিত্তশ্রেণীর গণ-তন্ত্র কর্ত্তৃক জুলাই ও আগষ্ট মাসে আমাদের পার্টির ওপর অত্যাচার করায় "বোলশেভিক" নামটা যখন সবাইয়ের কাছে শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে পড়েছে, এবং এ ছাড়াও এই অত্যাচার যখন আমাদের পার্টি কর্ত্তৃক **প্রকৃত** বিকাশের পথে এতখানি অগ্রগতি দেখিয়েছে,—তখন, এপ্রিল মাসে পার্টির নাম বদলানর যে প্রস্তাব আমি ক'রেছিলাম, এখন তার পুনরাবৃত্তি ক'রতে আমাকেও ইতস্ততঃ ক'রতে হবে। হয়ত' আমি সাথীদের কাছে একটা "আপোষের" প্রস্তাব ক'রে আমাদের **কমিউনিষ্ট পার্টি** নামে অভিহিত ক'রতে ব'লব, কিন্তু "বোলশেভিক" কথটাও ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দিতে ব'লব।*
......কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের সম্বন্ধের প্রশ্নের তুলনায় পার্টির নামের প্রশ্ন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে সাধারণ তর্কালোচনায় যে ভুলটা বরাবরই করা হয় তার

---

* নভেম্বার বিপ্লবের পর সত্যই এই রকম করা হ'য়েছিল : বোলশেভিক পার্টির সরকারী নাম এখন "বোলশেভিকদের কমিউনিষ্ট পার্টি"—ইংরেজী অনুবাদক। কিন্তু তার পরে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল বা কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর নাম ব'দলে "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি" হয়েছে—অনুবাদক।

বিরুদ্ধে এঙ্গেলস্ এখানে আমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন এবং সেটা আমরা ওপরে দেখিয়ে দিয়েছি। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রের ধ্বংসের মধ্যে যে গণ-তন্ত্রের ধ্বংসও পড়ছে, রাষ্ট্রের ' শুকিয়ে মরা" মানেই যে গণ-তন্ত্রেরও "শুকিয়ে মরা" সেকথা বরাবরই ভুলে যাওয়া হয়। প্রথম দৃষ্টিতে এরকম বর্ণনা অত্যন্ত অদ্ভুত ও অবোধ্য ঠেকে। বাস্তবিক কেউ না কেউ হয়ত' ভাবতে সুরু ক'রে দেবে যে আমরা এমন সমাজের আগমন প্রতীক্ষা ক'রছি যেখানে অধিকাংশ কর্ত্তৃক শাসন—এই নীতি মানা হবে না,—কারণ, গণ-তন্ত্র মানেই এই নীতি মেনে নেওয়া নয় কি?

না, গণ-তন্ত্র অধিকাংশ কর্ত্তৃক শাসনের সঙ্গে এক নয়। না, গণ-তন্ত্র এমন একটা রাষ্ট্র যাতে অধিকাংশ কর্ত্তৃক অল্পাংশের দমন স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ এক শ্রেণী কর্ত্তৃক আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, জন-সংখ্যার একাংশ কর্ত্তৃক অপরাংশের বিরুদ্ধে, নিয়মিতভাবে বল প্রয়োগ ক'রবার সংগঠনই সেটা।

আমাদের শেষ উদ্দেশ্য আমরা ঠিক ক'রে নিয়েছি—রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা, অর্থাৎ প্রত্যেক সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বলকে, সাধারণভাবে মানুষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত প্রত্যেক রকম বলকে ধ্বংস করা। আমরা এমন সমাজ-ব্যবস্থার আশা করি না যেখানে অধিকাংশের কাছে অল্পাংশের বশ্যতার নীতি মানা হবেনা। কিন্তু সোস্যালিজ্‌মের জন্যে চেষ্টা ক'রতে ক'রতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেটা আরও বেড়ে কমিউনিজ্‌মে পরিবর্ত্তিত হবে এবং এর পাশাপাশি একজন লোকের কাছে আর একজনের বশ্যতার জন্যে, সমাজের একটা বিভাগের কাছে আর একটা বিভাগের বশ্যতার জন্যে বলের সমস্ত প্রয়োজন লোপ পাবে; কারণ বল ও দমন ব্যতিরেকেই মানুষ সামাজিক অবস্থিতির প্রাথমিক সর্ত্তগুলো মানতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে।

অভ্যাসের এই মূলতত্ত্বের ওপর জোর দেবার জন্যে এঙ্গেলস্ একটা

নতুন বংশ-ধারার কথা ব'লেছেন, "যারা নতুন ও মুক্ত সামাজিক অবস্থার মধ্যে লালিত হ'য়ে পুরানো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সমস্ত জঞ্জাল আস্তাকুড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হবে"; এর মধ্যে **প্রত্যেক** রকম রাষ্ট্রই আছে— গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্রী রাষ্ট্রও আছে।

এ বিষয়টা খোলসা ক'রবার জন্যে রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরার অর্থনীতিক ভিত্তিগুলো আমাদের পরীক্ষা ক'রতে হবে।

পরিচ্ছেদ—৫

রাষ্ট্র "শুকিয়ে মরার" অর্থনীতিক ভিত্তি

মার্কস্ তার "গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনায়" এই প্রশ্ন অতি বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন (ব্রাকের কাছে লেখা ৫ই মে, ১৮৭৫এর চিঠি, যা ১৮৯১ সালে তবে "নিউ জিট" কাগজে বেরিয়েছিল)। এই বিখ্যাত রচনার যে অংশে লাসালীয় মতের (Lassaleanism) সমালোচনায় তর্কযুদ্ধ আছে সেইটা ব'লতে গেলে এর বাস্তব অংশটা, অর্থাৎ যাতে কমিউনিজ্‌মের বিকাশ ও রাষ্ট্রের "শুকিয়ে মরার" সম্বন্ধ-বিশ্লেষণ আছে, সেইটাকে ঢেকে ফেলেছে।

১। প্রশ্নটাকে মার্ক্স যে রকমভাবে বিধিবদ্ধ ক'রেছিলেন।

ব্রাক্‌কে লেখা মার্কসের চিঠি (৫ই মে, ১৮৭৫) ও উপরালোচিত বেবেলকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি (২৮শে মার্চ, ১৮৭৫) এই দুটো ভাসাভাসা ভাবে তুলনা ক'রলে মনে হবে যে এঙ্গেলসের চেয়ে মার্কস্ অনেক বেশী রাষ্ট্রের সমর্থক এবং আরও মনে হবে যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে এ দুজনের যথেষ্ট মতানৈক্য আছে।

এঙ্গেলস্ বেবেলকে ব'লছেন যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সমস্ত বাজে কথা ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রতে হবে; প্রোগ্রাম থেকে "রাষ্ট্র" কথাটা বাদ দিয়ে তার জায়গায় "সাধারণ-তন্ত্র" (commonwealth) কথাটা বসাতে হবে; তিনি এও ব'লছেন যে রাষ্ট্র কথাটার ঠিক মানে ধ'রলে কমিউনটাকে আর রাষ্ট্র বলা চলে না। অথচ মার্কস্ "কমিউনিষ্ট সমাজে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের"

কথা পর্য্যন্ত ব'লছেন, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে কমিউনিজ্‌মের সময়েও তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজন স্বীকার ক'রছেন।

কিন্তু এ রকম ধারণা গোড়া থেকেই ভুল ; আরও ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রলে দেখা যায় যে রাষ্ট্র ও তার মরণের ধারণা, মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌, দু'জনেরই এক। মার্কসের উপরোদ্ধৃত উক্তি খালি **মরণশীল** রাষ্ট্র সম্বন্ধে।

এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে **ভবিষ্যৎ** "শুকিয়ে যাওয়া" ঠিক মুহূর্ত্তটা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়ার কথাই উঠতে পারে না; এটা যখন নিশ্চয়ই একটা ব্যাপক কার্য্য-ক্রম (prolonged process) হবে তখন ত' আরও সে কথা উঠতে পারে না। মার্কস্‌ ও এঙ্গেলসের মধ্যে আপাত-বৈসাদৃশ্যের কারণ হ'ল তাঁদের আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা, তাদের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা। রাষ্ট্র সম্বন্ধে চলতি কুসংস্কার, যা লাসালেরও কম ছিল না, সেইগুলোর অসম্ভবতা বেবেলকে দেখান'র জন্যে এঙ্গেলস্‌ সমস্যাটাকে শাদা, সজাব ও মোটা মোটা রেখায় প্রকাশ ক'রেছেন। মার্কস্‌ প্রসঙ্গক্রমে **এই** প্রশ্নটা খালি ছুঁয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রধান আকর্ষণ আর একটা বিষয়ে যথা, কমিউনিষ্ট সমাজের **ক্রমবিকাশে**। মার্কসের সমস্ত মতবাদই হ'ল বিবর্ত্তনবাদটাকে তার সব চেয়ে সঙ্গত, সম্পূর্ণ, সুচিন্তিত ও সফলরূপে আধুনিক ধনবাদের প্রতি প্রয়োগ করা। ধনবাদের **আসন্ন** ধ্বংসে এবং **ভবিষ্যৎ** কমিউনিজ্‌মের **ভবিষ্যৎ** বিস্তৃতিতে এই মতবাদ প্রয়োগ করার প্রশ্নটা স্বভাবতঃই মার্কসের কাছে উঠেছিল।

কোন্‌ সত্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কমিউনিজ্‌মের ভবিষ্যৎ বিস্তৃতি দাঁড়াতে পারে? ধনবাদ থেকে **এর উৎপত্তি হ'য়েছে,** ধনবাদ থেকে এর ঐতিহাসিক বিকাশ হ'চ্ছে, ধনবাদ যে সমস্ত সামাজিক শক্তির **জন্ম দিয়েছে** সেই সবেরই ফল এ—এই সব সত্যের ওপরই এ দাঁড়াতে পারে। স্বপ্নরাজ্য রচনা ক'রবার, যা জানা যায় না অলস ভাবে তাই

অনুমান ক'রবার চেষ্টার চিহ্নমাত্রও মার্ক্সের মধ্যে নেই। কোনও প্রাণী-বিজ্ঞানবিৎ যদি জানে যে প্রাণী-বিজ্ঞানের অমুক উপজাতির উৎপত্তি ছিল এই এবং এই এই দিকে তার রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহ'লে সে সেই উপ-জাতির বিকাশের প্রশ্নটা যেমন ভাবে আলোচনা ক'রবে—মার্ক্স কমিউনিজমের প্রশ্নটাও তেমন ভাবেই আলোচনা ক'রেছেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে 'গোথা প্রোগ্রাম' যে সমস্ত গোলমাল ঢুকিয়েছে, মার্ক্স প্রথমে সেইগুলোই ঝেড়ে ফেলছেন।

[তিনি লিখছেন] "বর্ত্তমান সমাজ হ'ল মূলধনী সমাজ এবং সমস্ত সভ্য দেশেই এর বাস। মধ্যযুগের আবহাওয়া থেকে এ অল্পবিস্তর মুক্ত। এই মুক্তির ধরণটা বিচিত্র এবং তা নির্ভর করে প্রত্যেক দেশের স্বতন্ত্র বিকাশাবস্থার ওপর, প্রত্যেক দেশের অল্প বা বেশী বিকাশের ওপর। কিন্তু এর বিপরীত ভাবে, "বর্ত্তমান রাষ্ট্র" প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় সীমার সঙ্গে সঙ্গেই বদলায়। প্রুসো-জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে এটা সুইজার্ল্যাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে এটা একেবারে অন্যরকম। কাযেই "বর্ত্তমান রাষ্ট্রটা" একটা গল্প।

"যাইহোক, তাদের রূপের হাস্যজনক বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন সভ্য-দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ধরণের এইটুকু মিল আছে যে সে সবগুলোই অল্প-বিস্তর মূলধনীনতে বিস্তৃত বুর্জোয়া সমাজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কাযেই সে সবগুলোর কতকগুলো মূল বৈশিষ্ট্য একই রকম। এই হিসাবে "বর্ত্তমান রাষ্ট্রের" কথা বলা যায়—যে ভবিষ্যৎ সময়ে এর বর্ত্তমান মূল অর্থাৎ মূলধনী সমাজ মরে যাবে তার সঙ্গে বিপরীত তুলনা ক'রেই এর কথা বলা চলে।

"প্রশ্নটা তাহ'লে এইরকম দাঁড়াচ্ছে: কমিউনিষ্ট সমাজে গভর্মেণ্টের ধরণগুলোকে কি কি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে? অন্য কথায়, রাষ্ট্রের বর্ত্তমান কার্য্যাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলক ভাবে তখন কি কি কায

থাকবে ? খালি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় 'রাষ্ট্র' কথাটার সঙ্গে 'জন' কথাটা যতবারই যুক্ত করা যাকনা কেন, তাতে এই প্রশ্ন সমাধানের এতটুকু সাহায্যও হবেনা।..."

"জন- রাষ্ট্র" সম্বন্ধে সমস্ত বক্তৃতাকে এইরকম ভাবে উপহাস ক'রে তারপরে মার্ক্স প্রশ্নটাকে বিধিবদ্ধ ক'রেছেন এবং আমাদের যেন এই ব'লে সাবধান ক'রে দিয়েছেন যে প্রশ্নটার বৈজ্ঞানিক উত্তর দেওয়ার জন্যে আমরা খালি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপরই নির্ভর ক'রতে পারি।

বিবর্ত্তনের সমস্ত মতবাদ থেকে, সমস্ত বিজ্ঞান থেকে যে সত্য সম্পূর্ণ সঠিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এবং যে সত্য কল্পনা-বিলাসীরা ভুলে গিয়েছিল ও সাম্যবাদী বিপ্লবের ভয়ে ত্রস্ত বর্ত্তমান সুবিধাবাদীরাও যা ভুলে গিয়েছে,- সে সত্যটা হ'চ্ছে এই: ঐতিহাসিকভাবে, ধনবাদ থেকে কমিউনিজ্‌মের মধ্যে **পরিবর্ত্তনের** (transition) একটা বিশেষ অবস্থা বা যুগ নিশ্চয়ই থাকবে।

২। ধনবাদ থেকে কমিউনিজ্‌মে পরিবর্ত্তন।

"মূলধনী ও কমিউনিষ্ট সমাজের মধ্যে প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টাতে বিপ্লবী পরিবর্ত্তনের একটা কাল-ব্যবধান আছে। এই সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের একটা স্তরের মিল আছে এবং এই সময়ের জন্যে রাষ্ট্রটা **সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী একাধিপত্য** ছাড়া আর কিছু হ'তে পারেনা।"

আধুনিক মূলধনী সমাজে সর্ব্বহারাদের ভূমিকা, এই সমাজ-বিকাশের তথ্যাসমূহ এবং সর্ব্বহারা ও মূলধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধ স্বার্থের অসামঞ্জস্য—এই সব বিশ্লেষণের ওপরই মার্ক্স উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়েছেন।

আরও আগে প্রশ্নটাকে এইরকম ভাবে রাখা হ'য়েছিল: মুক্তি সাধন করবার জন্যে সর্ব্বহারাদের মূলধনীশ্রেণীকে বিনাশ ক'রতে হবে, রাজনৈতিক

ক্ষমতা দখল ক'রতে হবে এবং আপন বিপ্লবী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে হবে। এখন প্রশ্নটাকে একটু অন্যরকমে রাখা হচ্ছে: যে মূলধনী সমাজ কমিউনিজ্‌মের দিকে প্রসারিত হ'চ্ছে তার কমিউনিষ্ট সমাজে পরিবর্ত্তিত হওয়া, "রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের' একটা কাল-ব্যবধান ছাড়া অসম্ভব; এবং এই সময়ের জন্যে রাষ্ট্রটা শুধু সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী একাধিপত্যই হ'তে পারে।

তাহ'লে গণতন্ত্রের সঙ্গে এই একাধিপত্যের সম্বন্ধটা কি?

আমরা দেখেছি যে 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে' এই দুটো ধারণাকে শুধু পাশাপাশি রাখা হ'য়েছে: "সর্ব্বহারাদের শাসক-শ্রেণীতে পরিণত হওয়া" এবং "গণ-তন্ত্র অধিকার"। ওপরে যা সমস্ত বলা হ'য়েছে তার ভিত্তিতে আরও ভাল রকমে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া যায় যে ধনবাদ থেকে কমিউনিজ্‌মে পরিবর্ত্তনে গণ-তন্ত্র কেমন ভাবে বদলায়।

মূলধনী সমাজে, তার বিকাশের সবচেয়ে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে, গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্ররূপে আমরা অল্পবিস্তর পরিপূর্ণ গণ-তন্ত্র পাচ্ছি। কিন্তু এই গণ-তন্ত্র সব সময়েই মূলধনী শোষণের সঙ্কীর্ণ কাঠামোয় বদ্ধ থাকে এবং কাযেই প্রকৃতপক্ষে শুধু অল্পসংখ্যার কাছেই, শুধু সম্পত্তিশালী শ্রেণীর কাছেই, শুধু ধনীদের কাছেই এটা গণ-তন্ত্র। প্রাচীন গ্রীক জন-তন্ত্রে যে রকম স্বাধীনতা ছিল, অর্থাৎ স্বাধীনতা শুধু দাস-প্রভুদের জন্যেই, মূলধনী সমাজেও স্বাধীনতা অল্পবিস্তর পরিমাণে সেইরকমই থাকে। বর্ত্তমান মজুরী-দাসরা (wage slaves) মূলধনী শোষণের আবহাওয়ার গুণে অভাব ও দারিদ্র্য দ্বারা এত বেশী নিপীড়িত থাকে যে তারা "গণ-তন্ত্র নিয়ে সময় নষ্ট ক'রতে পারেনা", "রাজনীতি চর্চ্চা করবার তারা অবসর পায়না"; সেই জন্যে সাধারণ শান্তিপূর্ণ ঘটনাস্রোতে জন-সংখ্যার অধিকাংশই সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়।

এই বর্ণনার যাথার্থ্য বোধহয় জার্মাণীই সবচেয়ে পরিষ্কাররূপে প্রমাণ

ক'রছে—তার একমাত্র কারণ যে এই রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক বৈধতা (constitutional legality) অনেকদিন ধ'রে, প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী ধ'রে (১৮৭১—১৯১৪) সুস্থির হ'য়ে আছে ; এবং ঐ সময়ের মধ্যে অন্য সব দেশের চাইতে এই দেশে সোশ্যাল ডেমোক্রাসি "বৈধতা" কথাটার অনেক বেশী ব্যবহার ক'রতে পেরেছে। তাতে তারা অন্য সব দেশের চাইতে অনেক বেশী মজুরকে একটা রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে সংঘবদ্ধ ক'রতে পেরেছে।

এতকাল মূলধনী সমাজে যত দেখা গিয়েছে তার মধ্যে এই যে সর্ব্বোচ্চ-সংখ্যক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও কর্ম্মতৎপর মজুরী দাস, এরা তাহলে কি ? দেড় কোটী মাইনা-জীবীর মধ্যে পনের লক্ষ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মেম্বার ! দেড় কোটীর মধ্যে ত্রিশ লক্ষ ব্যবসায়িক ভাবে সংঘবদ্ধ।

তুচ্ছ অল্পাংশের জন্যে গণ-তন্ত্র, ধনীদের জন্যে গণতন্ত্র—এই হ'ল মূলধনী সমাজের গণ-তন্ত্র। মূলধনী গণ তন্ত্রের যন্ত্রটা ভাল করে পরীক্ষা ক'রলে দেখা যাবে যে ভোটাধিকারের তথাকথিত "সামান্য" খুঁটিনাটিতে (বাসিন্দা হওয়া চাই, মেয়েদের বাদ দেওয়া ইত্যাদি), প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কায়দাকানুনে, মিটিং করার অধিকারে প্রকৃত প্রতিবন্ধকতায় (সাধারণ বক্তৃতার হলগুলো [public buildings] "গরীবদের" জন্যে নয়), দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ মূলধনী সংগঠনে,—প্রভৃতি চারিদিকে প্রত্যেক জায়গায় গণ-তন্ত্রের ওপরে বাধার পর বাধা। দরিদ্রদের প্রতি এইসব সঙ্কোচ, ব্যতিক্রম, নিষেধ ও বাধা এ সবই সামান্য ব'লে বোধ হয়—যারা নিজে কখনও অভাবের পীড়ন অনুভব করেনি, নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে তাদের কঠিন জীবনে কখনও নিকট সংস্পর্শে বাস করেনি, বিশেষ ক'রে তাদের কাছে এগুলো সামান্য ব'লে বোধ হয় ! এবং বুর্জোয়া রাজনীতিক ও রাজনীতিক লেখকদের দশজনের মধ্যে ন' জনই, এমন কি একশ' জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই এই শ্রেণীর লোক ! মার্ক্স যখন কমিউনের

অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে নিপীড়িত শ্রেণী কয়েক বছর অন্তর একবার ক'রে ঠিক ক'রতে পায় যে উৎপীড়কশ্রেণীর কোন্ বিশেষ প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে গিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব ও নিষ্পেষণ ক'রবে— তখন তিনি মূলধনী গণ-তন্ত্রের **সারমর্ম্মটা** অতি সুন্দররূপে ধ'রতে পেরেছিলেন!

অবশ্যম্ভাবীরূপে সঙ্কীর্ণ এই যে মূলধনী গণ-তন্ত্র যা চুপে চুপে দরিদ্রদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে (এবং সেইজন্যে মর্ম্মে মর্ম্মে এটা ভণ্ড ও বিশ্বাস-ঘাতক) —এর থেকে "বৃহৎ ও বৃহত্তর গণ-তন্ত্রে" ক্রমোন্নতি অতি সরল, মসৃণ ও সোজা পথ ধ'রে চলেনা। অথচ উদারনীতিক অধ্যাপক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সুবিধাবাদীরা এইটাই আমাদের বিশ্বাস করাবেন। না, ক্রমোন্নতি-জনক বিকাশ, অর্থাৎ কমিউনিজমের দিকে বিকাশ সর্ব্বহারা-একাধিপত্যের মধ্যে দিয়ে চলে; এবং এ ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারেনা, কারণ শোষণ-কারী মূলধনীদের **বাধা চূর্ণ ক'রবার** মত আর কেউই নেই এবং আর কোন উপায়ই নেই।

আর সর্ব্বহারাদের একাধিপত্য—অর্থাৎ অত্যাচারীদের চূর্ণ ক'রবার জন্যে নিপীড়িতদের অগ্রণীদলের শাসক শ্রেণীরূপে সংগঠন—শুধু গণ-তন্ত্রের বিস্তৃতি সাধন ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে পারেনা। গণ-তন্ত্রকে বহু বিস্তীর্ণ ক'রে দেওয়ার **সঙ্গে সঙ্গে** ও তাকে দরিদ্রের গণ-তন্ত্রে, জন-গণের গণ-তন্ত্রে (ধনীদের নয়) পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বহারা-একাধিপত্য অত্যাচারী, শোষক ও মূলধনীদের স্বাধীনতা পরের পর অনেকখানি সঙ্কোচ ক'রে যাবে। মনুষ্যত্বকে মজুরীর দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রবার জন্যে তাদের চূর্ণ ক'রতেই হবে; বল দিয়েই তাদের বাধা আমরা ভাঙব। এটা সোজাকথা যে যেখানে দমন আছে সেখানে চণ্ডতা আসবেই,—এবং সেখানে স্বাধীনতা বা গণ-তন্ত্র থাকতে পারে না।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে এঙ্গেল্‌স্ এই কথাটাই অতি সুন্দর-

রূপে ব্যক্ত ক'রেছিলেন যখন তিনি বেবেলকে লিখেছিলেন—"স্বাধীনতার অনুরোধে নয়, তাদের বিরোধীদের চূর্ণ ক'রবার জন্যেই সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজন; এবং লোকে যখন স্বাধীনতার কথা ব'লতে পারবে তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্বও শেষ হ'য়ে যাবে।"

জাতির বিরাট অধিকাংশ সংখ্যার জন্যে গণ-তন্ত্র স্থাপন এবং জাতির শোষক ও পীড়কদের সবলে দমন করা, অর্থাৎ তাদের গণ-তন্ত্র থেকে বাদ দেওয়া; ধনবাদ থেকে কমিউনিজ্‌মে **পরিবর্ত্তনের** সময় গণ-তন্ত্রের এই রকম সংশোধনই আমরা দেখতে পাব।

শুধু কমিউনিষ্ট সমাজে, যখন মূলধন'দের বাধা শেষবারের মত ভেঙ্গে দেওয়া হ'য়েছে, যখন আর শ্রেণী নেই (অর্থাৎ যখন সমাজের সভ্যদের মধ্যে তাদের সামাজিক উৎপাদন যন্ত্র সম্বন্ধে কোন বৈষম্য নেই), **শুধু তখনই** "রাষ্ট্র অদৃশ্য হয় **এবং লোকে স্বাধীনতার কথা ব'লতে পারে।**" শুধু তখনই ব্যতিক্রম-বিহীন সম্পূর্ণ গণ-তন্ত্র সম্ভব ও তখনই তা পাওয়া যাবে। এবং শুধু তখনই গণ-তন্ত্র নিজে শুকিয়ে যেতে আরম্ভ ক'রবে। তার সোজা কারণ এই: মূলধনী দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে, মূলধনী শোষণের অসংখ্য বিভীষিকা, বর্ব্বরতা, অসম্ভবতা ও জঘন্যতা থেকে মুক্ত হ'য়ে লোকে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক নিয়মগুলো মানতে **অভ্যস্ত হবে**—যা যুগ যুগ ধ'রে জানা আছে এবং হাজার হাজার বছর ধ'রে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশে যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হ'য়ে এসেছে। বল, অধিকার সঙ্কোচ ও দমন ব্যতিরেকেই, রাষ্ট্র নামে অভিহিত বাধ্য করণের **বিশেষ-যন্ত্র** ব্যতিরেকেই তারা এই নিয়মগুলো মানতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়বে।

"রাষ্ট্র শুকিয়ে মরে যায়" কথাটা অতি সুনির্ব্বাচিত; কারণ এতে ব্যাপারটার ধীর ও স্বাভাবিক (gradual and elemental) ভাব প্রকাশ পায়। এরকম ফল শুধু অভ্যাস থেকেই হ'তে পারে এবং নিশ্চয়

হবেই। কারণ আমরা আমাদের চারিপাশে লক্ষ লক্ষ বার দেখতে পাই যে যদি শোষণ না থাকে, যদি এমন কিছু না থাকে যাতে রাগ হয়, যাতে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ক'রতে হয় ও যাকে দমন ক'রতে হয়—তাহ'লে লোকে মিলিত জীবনের প্রয়োজনীয় নিয়মগুলো মানতে কেমন অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

সুতরাং মূলধনী সমাজে আমরা এমন এক গণ-তন্ত্র পেয়েছি যা সঙ্কীর্ণ, জঘন্য ও মিথ্যা; যে গণ-তন্ত্র খালি ধনীদের জন্যে, অল্পাংশের জন্যে। সর্ব্বহারা একাধিপত্য বা কমিউনিজ্‌মে পরিবর্ত্তনের ব্যবধান-সময়, সব প্রথম জন-সাধারণের জন্যে, অধিকাংশের জন্যে গণ-তন্ত্র প্রবর্ত্তন ক'রবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শোষক-গঠিত অল্পাংশকে প্রয়োজন মত দমন ক'রবে। শুধু কমিউনিজ্‌মই প্রকৃত পূর্ণ গণ-তন্ত্র দিতে পারে এবং এটা যত পূর্ণতর হবে তত শীঘ্রই এটা অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়বে ও আপনা থেকেই শুকিয়ে মরে যাবে। অন্য কথায়, রাষ্ট্র কথাটার ঠিক মানে ধ'রতে গেলে ধনবাদের মধ্যেই রাষ্ট্র আছে: অর্থাৎ এক শ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীকে দমন ক'রবার জন্যে, অল্পাংশ কর্ত্তৃক অধিকাংশকে পীড়ন ক'রবার জন্যে একটা বিশেষ যন্ত্র আছে। অল্পসংখ্যক শোষণকারী কর্ত্তৃক অধিকসংখ্যক শোষিতদের নিয়মিত ভাবে দমন করা—এই রকম একটা গুরুতর কাম ঠিক ভাবে সম্পন্ন ক'রবার জন্য স্বভাবতঃই দমনে অত্যন্ত হিংস্রতা ও বর্ব্বরতা দেখাতে হবে। এর জন্যে রক্তের সমুদ্র বহাতে হবে ও তার ভিতর দিয়ে দাস, সার্ফ ও শ্রমজীবী অবস্থার মধ্যে মনুষ্যত্বকে পথ দেখে চ'লতে হবে।

আবার, ধনবাদ থেকে কমিউনিজ্‌মে **পরিবর্ত্তনের** সময়ে, **তখনও,** দমননীতির দরকার থাকবে; কিন্তু তখন সেটা হবে অধিকাংশ শোষিত কর্ত্তৃক অল্পসংখ্যক শোষণ-কারীদের দমন। দমনের জন্যে একটা বিশেষ যন্ত্র, একটা বিশেষ কল, অর্থাৎ "রাষ্ট্র" প্রয়োজন—কিন্তু সেটা তখন পরিবর্ত্তনশীল রাষ্ট্র,—রাষ্ট্র কথাটার সাধারণ মানে ধ'রতে গেলে সেটা আর

রাষ্ট্র নয়। যে অধিকাংশ লোক **কালকেও** মজুরী-দাস ছিল, তাদের দ্বারা অল্পসংখ্যক শোষণকারীকে দমন এত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক যে তাতে দাস, সার্ফ বা দিন-মজুরদের বিদ্রোহের চেয়ে অনেক কম রক্তপাত হবে এবং তাতে মানবজাতির ক্ষতিও অনেক কম হবে। এবং জাতির এরকম বিরাট অধিকাংশের ওপর গণ-তন্ত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে এর এত বেশী সঙ্গতি আছে যে **দমনের** জন্যে কোন **বিশেষ কলকব্জার** প্রয়োজন ক্রমেই কমে আসবে। শোষণকারীরা অবশ্য দমনের একটা জটিল যন্ত্র বিনা জনসাধারণকে দমন ক'রতে পারেনা ; কিন্তু **জনসাধারণ** একটা খুব সাদাসিধা "যন্ত্র" দিয়েই—এমন কি প্রায় কোন "যন্ত্র" বা বিশেষ কলকব্জা না দিয়েই—শোষণকারীদের দমন ক'রতে পারে। সে উপায়টা হ'ল সোজাসুজি **সশস্ত্র জনসাধারণের সংগঠন** (যেমন মজুর ও সৈন্যদের প্রতিনিধি সভা [Councils of Workers and Soldiers Deputies] একথা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রতে পারি)।

শুধু কমিউনিজ্‌মের সময়েই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়বে, কারণ তখন দমন ক'রবার মত **কেউ** থাকবে **না** ; একটা **শ্রেণী** হিসাবে, জনসংখ্যার একটা **নির্দিষ্ট** অংশের সঙ্গে নিয়মিত সংগ্রাম হিসাবে "কেউ" থাকবে "না"। আমরা কাল্পনিক আদর্শবাদী নই যে **ব্যক্তিগত লোক** কর্তৃক অমিতাচার অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ও অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার ক'রবনা বা সে রকম অমিতাচার দমনের প্রয়োজন স্বীকার ক'রবনা। কিন্তু প্রথমতঃ, এর জন্যে দমনের কোন বিশেষ কলকব্জা বা বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন নেই। আজকার সমাজে পর্য্যন্ত যে কোন সভ্য লোক-সমষ্টি যেমন সহজে ও স্বেচ্ছায় দু'জন দ্বন্দ্বপরায়ণ লোককে ছাড়িয়ে দেয় বা কোন স্ত্রীলোককে ধর্ষিত হ'তে দেয়না তেমনই সহজে তখন সশস্ত্র জাতি নিজেই উপরোক্ত দমন সাধন ক'রবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি যে, যে সব অমিতাচারের ফলে সামাজিক নিয়মকানুন ভগ্ন হয় তার মূলীভূত সামাজিক

কারণ হ'ল জন-গণের শোষণ, তাদের অভাব ও তাদের দারিদ্র্য। এই প্রধান কারণ দূর হ'লেই, অমিতাচারও "শুকিয়ে ঝরে যেতে" লাগবে। কত শীঘ্র ও কি কি স্তরের মধ্যে দিয়ে ঝরে যাবে তা আমরা জানি না, তবে এটুকু জানি যে সেগুলো শুকিয়ে ঝরে যেতে থাকবে। সেগুলো শুকিয়ে ঝরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও শুকিয়ে মরে যাবে। এই ভবিষ্যৎ যুগের সম্বন্ধে **এখন** যা বলা যাচ্ছে, আদর্শবাদের মধ্যে ঝাঁপ না দিয়ে মার্ক্স আরও বিস্তৃতভাবে সেটা ব'লেছিলেন। সেটা হ'চ্ছে : কমিউনিষ্ট সমাজের নীচু ও উচু স্তরের মধ্যে তফাৎটা।

৩। কমিউনিষ্ট সমাজের প্রথম স্তর।

সাম্যবাদের সময় মজুররা তাদের শ্রমের "অপ্রশমিত" (undiminished) বা "সম্পূর্ণ ফসল" পাবে,—লাসালের এই যে ধারণা এটাকে মার্ক্স্ তাঁর "গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনায়" বিস্তারিতরূপে খণ্ডন ক'রেছেন। মার্ক্স দেখাচ্ছেন যে ব্যবসা বিস্তার ক'রবার জন্যে, "ক্ষয়প্রাপ্ত" যন্ত্রপাতি বদলাবার জন্যে ও এই রকম নানা কাযের জন্যে সমাজের সমস্ত সামাজিক শ্রম থেকে একটা সংরক্ষিত তহবিল (reserve fund) কেটে নিতে হবে ; তাছাড়া, পরিচালনার খরচের জন্য, স্কুল, হাসপাতাল, আতুরাশ্রম ইত্যাদির জন্যেও মিলিত উৎপন্ন থেকে একটা তহবিল কেটে রাখতে হবে।

"শ্রমিকের জন্যে তার শ্রমের পরিপূর্ণ ফসল"—লাসালের এই অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও মোটা কথার বদলে সাম্যবাদী সমাজ ঠিক কি উপায়ে আপনার কার্য্যনির্ব্বাহ ক'রবে সে সম্বন্ধে মার্ক্স প্রশান্তভাবে একটা হিসাব দিয়েছেন। যে সমাজে কোন ধনবাদ থাকবে না সেখানকার জীবনাবস্থার স্থূল বিশ্লেষণ মার্ক্স তুলে নিয়েছেন এবং বলছেন, "এখানে (পার্টির প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ ক'রে) এমন কোন কমিউনিষ্ট সমাজের আলোচনা করছিনে যা আপন

ভিত্তিতে বিকশিত হ'য়েছে ; যে সমাজ সম্প্রতি মূলধনী সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং তার ফলে যার অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানসিক সমস্ত বিষয়েই তার গর্ভধারিণী সমাজের ছাপ তখনও লেগে র'য়েছে, সেই সমাজ নিয়েই আমরা কথা বলছি।" এবং এই কমিউনিষ্ট সমাজ, যা ধনবাদের জঠর থেকে সম্প্রতি ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে এবং যার গায়ে সব বিষয়েই পুরানো সমাজের ছাপ লেগে র'য়েছে—একেই কমিউনিষ্ট সমাজের প্রথম বা নীচু স্তর ব'লে মার্ক্স অভিহিত ক'রছেন।

উৎপাদনের উপায়গুলো আর এখন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সেগুলো সমস্ত সমাজের অধিকারে। সমাজভুক্ত প্রত্যেকেই সামাজিক-ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের কোন অংশ সম্পন্ন করার পর সমাজ থেকে একটা সার্টিফিকেট পায় যে, সে এই রকম এই রকম পরিমাণ শ্রম ক'রেছে। এই সার্টিফিকেট অনুসারে সে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সাধারণ ভাণ্ডার থেকে অনুরূপ পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য পায়। যেখানি শ্রম সাধারণ তহবিলে জমা হয় সেখানি কেটে নেওয়ার পর প্রত্যেক মজুরই সমাজকে সে যতখানি দিয়েছে ততখানিই ফিরে পায়।

চারদিকে যেন "সাম্যের" একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু এই রকম সামাজিক শৃঙ্খলা (সাধারণতঃ এটাকে "সোশ্যালিজ্‌ম্" [সাম্যবাদ] বলা হয়, কিন্তু মার্ক্স একে কমিউনিজ্‌মের প্রথম স্তর ব'লেছেন) স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে লাসাল যখন এর সম্বন্ধে "ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের" কথা ব'ল্লেন এবং আরও ব'ল্লেন যে এটা "শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের সমান ভাগে প্রত্যেকের সমান অধিকার" তখন তাঁর ভুল হ'ল। মার্ক্স সেই ভুলটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

[মার্ক্স লিখছেন] "আমরা বাস্তবিকই এখানে সমান অধিকার পাচ্ছি। কিন্তু তবুও এটা 'বুর্জোয়া অধিকার', যা অন্য সমস্ত অধিকারের মত **অসাম্যের কথা আগে থাকতেই ধ'রে নেয়।** সমস্ত 'অধিকার'ই হ'চ্ছে **বিভিন্ন** লোকের প্রতি **একই** উপায়ের প্রয়োগ—যে সমস্ত লোক,

বস্তুতঃ, একরকম নয় বা পরস্পরের সঙ্গে সমান নয়। সুতরাং 'সমান অধিকার'টা আসলে সাম্যের লঙ্ঘন, অবিচার। কাযতঃ প্রত্যেক লোকেই সমান সামাজিক শ্রম করায় সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যের সমান অংশ পায় (পূর্ব্বকথিত অংশ বাদ দিয়ে নেওয়ার পর)। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন লোক পরস্পরের সঙ্গে সমান নয়। একজন সবল, আর একজন দুর্ব্বল; একজন বিবাহিত, অন্যজন নয়। একজনের বেশী ছেলেপিলে আছে, আর একজনের কম আছে—ইত্যাদি।

[মার্ক্স সিদ্ধান্ত ক'রছেন] "সমান পরিশ্রম ক'রে এবং তার ফলে সাধারণ ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমান ভাগ পেয়ে প্রকৃতপক্ষে একজন হয়ত' আরেকজনের চাইতে বেশী পাবে এবং বেশী ধনী হয়ে পড়বে—ইত্যাদি। এ সমস্ত দূর ক'রবার জন্যে "অধিকারগুলো" সমান হওয়ার বদলে অসমান হওয়া উচিত।"

সুতরাং কমিউনিজ্মের প্রথম স্তর তখনও ন্যায় ও সাম্য আনতে পারবে না; ধনে বিভাগ ও অন্যায় বিভাগ তখনও থাকবে। কিন্তু ব্যষ্টি কর্ত্তৃক সমষ্টির ওপর **শোষণ** অসম্ভব হ'য়ে পড়বে কারণ **উৎপাদনের উপায়গুলো**, কারখানা, যন্ত্রপাতি, জমি ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে দখল করবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। **সাধারণ ভাবে** "সাম্য" ও "ন্যায় বিচার" সম্বন্ধে লাসালের তুচ্ছ, বুর্জোয়াধরণের গোলমেলে ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই মার্ক্স কমিউনিষ্ট সমাজের **বিকাশের ধারা** দেখিয়ে দিচ্ছেন;—উৎপাদনের উপায়গুলো যে ব্যক্তিগত লোকের হাতে র'য়েছে **শুধু** এই "অবিচার"ই তাকে প্রথম ভাঙ্গতে হবে। "সম্পন্ন শ্রম" হিসাবে (প্রয়োজন হিসাবে নয়) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টনে যে অবিচার হ'চ্ছে সেটা সে তখুনি ভাঙ্গতে **পারবে না**।

বুর্জোয়া অধ্যাপক প্রমুখ অতি বাজে অর্থনীতিবিদরা (যেমন "আমাদের" টুগান বারানোভ্স্কি) কমিউনিষ্টদের অনবরত এই ব'লে ভৎ'সনা করেন

যে তারা মানুষজাতির অসমতা ভুলে যায় এবং এই সব অসমতা ধ্বংস ক'রবার "স্বপ্ন দেখে"। বেশ দেখা যাচ্ছে যে এরকম ভৎ'সনা বুর্জোয়া ভাববাদীদের দারুণ অজ্ঞতাই প্রকাশ ক'রছে।

মার্ক্‌স্ যে শুধু অতি যত্নসহকারে মানুষের অবশ্যম্ভাবী অসমতার কথা হিসাবে ধ'রেছিলেন তাই নয়,—উৎপাদনের উপায়গুলোকে সমস্ত সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ক'রে ফেল্লেই (যাকে "সোশ্যালিজ্‌ম্" কথাটা দিয়েই সাধারণতঃ ব্যক্ত করা হয়) "বুর্জোয়া বিচারের" অসমতা ও বণ্টনের ত্রুটি-গুলো **দূর হয়ে যাবে না,** "সম্পন্ন শ্রমের" পরিমাণ অনুসারে যতদিন উৎপন্ন দ্রব্য বিভক্ত হবে ততদিন সেগুলো থাকবে। একথাও মার্ক্স স্বীকার ক'রেছিলেন

[মার্ক্‌স্ আরও ব'লছেন] "কিন্তু মূলধনী সমাজ থেকে দীর্ঘ প্রসব যন্ত্রণার পর যে রূপে কমিউনিষ্ট সমাজ ভূমিষ্ঠ হয়—অর্থাৎ তার প্রথম স্তরে, এই সমস্ত ত্রুটি অনিবার্য। অর্থনীতিক বিকাশের স্তরকে ছাপিয়ে এবং তার ওপর নির্ভরশীল সামাজিক উৎকর্ষ বিকাশের আগে আগে ন্যায় বিচার কখনই আসতে পারে না।

সুতরাং কমিউনিষ্ট সমাজের প্রথম স্তরে (সাধারণতঃ সাম্যবাদ নামে অভিহিত) "বুর্জোয়া বিচার সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় **না**; তৎকালীন অর্থ-নীতিক পরিবর্ত্তনের হিসাবে অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় সমূহের হিসাবে এর একটা অংশ মাত্র লোপ পায়।" "বুর্জোয়া আইন" সেগুলোকে (উৎপাদনের উপায়গুলোকে—অনুবাদক) আলাদা আলাদা লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে স্বীকার করে। সাম্যবাদ সেগুলোকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিবর্ত্তিত করে এবং শুধু সেই পরিমাণেই "বুর্জোয়া আইন" লোপ পায়। কিন্তু শ্রম বিভাগ ক'রে দেওয়া এবং সমাজভুক্তদের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন ক'রে দেওয়া হিসাবে যে নিয়ামক বা মীমাংসকের কার্য এর আরেকটা অংশ, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বুর্জোয়া আইন বেঁচেই থাকে।

"যে কায করে না সে খেতেও পাবে না" এই সাম্যবাদী নীতি তখন কৃত হ'য়ে গিয়েছে। "সমান পরিমাণ শ্রমের জন্যে সমান পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য দিতে হবে" এই সাম্যবাদী নীতিও তখন স্বীকৃত হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু তাহ'লেও এটা তখনও কমিউনিজ্‌ম্ নয়। যে "বুর্জোয়া আইন" অসমান লোকের প্রতি (প্রকৃতপক্ষে) অসমান কাযের জন্যে সমান পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে থাকে—সেই আইন এর দ্বারা বিলুপ্ত হয় না।

মার্কস্ বলছেন যে এটা একটা "ত্রুটী", কিন্তু কমিউনিজ্‌মের প্রথম স্তরে এটা অনিবার্য্য। কারণ অলস কল্পনা-বিলাস ছাড়া কিছুতেই ধারণা করা যায়না যে ধনবাদ উচ্ছেদ করার পর **কোন আইন দ্বারা নিয়মিত না হ'য়েই** লোকে তখুনি সমাজের জন্যে কায ক'রতে শিখবে ; বস্তুতঃ, ধনবাদের উচ্ছেদ **তখনই** এরকম পরিবর্ত্তনের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেনা।

এবং তখন পর্য্যন্ত "বুর্জোয়া আইনের" মাপকাঠি ছাড়া আর কোন মাপকাঠিই নেই। সেজন্যে তখনও এরকম ধরণের একটা রাষ্ট্র দরকার যা উৎপাদনের উপায়সমূহের সাধারণ অধিকার রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের সমতা ও উৎপন্ন দ্রব্য বন্টনে সমতা রক্ষা ক'রবে। তখন আর কোন মূলধনী নেই, কোন শ্রেণী বিভাগ নেই, ও কাযেই দমনোপযোগী কোন **শ্রেণী** নেই—এই হিসাবে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে "বুর্জোয়া আইন" অসমতাকে প্রশ্রয় দেয়, সেই আইনের আশ্রয় তখনও র'য়েছে ব'লে রাষ্ট্র তখনও একেবারে মরে যায়নি। রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপের জন্যে পূর্ণ কমিউনিজ্‌ম প্রয়োজন।

৪। কমিউনিষ্ট সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর।

মার্ক্স তারপরে লিখছেন : "কমিউনিষ্ট সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে মানুষ শ্রম-বিভাগের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পর, যখন এর সঙ্গে সঙ্গে মানসিক

ও দৈহিক শ্রমের বিরুদ্ধতা অদৃশ্য হ'য়ে যাবে ; যখন একটা উপায়মাত্র না হ'য়ে জীবনের প্রথম প্রয়োজনসমূহের অন্যতম হ'য়ে পড়বে ; যখন ব্যক্তির সর্ব্বতোমুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনা শক্তি-গুলোও (productive forces) সুপরিণত হ'য়ে উঠবে এবং সামাজিক ধনের সমস্ত শক্তি অবিরুদ্ধ ধারা চালতে থাকবে—শুধু তখনই বুর্জোয়া আইনের সঙ্কীর্ণ দিগ্-বলয় সম্পূর্ণরূপে পার হ'য়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং শুধু তখনই সমাজ আপনার পতাকার ওপর এই কথা খোদিত ক'রতে সমর্থ হবে : 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুসারে নাও ; প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে দাও'।"

এঙ্গেল্স্ যখন "স্বাধীনতা" ও "রাষ্ট্র" কথা দুটো যুক্ত করার মূঢ়তাকে নির্ম্মম উপহাস ক'রেছিলেন, তাঁর তখনকার সেই উক্তির পূর্ণ যৌক্তিকতা আমরা শুধু এখনই উপলব্ধি ক'রতে পারি। যতদিন রাষ্ট্র আছে ততদিন কোন স্বাধীনতাই হ'তে পারেনা। যখন স্বাধীনতা পাওয়া যাবে তখন রাষ্ট্র থাকতে পারেনা।

যখন মানসিক ও দৈহিক শ্রমের তফাৎ উঠে যাবে এবং কাযে কাযেই যখন আধুনিক **সামাজিক** অসাম্যের একটা প্রধান উৎস (যে উৎস আবার এখনি শুধু উৎপাদনের উপায়সমূহ সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত ক'রে বা মূলধনীদের অধিকারচ্যুত ক'রে বন্ধ করা সম্ভবপর নয়) বন্ধ হ'য়ে যাবে,—কমিউনিজ্‌ম্ বিকাশের এই যে উচ্চ স্তর, এইটাই হ'ল রাষ্ট্র সম্পূর্ণ-রূপে শুকিয়ে মরে যাওয়ার অর্থনীতিক ভিত্তি।

মূলধনীদের অধিকারচ্যুতি উৎপাদনা শক্তিসমূহ বিকশিত করার বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। এবং কিরকম অবিশ্বাস্যরূপে, এখনই ধনবাদ এই বিকাশকে বাধা দিচ্ছে, আধুনিক শিল্পকৌশল যে স্তরে এসে উপস্থিত হ'য়েছে সেইখান থেকেই কি রকম উন্নতি করা যেত—এই সব দেখে আমাদের দৃঢ়রূপে ব'লবার অধিকার আছে যে মূলধনীদের অধিকারচ্যুতির

ফলে অনিবার্য্যরূপে মানুষ-সমাজের উৎপাদন-শক্তিসমূহ বিরাটভাবে বিকশিত হবে। কিন্তু এই বিকাশ কত দ্রুত চ'লবে, শ্রম-বিভাগ থেকে আলাদা হ'য়ে পড়বার জায়গায় এ কত শীঘ্র উপনীত হবে, মানসিক ও দৈহিক শ্রমের বিরোধিতা ধ্বংস করা ও শ্রমকে "জীবনের প্রথম প্রয়োজনে" পরিণত করা কত শীঘ্র সম্পন্ন হবে—তা আমরা জানিনা ও জানতে পারিনা।

সুতরাং আমাদের পক্ষে শুধু রাষ্ট্রের অনিবার্য্যরূপে শুকিয়ে মরার কথা বলাই ঠিক এবং এই মরণটার দীর্ঘস্থায়ী রূপ ও কমিউনিজ্‌মের **উচ্চতর স্তরের** বিকাশের দ্রুততার ওপর এর নির্ভর—এই দুটোর ওপর আমরা জোর দিতে পারি; সময়ের পরিমাণ বা এই শুকিয়ে মরার স্থূল রূপগুলোর কথা আমাদের অমীমাংসিত প্রশ্নরূপেই সামনে রেখে দিতে হবে, কারণ এরকম প্রশ্ন সমাধানের উপাদান আমাদের হাতে নেই।

"প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুসারে নাও; প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে দাও"—এই সূত্রে যখন সমাজ সিদ্ধিলাভ ক'রতে পারবে, অর্থাৎ যখন লোকে সামাজিক জীবনের মূল নীতিসমূহ মানতে অভ্যস্ত হবে এবং তাদের শ্রম এত উৎপাদনক্ষম হবে যে তারা স্বেচ্ছায় **তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী** পরিশ্রম ক'রবে,—তখনই রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে মরে যেতে পারবে। "বুর্জোয়া আইনের যে সঙ্কীর্ণ দিঙ্‌-মণ্ডল" মানুষকে শাইলকের মত নির্দয়ভাবে হিসাব ক'রতে বাধ্য করে যে সে আর একজনের চাইতে আধ ঘণ্টা বেশী খেটেছে কিনা, আর একজনের চেয়ে সে কম মজুরি পাচ্ছে কিনা,—এই সঙ্কীর্ণ দিঙ্‌-মণ্ডল তখন পিছনে ফেলে যাওয়া যাবে। সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে কি পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য দিতে হবে সে সম্বন্ধে সমাজকে তখন আর কোনও সঠিক হিসাব ক'রতে হবেনা; প্রত্যেকেই অবাধে "তার প্রয়োজন অনুসারে" নেবে।

মূলধনী দৃষ্টিতে এরকম সমাজ ব্যবস্থাকে "খাটি কল্পনার স্বর্গ" বলা খুবই

সহজ। এবং ব্যক্তিগত নাগরিকদের শ্রমের কোনও কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকেই প্রত্যেক লোকের সমাজ থেকে যত খুশী ব্যাঙের ছাতা * (truffles), মোটর গাড়ী, পিয়ানো ইত্যাদি পাবার অধিকার হবে—সাম্যবাদীরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে ব'লে তাদের প্রতি নাক সিঁটকানও খুব সহজ। এখনও অধিকাংশ বুর্জোয়া "পণ্ডিত" এই রকম নাক সিঁটকিয়ে থাকেন, কিন্তু তাতে শুধু তাঁদের অজ্ঞতা ও ধনবাদ সমর্থনে তাদের স্বার্থই প্রকাশ পায়। অজ্ঞতা—কারণ, কমিউনিজ্‌মের সর্ব্বোচ্চ স্তর প্রকৃতই আসবে, এ "প্রতিশ্রুতি দেওয়ার" খেয়াল কোন সাম্যবাদীর মাথায়ই আসেনি। আর বড় বড় সাম্যবাদীরা যখন **আশা করেন** যে এটা **আসবেই** তখন তাঁরা শ্রমের **বর্ত্তমান** উৎপাদনী শক্তির কথাও **ধরেন না**, বা যে **বর্ত্তমান** বিবেচনাহীন "রাস্তার লোক" (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বা মজুর—অনুবাদক) কোন কিছু না ভেবেই সামাজিক ধনের ভাণ্ডার নষ্ট ক'রতে পারে ও অসম্ভব জিনিষ দাবী করতে পারে তার কথাও **ধরেন না**। যতদিন না কমিউনিজ্‌মের সর্ব্বোচ্চ স্তর উপস্থিত হয়, ততদিন সাম্যবাদীরা **রাষ্ট্র ও সমাজ কর্ত্তৃক** শ্রম ও ব্যয়ের পরিমাণের ওপর **কঠোরতম কর্ত্তৃত্ব** দাবী করে। খালি, মূলধনীদের অধিকারচ্যুত ক'রে, মূলধনীদের ওপর মজুরদের প্রভুত্ব স্থাপন করে তবে এই কর্ত্তৃত্ব **আরম্ভ ক'রতে** হবে এবং এটাকে চালাতে হবে আমলা-তন্ত্রের গভর্মেণ্ট দিয়ে নয়, **সশস্ত্র মজুরদের** গভর্মেণ্ট দিয়ে।

মূলধনী ভাববাদীরা (ও জেরেটেলি, সার্নফ্‌ কোম্পানী প্রমুখ তাঁদের গলগ্রহরা) ধনবাদের স্বার্থ-সমন্বিত সমর্থন করেন ঠিক এই বিষয়ে যে তাঁরা **আজকার** অবশ্যকর্ত্তব্য আসল প্রশ্নসমূহের **বদলে** সুদূর ভবিষ্যতের

* ট্রাফ্‌ল্‌স্‌ নামে এক রকম ব্যাঙের ছাতা ইয়োরোপবাসীদের কাছে অতি মূল্যবান সুখাদ্য।—অনুবাদক।

দ্বন্দ্ব ও আলোচনা **নিয়ে আসেন**; মূলধনীদের অধিকারচ্যুত করণ, **সমস্ত** নাগরিককে **একটা** বিরাট "সিণ্ডিকেট" (সঙ্ঘ) বা গোটা রাষ্ট্রের মজুর ও কর্ম্মচারীতে পরিবর্ত্তিত করণ, এবং এই সিণ্ডিকেটের সমস্ত কাযকে প্রকৃত গণ-তান্ত্রিক একটা রাষ্ট্রের অর্থাৎ **মজুর ও ফৌজের প্রতিনিধি সভা সমন্বিত রাষ্ট্রের** অধীন করণ—এই সমস্ত কথাই তারা নিয়ে আসেন। বস্তুতঃ কোন পণ্ডিত অধ্যাপক ও তাঁর দলের কোন সঙ্কীর্ণমনা ও তাঁর পিছনে জেরেটেলি ও সার্নফ্ মহাশয়গণ যখন অযৌক্তিক কল্পনা-রাজ্যের কথা, বোলশেভিকদের জন-বক্তৃতার প্রতিশ্রুতিসমূহের কথা, সাম্যবাদ "নিয়ে আসবার" অসাধ্যতার কথা বলেন তখন কমিউনিজ্‌মের সর্ব্বোচ্চ স্তরের কথাই তাদের খেয়াল থাকে। অথচ এর প্রতিশ্রুতি ত' কেউ দেয়নি, একে 'নিয়ে আসবার' কথা কেউ ভাবেও নি, কারণ আর যাই হোক 'একে নিয়ে আসা' একেবারে অসম্ভব।

উপরোদ্ধৃত "সোস্যাল-ডেমোক্রাট" কথাটার ভুল আলোচনা কালে এঙ্গেল্‌স্ সাম্যবাদ (সোস্যালিজ্‌ম্) ও কমিউনিজ্‌ম্ কথা দুটোর যে বৈজ্ঞানিক প্রভেদে হাত দিয়েছিলেন, আমরাও এখানে সেই প্রশ্নেই উপস্থিত হচ্ছি। কমিউনিজ্‌মের প্রথম বা নীচু স্তরের সঙ্গে তার উঁচু স্তরের রাজনৈতিক প্রভেদ কালে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড হয়ে উঠবে; কিন্তু আজ, ধনবাদের প্রভুত্বের মধ্যে, এর উপর গুরুত্ব আরোপণ করা হাস্যজনক হ'য়ে পড়বে। শুধু কোন বিচ্ছিন্ন অ্যানার্কিষ্টই হয়ত' এর উপর জোর দিতে পারেন; অবশ্য প্লেখানভের মত ক্রোপট্‌কিন্, গ্রেভ্, কর্ণেলিসেন ও অন্য সব অ্যানার্কিজ্‌মের "উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের' সোস্যাল-সভিনিজ্‌মে [বা Anarcho-"Jusquanboutism"এ—যে অল্প কয়েকজন অ্যানার্কিষ্ট এখনও আপন সম্মান রক্ষা ক'রে চলেছেন (গে) তাঁরা এটার এই নাম দিয়েছেন] পরিবর্ত্তন থেকেও শিক্ষালাভ করেননি এমন কোন লোক যদি এখনও অ্যানার্কিষ্টদের মধ্যে থাকেন।

কিন্তু সাম্যবাদ ও কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক প্রভেদটা অতি পরিষ্কার। যেটাকে সাধারণতঃ সাম্যবাদ বলা হয়, মার্কস্ সেটাকে কমিউনিষ্ট সমাজের প্রথম বা নিম্নতর স্তর বলছেন। উৎপাদনের উপায়গুলো এখানে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হ'চ্ছে এই হিসাবে কমিউনিজম শব্দটা এখানে প্রয়োগ করা যেতে পারে—অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা পূর্ণ কমিউনিজম নয়। মার্কসের ব্যাখ্যার প্রধান গুরুত্ব হ'ল যে তিনি কমিউনিজমকে ধনবাদ থেকে বিবর্ত্তিত একটা জিনিষ ব'লে ধ'রে এখানেও সমানভাবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটীক্স্ ও বিবর্ত্তন-বাদ প্রয়োগ ক'রছেন।

কথার মানের ওপর ("সাম্যবাদ কি", "কমিউনিজম কি") কৃত্রিম, দীর্ঘ ও পাণ্ডিত্য সংজ্ঞা না দিয়ে ও নিষ্ফল গবেষণা না ক'রে, কমিউনিজমের অর্থ নৈতিক বৃদ্ধিতে যেগুলোকে স্তর বলা যায়—সেগুলোরই একটা বিশ্লেষণ মার্কস্ দিচ্ছেন।

প্রথম অবস্থায় বা প্রথম স্তরে, কমিউনিজম্ তখনও অর্থনৈতিকভাবে সুপরিণত হ'তে পারেনা এবং সমস্ত সংস্কার ও ধনবাদের সমস্ত কলঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারেনা। সুতরাং কমিউনিজমের প্রথমাবস্থা "বুর্জোয়া আইনের সঙ্কীর্ণ দিঙ্-মণ্ডলের" মধ্যে র'য়েছে—এই কৌতূহলজনক চিত্র আমরা দেখতে পাই। পণ্যসমূহ বণ্টন করা বিষয়ে বুর্জোয়া আইন নিশ্চিতরূপে মূলধনী রাষ্ট্রের কথাই ধ'রে নেয়, কারণ লোককে জোর ক'রে আইন মানাবার মত কোন সংগঠনই যদি না থাকে তাহ'লে আইনের কোন মূল্যই থাকেনা। সেই জন্যে, কিছুদিনের জন্যে শুধু বুর্জোয়া আইন কেন, মূলধনী রাষ্ট্রই হয়ত' কমিউনিজমের মধ্যে থাকতে পারে—অবশ্য মূলধনী শ্রেণীকে বাদ দিয়ে।

কারও কারও কাছে এটা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি-বিরুদ্ধ ব'লে বা কূট বুদ্ধি-কৌশল ব'লে মনে হ'তে পারে। যে সমস্ত লোকে মার্কস্-বাদের অসাধারণ গভীর শিক্ষা অধ্যয়ন ক'রবার শ্রম স্বীকার ক'রতে চাননা

তাঁরাই প্রায়ই মার্কস্-বাদের প্রতি এই অভিযোগ আরোপ করেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতি ও সমাজের প্রতি পদক্ষেপে জীবনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে **পুরাতন** এসে **নতুনের** মধ্যে নতুন জীবন গ্রহণ ক'রছে। মার্কসের খোসখেয়াল এসে কমিউনিজ্‌মের মধ্যে লুকিয়ে এক-টুকরো বুর্জোয়া আইন পাচার ক'রে দিয়ে যায়নি; যে সমাজ **ধনবাদের জঠর** থেকে ভূমিষ্ঠ হ'চ্ছে সেই সমাজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে যা অনিবার্য্য তারই শুধু তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মূলধনীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মুক্তি-সংগ্রামে গণ-তন্ত্র খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তাই ব'লে এটা একটা অলঙ্ঘ্য সীমা নয়। ফিউডালিজম্ থেকে ধনবাদে এবং ধনবাদ থেকে কমিউনিজমে বিকাশের পথে এটা একটা স্তর মাত্র।

গণ-তন্ত্র অসাম্যের নিশ্চিত ইঙ্গিত দেয়। সাম্যের জন্যে সর্ব্বহারাদের সংগ্রামের অসামান্য সার্থকতা এবং এরকম রণ-ধ্বনির আকর্ষণী ক্ষমতা তখনই সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যখন আমরা **শ্রেণী ধ্বংসই** এই সংগ্রামের অর্থ ব'লে ধরি (এবং এইটাই এর ঠিক অর্থ)। কিন্তু গণ-তন্ত্রের সাম্য শুধু **বাহ্যিক** সাম্য—তার বেশী নয়। উৎপাদনের উপায়-গুলোর ওপর প্রভুত্ব হিসাবে সমাজের সভ্যদের মধ্যে সাম্য এলে পরেই, অর্থাৎ শ্রম ও মজুরির সমতা উপস্থিত হ'লেই মানুষের সামনে তখনই নিশ্চয় এই প্রশ্ন উত্থিত হবে: বাহ্যিক সাম্য থেকে আসল সাম্যে কি ক'রে যাওয়া যায় এবং "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুসারে নাও; প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে দাও"—জীবনের মধ্যে এই নীতিতে কি ক'রে সিদ্ধি লাভ করা যায়? কি কি স্তরের মধ্যে দিয়ে, কোন্ কোন্ কার্য্যকরী পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে মানুষ এই উচ্চতর লক্ষ্যে পৌছবে, তা আমরা জানিনা ও জানতে পারিনা। কিন্তু মূলধনীরা যে সাধারণতঃ সাম্যবাদকে একটা জড়, প্রস্তরীভূত ও চির-নির্দ্দিষ্ট জিনিষ ব'লে

অঙ্কিত করে সেটা কতদূর মিথ্যা তা ধারণা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে শুধু সাম্যবাদের সঙ্গেই সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রান্তে প্রান্তে একটা দ্রুত, খাঁটী ও প্রকৃত গণ-অগ্রগতি আরম্ভ হবে ; এতে প্রথমে জন-সংখ্যার অধিকাংশ ও পরে **সকলেই** অংশ নেবে।

গণ-তন্ত্র রাষ্ট্রের একটা ধরণ, রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যের একটা রূপ। সুতরাং সমস্ত রাষ্ট্রের মত এও মানবজাতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বলপ্রয়োগ রূপে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্য পক্ষে এটা আবার হ'ল সমস্ত নাগরিকের সমতার বাহ্যিক স্বীকৃতি, রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনায় সকলের সমান অধিকারের বাহ্যিক স্বীকৃতি। এই বাহ্যিক স্বীকৃতি থেকে আবার, সময়ে, গণ-তন্ত্রের বিকাশের পথে এমন এক স্তর উপস্থিত হয় যখন সে প্রথমে সর্ব্বহারাদের, ধনবাদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী শ্রেণীরূপে, আপনার পতাকা-তলে সমবেত করে। এবং মূলধনী শাসনযন্ত্রকে (তার জন-তান্ত্রিক ধরণও), তার স্থায়ী সৈন্যদলকে, তার পুলিশকে, তার আমলা-তন্ত্রকে ধ্বংস ক'রবার, চূর্ণ ক'রবার, পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলবার সুযোগ সে সর্ব্বহারাদের প্রদান করে। দ্বিতীয়, এর থেকে তারা এই সমস্তর বদলে একটা আরও গণ-তান্ত্রিক কিন্তু তবুও **রাষ্ট্রীয়** যন্ত্র বসাতে সমর্থ হয়। সেই যন্ত্রের চেহারাটা হ'ল মজুর শ্রেণীর সশস্ত্র জন-গণ, এবং এটা পরে সর্ব্ব-সাধারণের একটা স্বদেশ-রক্ষী ফৌজে অংশ-গ্রহণে পরিবর্ত্তিত হয়।

এখানে "পরিমাণ প্রকৃষ্টতায় পরিবর্ত্তিত হয়"। এতখানি গণ-তন্ত্রের সঙ্গে মূলধনী সমাজের কাঠামোও পরিত্যক্ত হয় এবং সমাজের সাম্যবাদী পুনর্গঠন আরম্ভ হয়। যদি **প্রত্যেকেই** সত্যি সত্যি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাহ'লে ধনবাদ আপন অধিকার বজায় রাখতে পারেনা। বস্তুতঃ, বিকাশের পথে ধনবাদ নিজেই এমন ভিত্তি রচনা করে যেখান থেকে প্রত্যেকেই সত্যি সত্যি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ ক'রতে পারে।

এই ভিত্তি রচনার অংশ ব'লে আমরা নিম্নলিখিতগুলি ধ'রতে পারি: জন-সংখ্যার সার্ব্বজনীন লিখন-পঠন ক্ষমতা—যা অধিকাংশ উন্নতিশীল মূলধনী দেশেই হ'য়েছে; ডাক, রেল, বড় কারখানা, বড় রকমের বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির বিরাট, জটিল ও সমাজতন্ত্রীকৃত (socialised) যন্ত্র-সমূহের ফলে লক্ষ লক্ষ মজুরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট শিক্ষা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইত্যাদি।

এই রকম **অর্থনীতিক** ভিত্তি থেকে এখনই, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মূলধনী ও আমলাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব এবং উৎপাদন ও বণ্টনের কর্ত্তৃত্বে, শ্রম ও উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগে—তাদের বদলে সশস্ত্র মজুরদের বা সশস্ত্র জন-সাধারণকে বসান সম্ভব। কর্ত্তৃত্ব ও হিসাব রাখার প্রশ্নের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষিত এঞ্জিনিয়ার, কৃষি-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির কথা গুলিয়ে ফেললে চলবেনা। এই সমস্ত ভদ্রলোক আজ মূলধনীদের অধীনতায় কায ক'রছেন: কাল, সশস্ত্র মজুরদের অধীনতায় তাঁরা আরও ভাল ক'রে কায ক'রবেন। কমিউনিষ্ট সমাজের **প্রথম ধাপ** নির্ভুল ও মসৃণ ভাবে কায ক'রে যাবার পক্ষে প্রধান প্রয়োজন হ'ল—হিসাব রাখা ও কর্ত্তৃত্ব। যে রাষ্ট্র তখন সশস্ত্র মজুর নিয়েই গঠিত হ'য়েছে তারই মাহিনা প্রাপ্ত কর্ম্মচারীতে পরিবর্ত্তিত হ'ল **সকল** নাগরিক। **সমস্ত** নাগরিকই **একটা** জাতীয় রাষ্ট্র "সিণ্ডিকেটের" কর্ম্মচারী ও মজুর হ'য়ে পড়ছে। তখন এর প্রশ্নটা সহজ হ'য়ে এই দাঁড়াল:—সকলকে সমান পরিমাণ কায ক'রতে হবে, সকলকে নিয়মিত ভাবে আরোপিত কায সমাধা ক'রতে হবে, সকলকে সমান মাইনা পেতে হবে।

এর জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব ও কর্ত্তৃত্বকে ধনবাদ এত সহজ ক'রে এনেছে যে দেখা, বইয়ে তোলা ও রসিদ দেওয়াতেই এটা সমাপ্ত হ'য়ে যায়। যে লোকে লিখতে পড়তে পারে ও অঙ্কের প্রথম নিয়ম চারটা

মানে সেই এ কায ক'রতে পারে। * যখন অধিকাংশ নাগরিকরা নিজেই প্রত্যেক জায়গায় এইরকম হিসাব রাখতে আরম্ভ ক'রবে এবং (এখন কর্ম্মচারীতে পরিণত) মূলধনীদের ওপর কর্ত্তৃত্ব ক'রতে আরম্ভ ক'রবে ও বুদ্ধিজীবী যারা এখনও মূলধনী অভ্যাস ত্যাগ ক'রতে পারেনি তাদের ওপরও কর্ত্তৃত্ব ক'রতে আরম্ভ ক'রবে তখন এ কর্ত্তৃত্ব সার্ব্বজনীন, পরিব্যপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত হবে। তখন এটা সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে প'ড়বে এবং একে এড়ানোর কোনও উপায় থাকবে না।

সমস্ত সমাজটা হবে একটা অফিস ও একটা কারখানা—এবং তাতে থাকবে সমান মজুরি ও সমান মাইনা। কিন্তু ধনবাদের পরাজয় ও শোষণকারীদের উচ্ছেদের পর সর্ব্বহারারা এই যে "কারখানা" নিয়মানুবর্ত্তিতা সমস্ত সমাজের ওপর বিস্তার ক'রবে—এটা কোনমতেই আমাদের আদর্শ নয় এবং এটা আমাদের শেষ লক্ষ্য হ'তে বহু দূর! মূলধনী শোষণের সকল বর্ব্বরতা ও সকল মলিনতা থেকে সমাজকে আমূল সংস্কার করার পথে দ্রুত চলার পক্ষে এটা একটা পাদাবলম্বন: আমাদের চলার পথে একে আমরা পেছনে ফেলে যাব।

যখন সকলে, এমন কি শুধু সমাজের বেশীর ভাগই রাষ্ট্র শাসন ক'রতে শিখবে, যখন তারা ব্যাপারটাকে তাদের নিজেদের হাতে নেবে; তুচ্ছ সংখ্যক মূলধনী, মূলধনী আকর্ষণ সমন্বিত ভদ্রলোক ও ধনবাদ কর্ত্তৃক ভ্রষ্টনীতি শ্রমিকদের ওপর যখন তারা কর্ত্তৃত্ব স্থাপন ক'রতে পারবে—সেই মুহূর্ত্ত থেকেই যে কোন গভর্মেণ্টের প্রয়োজন লোপ পেতে আরম্ভ ক'রবে।

* যখন রাষ্ট্রের অধিকাংশ কাযই এই রকম মজুরগণ দ্বারাই হিসাব রাখা ও কর্ত্তৃত্বে পর্য্যবসিত হয় তখন সে রাষ্ট্র আর "রাজনৈতিক" রাষ্ট্র থাকে না। তখন "সাধারণ্য কাযগুলো রাজনৈতিক কায থেকে সোজা পরিচালনকার্য্যে পরিবর্ত্তিত হয়" (এঙ্গেলসের সঙ্গে অ্যানার্কিষ্টদের বাদানুবাদ সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ—৪, ২এর প্যারার সঙ্গে তুলনা করুন)।

গণ-তন্ত্র যতই পূর্ণ হবে, তার প্রয়োজন বন্ধ হ'য়ে যাবার মুহূর্ত্তও ততই ঘনিয়ে আসিবে। সশস্ত্র শ্রমিক গঠিত "রাষ্ট্র"—যাকে "কথাটার ঠিক অর্থ অনুসারে আর রাষ্ট্র বলা চলেনা"—যত বেশী গণ-তান্ত্রিক হ'য়ে উঠবে, ততই দ্রুতবেগে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা ধরণ ক্ষয় পেতে লাগবে। কারণ যখন সকলেই সমাজতন্ত্রীকৃত উৎপাদন পরিচালন ক'রতে শিখবে ও পরিচালন ক'রবে; কুড়ে, ভদ্রলোক, জুয়াচোর প্রভৃতি "ধনবাদী যুগব্যাপী সংস্কারের অভিভাবকগণের" হিসাব ও তাদের ওপর কর্তৃত্ব যখন সকলেই সত্য সত্য রাখবে—তখন এরকম সাধারণ রেজিষ্টারী ও কর্ত্তৃত্বের হাতে এড়ানো নিশ্চয় এত বেশী শক্ত ও এমন ব্যতিক্রম হ'য়ে প'ড়বে এবং সেই ব্যতিক্রমের ফলে বোধ হয় এত দ্রুত ও কঠোর শাস্তি পেতে হবে (কারণ সশস্ত্র শ্রমিকরা অত্যন্ত ব্যবহারিক [practical] লোক—ভাববিলাসী শিক্ষিত লোক নয়—এবং সেজন্যে তারা বোধহয় সহজে কাউকে তাদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রতে দেবে না) যে শীঘ্রই যে কোনও রকম সামাজিক জীবনের সহজ মূলনীতিগুলো মানার **প্রয়োজনীয়তাটা** অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন কমিউনিষ্ট সমাজের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় ও উচ্চতর স্তরে পরিবর্ত্তনের দুয়ার বিস্তীর্ণরূপে উন্মুক্ত হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ শুকিয়ে মরার দুয়ারও বিস্তারিত হবে।

পরিচ্ছেদ—৬

মার্ক্সের লেখার প্রতি সুবিধাবাদীদের নীচতা ঃ

দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের (১৮৮৯—১৯১৪) অতি-বিখ্যাত নীতি-কাররাও (theoreticians) রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবের সম্বন্ধ বা সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের প্রশ্নের প্রতি খুব অল্প মনোযোগই দিয়েছেন। কিন্তু সুবিধাবাদের যে ক্রম-বিস্তারের ফলে ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনাল ধ্বংসে প'ড়ল, তার মধ্যে সবচেয়ে বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে যখন তারা বাস্তবিকই এই প্রশ্নের সংস্পর্শে এসেছেন তখনও হয় এটা এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছেন, আর নয়ত' এটাকে লক্ষ্য না করেই ছেড়ে দিয়ে গিয়েছেন।

সাধারণ ভাবে একথা বলা যায় যে সর্ব্বহারা বিপ্লবের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নটাকে এই যে ছেড়ে যাওয়া—(যা সুবিধাবাদীদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক এবং যা তাদের খাদ্য ও পুষ্টি যুগিয়েছে) এর ফলে মার্ক্স-বাদ বিকৃত হ'য়েছে ও সম্পূর্ণরূপে ইতর হ'য়ে প'ড়েছে।

এই শোচনীয় কাযের বিশেষত্ব অতি সংক্ষেপে দেখানোর জন্যে মার্ক্স-বাদের দুজন সবচেয়ে সুবিদিত নীতিকারের কথাই ধরা যাক ঃ প্লেখানভ্ ও কাউট্‌স্কি।

১। প্লেখানভ্ ও অ্যানার্কিষ্টদের মধ্যে বাদানুবাদ।

১৮৯৪ অব্দে জার্মাণ ভাষায় প্রকাশিত "অ্যানার্কিজম্ ও সোস্যালিজম্" নামে একটা বিশেষ পুস্তিকায় প্লেখানভ্ সোস্যালিজম্ ও অ্যানার্কিজমের

সম্বন্ধের প্রশ্ন আলোচনা করেছেন। অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে ঝগড়ায় তিনি সব চেয়ে আসল ও বিবাদী বিষয়টাকে—**রাজনৈতিক দৃষ্টিতে** যা সব চেয়ে দরকারী বিষয়—সেইটাই কোন রকমে এড়িয়ে প্রশ্নালোচনা ক'রতে সমর্থ হয়েছেন। সে বিষয়টা হ'ল: রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবের সম্বন্ধ ও সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের সমস্যা। তাঁর পুস্তিকাটাকে দু'ভাগ করা যেতে পারে: একটা হ'ল ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক—এতে ষ্টার্ণার, প্রুধোঁ ও অন্য সকলের ধারণার ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান আছে; এবং দ্বিতীয়টা অজ্ঞ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত। "অ্যানার্কিষ্টকে ডাকাত থেকে তফাৎ করা যায়না" এই সম্বন্ধে এতে একটা বিশ্রী দীর্ঘ আলোচনা আছে—এবং নানা বিষয়ের হাস্যজনক মিশ্রণ আছে। রুশিয়াতে বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ও বিপ্লবের সময়ে প্লেখানভের সমস্ত কার্য্যাবলীর বিশেষত্বের ব্যঞ্জনা এরই মধ্যে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই ১৯০৮—১৯১৭র মধ্যে প্লেখানভ্ রাজনীতিক ভাবে বুর্জোয়াদের পেছনে পেছনে চ'লে নিজেকে দেখিয়েছেন যেন তিনি আধা সঙ্কীর্ণচিত্ত লোক। এবং যে সব পণ্ডিত বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে মূলনীতি প্রয়োগ করেন (doctrinnaire) তাঁর অপর অর্দ্ধেক যেন সেই সব পণ্ডিতের মত।

অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁদের মতামত কি রকম সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন তা আমরা দেখেছি। ১৮৯১ অব্দে মার্ক্সের "গোথা প্রোগ্রাম সমালোচনা" সম্পাদন ক'রবার সময় এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন,—"আমরা", অর্থাৎ এঙ্গেলস্ ও মার্ক্স, "তখন বাকুনিন ও তাঁর অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে সংগ্রামের তীব্র স্তরে; (প্রথম) ইন্টারন্যাশনালের হেগ কংগ্রেসের পর তখন সবে দু'বছর অতীত হ'য়েছে।" অ্যানার্কিষ্টরা প্যারী কমিউনটাকে তাদের "নিজেদের" ব'লে, তাদের শিক্ষার প্রমাণ ব'লে দাবী ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিল। তারা যে কমিউনের শিক্ষা বা মার্কস্ কর্ত্তৃক এই সব শিক্ষার বিশ্লেষণ একেবারেই

বোঝেনি তা এর থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। পুরানো রাষ্ট্রীয় যন্ত্র কি **ভেঙ্গে ফেলতে** হবে, এবং তার স্থানে আমরা কি বসাব?—এই যে দুটো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সমস্যা—এর এতটুকুও সমাধান হয় এমন কিছুই অ্যানার্কিজম্ দেয়নি।

কিন্তু রাষ্ট্রের সমস্ত প্রশ্ন হিসাবের বাইরে রেখে দিয়ে এবং কমিউনের আগে ও পরে মার্ক্স-বাদের সমস্ত বিকাশকে একদম লক্ষ্য না ক'রে **অ্যানার্কিজ্‌ম্ ও সোশ্যালিজ্‌মের** কথা বলার অর্থই হ'চ্ছে নিশ্চিতরূপে সুবিধাবাদের খাদে পড়া। এই দুটো প্রশ্নকে ঠেকিয়ে রাখা —ঠিক এই জিনিষটাই সুবিধাবাদ চেয়ে থাকে। এইটা পাওয়া মানেই সুবিধাবাদের জয়।

২। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে কাউট্‌স্কির বাদানুবাদ।

কাউট্‌স্কির লেখা রুশভাষায় যত বেশী অনূদিত হ'য়েছে তত নিশ্চয় আর কোন ভাষায়ই হয়নি। জার্মাণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা মাঝে মাঝে যে ঠাট্টা ক'রে বলে যে জার্মাণীর চাইতে রাশিয়াতে কাউট্‌স্কির লেখা অনেক বেশী পড়া হয়—সেটা কিছু পরিমাণে ঠিক; এবং বন্ধনীর মধ্যে আমরা ব'লতে পারি যাঁরা প্রথম এই ঠাট্টা ক'রেছিলেন তাঁদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশী ঐতিহাসিক অভিব্যঞ্জনা এতে আছে। কারণ ১৯০৫ অব্দে রুশ মজুররা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যের জন্যে, শ্রেষ্ঠ লেখার জন্যে একটা তীব্র ও অভূতপূর্ব্ব চাহিদা দেখিয়েছিল। এবং দেশান্তরে যা অশ্রুত এমনি বিরাট পরিমাণে এই সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ ও সংস্করণ বার হ'তে লাগল। তার ফলে প্রতিবেশী অগ্রণী দেশ সমূহের বিরাট অভিজ্ঞতা এক ঝটকায় এসে আমাদের দেশে—যে দেশে সর্ব্বহারা-আন্দোলনের জমি তখনও ছিল অকর্ষিত—সেই দেশে এসে রোপিত হ'ল।

মার্ক্সকে জন-সাধারণের কাছে পরিচিত ক'রে দেওয়া ছাড়াও, বার্ণষ্টাইন চালিত সুবিধাবাদীদের সঙ্গে বাদানুবাদের জন্যেও কাউট্স্কি আমাদের দেশে সুপরিচিত। কিন্তু একটা কথা বোধহয় কেউই জানেনা—এবং ১৯১৪-১৫র ভীষণ সঙ্কটের সময় কাউট্স্কি কেমন ক'রে সোশ্যাল-সভিনিজম্ সমর্থন করার গোলমাল ও লজ্জার পঙ্কে ডুবে গেলেন সে বিষয় অনুসন্ধান ক'রবার সময় আমরা কিন্তু সে কথাটা বাদ দিয়ে যেতে পারিনে। সে কথাটা হ'চ্ছে এই যে—ফ্রান্স ও জার্মাণীর সুবিধাবাদের সুবিদিত প্রতিনিধিদের (মিলের‍াঁদ, জোরেস্—বার্ণষ্টাইন) বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার আগে কাউটস্কি অত্যন্ত দোদুল্যমান-চিত্ততা প্রকাশ ক'রেছিলেন।

১৯০১-২এ ষ্টুট্গার্টে প্রকাশিত "দি ডন" নামে রুশ মার্ক্স-বাদী পত্রিকা বিপ্লবী সর্ব্বহারা মতামতের পোষকতা ক'রত। ১৯০০ সালের প্যারী আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী কংগ্রেসে কাউট্স্কির প্রস্তাবটা সুবিধা-বাদীদের প্রতি এড়িয়ে চলা, সাময়িক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ও মৈত্রী স্থাপনের ভাব নিয়েছিল—এই কারণে উক্ত পত্রিকা প্রস্তাবটাকে "একটা স্থিতিস্থাপক জিনিষ" (অর্থাৎ প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তনশীল বা সুবিধাবাদী—অনুবাদক) ব'লে নিন্দে ক'রেছিল এবং কাউট্স্কির কৈফিয়ত তলব ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল। জার্মাণীতে তাঁর লেখা চিঠিপত্র প্রকাশিত হ'য়েছে; তা থেকেও দেখা যায় যে বার্ণষ্টাইনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার আগে তিনি কিছু কম ইতস্ততঃ ভাব দেখাননি। কিন্তু এর থেকেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল এই যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুবিধাবাদীদের সঙ্গে তাঁর যুক্তি আলোচনাই, তাঁর প্রশ্ন বিবৃতিই এবং তাঁর আলোচনার পদ্ধতিই হ'ল মার্ক্স-বাদের প্রতি তাঁর আধুনিকতম বিশ্বাসঘাতকতার **ইতিহাস**, সুবিধাবাদের প্রতি তাঁর নিয়মিত মাধ্যাকর্ষণের **ইতিহাস**—এবং তাও আবার ঠিক রাষ্ট্রের এই প্রশ্ন সম্বন্ধেই।

সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে কাউট্স্কির প্রথম বড় বইটাই ধরা যাক: "বার্ণষ্টাইন ও সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রোগ্রাম"। কাউট্স্কি সবিস্তারে বার্ণষ্টাইনকে খণ্ডন ক'রেছেন: কিন্তু এর মধ্যে বিশেষত্ব হ'ল এই: বার্ণ-ষ্টাইন তাঁর বিখ্যাত বা কুখ্যাত "সাম্যবাদী মূলনীতিতে" মার্ক্স-বাদকে ব্লাঙ্কিমত দুষ্ট ব'লে দোষারোপ ক'রেছেন—এবং তারপর থেকে রাশিয়ার সুবিধাবাদীরা ও উদারনীতিকরা মার্ক্স-বাদের বিপ্লবী প্রতিনিধি অর্থাৎ বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার বার এই দোষারোপের পুনরাবৃত্তি ক'রে এসেছে। এই সূত্রে বার্ণষ্টাইন্ বিশেষ ক'রে মার্কসের "ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ" বইটা নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন এবং কমিউনের শিক্ষা সম্বন্ধে মার্ক্সের মতকে প্রুধোঁর মতের সঙ্গে এক ক'রে দিতে চেষ্টা ক'রেছেন (আমরা আগে দেখেছি যে তাতে তিনি একেবারে অকৃতকার্য্য হয়েছেন)। মার্ক্স ১৮৭২ সালে "কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের" ভূমিকায় তাঁর যে সিদ্ধান্তের ওপর জোর দিয়েছেন, বার্ণষ্টাইন সেইটার ওপরই বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। সেটা এই—"মজুর শ্রেণী তৈরী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটাকে সোজাসুজি দখল ক'রে আপনার কাযে লাগাতে পারে না।" এই উক্তিটা বার্ণষ্টাইনের এত ভাল লেগেছিল যে তিনি তাঁর বইতে তিন তিন বার কথাটার আবৃত্তি ক'রেছেন—এবং অত্যন্ত বিকৃত সুবিধাবাদী রকমে এর অর্থ ক'রেছেন। আমরা আগে দেখেছি যে মার্ক্সের বলার মানে হ'চ্ছে—সমস্ত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটাকে শ্রমিক শ্রেণীর নিশ্চয়ই **ভেঙ্গে ফেলতে হবে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে, উড়িয়ে দিতে হবে** (এঙ্গেলস্ sprengen বা সশব্দে ফাটিয়ে দেওয়া কথাটা ব্যবহার করেছেন): অথচ বার্ণষ্টাইনের কথা থেকে মনে হবে যে ক্ষমতা অধিকার ক'রবার সময় অতিরিক্ত বিপ্লবী উৎসাহের **বিরুদ্ধেই** মার্কস যেন শ্রমিক শ্রেণীকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন।

মার্কসের ধারণার এর থেকে নীচ ও লজ্জাজনক সত্য বিকৃতি কেউ

ভাবতে পারে না। কাউট্‌স্কি তাহ'লে বার্ণষ্টাইনের যুক্তি সবিস্তারে খণ্ডন ক'রবার সময় কি ক'রেছিলেন ?

এই বিষয়ে মার্ক্স-বাদের সত্যের বিরাট বিকৃতির সমস্তটাই তিনি পরীক্ষা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। মার্ক্সের "ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ" বইয়ের এঙ্গেল্‌সের উপরোদ্ধৃত ভূমিকাটা তিনি উদ্ধৃত ক'রে দিয়ে বলেছিলেন যে মার্কসের মতে, মজুরশ্রেণী তৈরী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটাকে **সোজাসুজি** দখল ক'রতে পারে না—কিন্তু সাধারণভাবে ব'লতে গেলে তারা সেটা দখল ক'রতে **পারে**। বাস, এইখানেই শেষ।...বার্ণষ্টাইন যে মার্ক্সের আসল মতের একদম উল্টোটাই মার্ক্সের মত ব'লে চালিয়েছিলেন এবং সর্ব্বহারা বিপ্লবের আসল কর্ত্তব্যই (যা মার্ক্স ১৮৫২ সালেই বিধিবদ্ধ ক'রেছিলেন) যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র **চূর্ণ-বিচূর্ণ করা** সে সম্বন্ধে কাউট্‌স্কি একটু উচ্চবাচ্যও করেননি। এর ফলে সর্ব্বহারা বিপ্লব সম্বন্ধে মার্ক্স-বাদ ও সুবিধাবাদের জরুরি তফাৎটাই চাপা দেওয়া হ'য়েছিল! বার্ণষ্টাইনের "বিরুদ্ধে" কাউট্‌স্কি লিখলেন, "সর্ব্বহারা বিপ্লবের সমস্যা সমাধানটা আমরা অনায়াসে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিতে পারি।"

এটা বার্ণষ্টাইনের **বিরুদ্ধে** তর্কযুক্ত নয়—আসলে এটা তাকে সুবিধা দেওয়া, সুবিধাবাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা : কারণ বর্ত্তমানে সুবিধা-বাদীরা সর্ব্বহারা বিপ্লবের মূল প্রশ্নগুলোকে "ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়া" ছাড়া আর কিছু চায়না।

১৮৫২ থেকে ১৮৯১, এই চল্লিশ বছর ধ'রে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ সর্ব্বহারাদের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটাকে তাদের **ভাঙতেই** হবে : অথচ ১৮৯৯ সালে সুবিধাবাদী কর্ত্তৃক এই প্রশ্নের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস-ঘাতকতার সম্মুখীন হ'য়ে কাউট্‌স্কি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তার সাধারণ প্রশ্নের বদলে সেটাকে ধ্বংস করার প্রত্যক্ষ ধরণগুলোর কথা জুয়াচুরি করে এনে বসালেন। এবং তারপরে—আগে থেকে প্রত্যক্ষ

ধরণ জানা যেতে পারে না—এই "অবিরুদ্ধ" এবং বন্ধ্যা সত্যের আড়ালে আপনাকে বাঁচালেন।……

মার্ক্স ও কাউট্স্কির মধ্যে—মজুরশ্রেণীকে কেমন ক'রে বিপ্লবের জন্যে তৈরী করা যাবে, সর্ব্বহারা দলের সামনে এই যে সমস্যা রয়েছে এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের মধ্যে—প্রভেদের একটা অতলস্পর্শ খাত র'য়েছে।

কাউট্স্কির পরবর্ত্তী ও আরও পরিণত লেখা ধরা যাক—সেটাও বহু-পরিমাণে সুবিধাবাদী ভুল খণ্ডনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। এটা হ'ল তাঁর "সামাজিক বিপ্লব" সম্বন্ধে পুস্তিকা। এখানে "সর্ব্বহারা বিপ্লব" ও "সর্ব্ব-হারা শাসন"কেই লেখক তাঁর বিশেষ বক্তব্য নির্ব্বাচিত ক'রেছেন। তিনি এতে আমাদের অনেক মূল্যবান জিনিষ দিয়েছেন কিন্তু ঠিক রাষ্ট্রের এই প্রশ্নটাই এখানে **উপেক্ষিত** হ'য়েছে। সারা পুস্তিকা ভ'রে লেখক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের কথা ব'লেছেন—এবং তাইতেই শেষ। অর্থাৎ, সুবিধাবাদকে মেনে নেওয়ার মত ক'রেই প্রশ্নটা বিধিবদ্ধ হ'য়েছে, কারণ রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ধ্বংস **ব্যতিরেকেই** ক্ষমতা অধিকারের সম্ভাবনা স্বীকৃত হ'য়েছে। ১৮৭২ সালে মার্কস্ 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' প্রোগ্রামের মধ্যে ঠিক যে জিনিষটাকে পুরানো (অপ্রচলিত) হ'য়ে গিয়েছে ব'লে ঘোষণা ক'রেছিলেন—আজ ১৯০২ সালে কাউট্স্কি সেইটাকেই পুনর্জ্জীবিত ক'রছেন!

'সামাজিক বিপ্লবের ধরণ ও অস্ত্রশস্ত্রের" সম্বন্ধে পুস্তিকাটাতে একটা বিশেষ প্যারা আছে। তাতে তিনি সার্ব্বজনীন রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট, ঘরোয়া যুদ্ধের প্রশ্ন, "আধুনিক বড় বড় রাষ্ট্রের হাতে আমলা-তন্ত্র, ফৌজ প্রমুখ শক্তির যন্ত্রপাতি" ইত্যাদি আলোচনা করেছেন; কিন্তু কমিউন এর আগেই মজুরদের যে শিক্ষা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে একটা কথাও নেই। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রের প্রতি "কুসংস্কারের মত শ্রদ্ধার"

বিরুদ্ধে এঙ্গেলস্ জার্মাণ সোস্থাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিদের যে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন সেটা শুধু শুধু নয়।

কাউট্স্কি জিনিষটাকে এই রকম ভাবে ব্যক্ত ক'রেছেন: বিজয়ী সর্ব্বহারারা "গণ-তান্ত্রিক প্রোগ্রামটাকে পূর্ণ ক'রবে" এবং এখানে তিনি তার সর্ত্তগুলো বিধিবদ্ধ ক'রেছেন ; কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তন্ত্রের স্থানে সর্ব্বহারা গণ-তন্ত্র বসান সম্বন্ধে ১৮৭১ সাল আমাদের কি শিখিয়েছে সে বিষয়ে তিনি চুপ। তিনি এইরকম আপাতসুন্দর তুচ্ছ যুক্তি দিয়ে প্রশ্নটা শেষ ক'রে দিয়েছেন, "একথা সুস্পষ্ট যে বর্ত্তমান ব্যবস্থার মধ্য থেকে আধিপত্য লাভ ক'রতে পারব না। বিপ্লব আগে থেকেই একটা দীর্ঘ ও দূরবিস্তৃত সংগ্রামের কথা ধ'রে নেয়—এবং সেই সংগ্রাম আপনার চলার পথে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থানকে ব'দলে দেবে।"

"সুস্পষ্ট" এটা নিঃসন্দেহরূপে ; ঘোড়ায় যে দানা খায় বা ভল্‌গা নদী যে কাস্পিয়ান হ্রদে পড়ছে—সেইরকমই সুস্পষ্ট। অতীতের অ-সর্ব্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধরূপে রাষ্ট্র ও গণ-তন্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বহারা বিপ্লবের এই "দূর-বিস্তৃতি"টা ঠিক **কোথায়**—বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের এই সার প্রশ্নটাকে তিনি "দূরবিস্তৃত" এই ফাঁকা বাগাড়ম্বর দ্বারা উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলেন—দুঃখ শুধু এইখানেই।

এইখানে একটা গুরুতর কথা র'য়েছে, এবং এটাকে উপেক্ষা ক'রে কাউট্স্কি সুবিধাবাদীদের কাছে পরাজিত হ'য়েছেন ; অথচ তিনি এদিকে গভীর বিস্ময়ব্যঞ্জক বাক্যাবলী দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রছেন, "বিপ্লবের ধারণার" ওপর গুরুত্ব আরোপণ ক'রছেন (যদি মজুরদের মধ্যে এই ধারণা প্রচার ক'রবার সাহস না থাকে তাহ'লে এই "ধারণার" মূল্য কি ?), অথবা ইংরেজ মজুররা এখন নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেয়ে একটু বেশী ব'লে ব'লছেন,—"বিপ্লবী আদর্শ সকলের ওপর"...

"সাম্যবাদী সমাজে [কাউট্স্কি লিখছেন] অতি বিচিত্র রকম ব্যবসায়িক

কাষও (industrial undertaking) পাশাপাশি থাকতে পারে, যেমন—আমলা-তান্ত্রিক [? ?], ট্রেড ইউনিয়ানিষ্ট, কো-অপারেটিভ, ব্যক্তিগত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, এমন সমস্ত কাষ আছে যেখানে আমলা-তান্ত্রিক [? ?] সংগঠন ছাড়া চলতে পারে না; রেলওয়েগুলো এই রকম। এখানে গণ-তান্ত্রিক সংগঠন হ'তে পারে এই রকম: মজুররা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত ক'রবে এবং প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টের মত একটা কিছু তৈরী ক'রবে; এবং এই পার্লামেণ্ট কাষের অবস্থা নির্ণয় ক'রবে, আমলা-যন্ত্রের পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ ক'রবে। অন্য অন্য ব্যবসা মজুরদের ইউনিয়ানের হাতে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে; সেগুলো আবার সমবায় প্রথায় সংগঠিত হ'তে পারে।"

এই ধারণা ভুল; ১৮৭০এর দিকে কমিউনের উদাহরণ থেকে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ যে সিদ্ধান্ত ক'রেছিলেন এতে তার থেকে এক পা পিছিয়ে যাওয়া হ'য়েছে।

"আমলা-তান্ত্রিক" সংগঠনের এই যে প্রয়োজন ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে—এর কথা ধ'রলে রেলওয়ে ও অন্য যে কোন ধরণের বড ব্যবসা, যে কোন কারখানা, বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা বিরাট মূলধনী কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে কোন তফাৎই নেই। এ রকম সমস্ত উদ্যম পরিচালনাতে কঠোরতম নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কার্য্যবিভাগে অতি সুন্দর সঠিকতা দরকার, নইলে যন্ত্র-পাতি বা উৎপন্ন দ্রব্যে ক্ষতি হ'তে পারে, এমন কি সমস্ত ব্যাপারে গোল-মাল উপস্থিত হ'য়ে সব থেমে যেতে পারে। এ রকম কাযে মজুররা অবশ্যই "প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত ক'রবে এবং তারা পার্লামেণ্টের মত একটা কিছু তৈরী ক'রবে।"

কিন্তু গণ্ডগোলটা এইখানেই: "পার্লামেণ্টের মত একটা কিছু"—সেটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ ধারণার পার্লামেণ্ট হবে না। কাউট্স্কির ধারণা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীসুলভ পার্লামেণ্টারি নীতির বাইরে যাচ্ছেনা। কাউট্স্কির

কল্পনা মত, "পার্লামেণ্টের মত এই যে একটা কিছু" এ শুধু "কাযের অবস্থা নির্ণয় ও আমলা-যন্ত্রের পরিচালন পর্য্যবেক্ষণই" ক'রবে না। সাম্য-বাদী সমাজে মজুর-প্রতিনিধি গঠিত "পার্লামেণ্টের মত এই যে একটা কিছু" এ কাযের অবস্থা নির্ণয় ক'রবে এবং "যন্ত্রটার" পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ ক'রবে—কিন্তু যন্ত্রটা "আমলা-তান্ত্রিক" হবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জয় করার পর মজুররা পুরানো আমলা-তান্ত্রিক যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলবে—যতক্ষণ তার একটা পাথরও থাকবে ততক্ষণ তাকে ভিত থেকে ওপর পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রবে। এবং এর জায়গায় যে নতুন যন্ত্র তারা রচনা ক'রবে সেটাও এই মজুর ও কর্ম্মচারীদের ভেতর থেকেই পাওয়া যাবে। তারা যাতে আমলায় পরিণত না হয় তার জন্যে তখনি উপায় ক'রতে হবে। মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ বিস্তারিতভাবে সেই উপায়ের বিশ্লেষণ ক'রে দিয়েছেন: (১) তারা শুধু নির্ব্বাচিতই হবে না, যে কোনও সময় তাদের ফিরিয়ে নেওয়াও যাবে। (২) সাধারণ মজুরদের চেয়ে বেশী মাহিনা তারা পাবে না। (৩) যখন **সকলেই** কর্ত্তৃত্ব ও পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাতে পারবে সেই রকম ব্যবস্থায় যাবার জন্যে তখনই আয়োজন চ'লবে, যাতে **সকলেই** কিছুকালের জন্য "আমলা" হ'য়ে পড়তে পারবে এবং সেইজন্যে "আমলা" হওয়ার সুযোগ কারও আর একদমই থাকবে না।

মার্কসের এই কথাগুলো কাউট্‌স্কি একেবারেই ভাবেননি: "কমিউনটা পার্লামেণ্টারি নয়, কার্য্যকরী সমবায় ছিল; তারা একই সঙ্গে এবং একই সময়ে আইন তৈরী ক'রত ও সেগুলোকে কাযেও খাটাত।" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্লামেণ্ট গণ-তন্ত্রকে (জন-সাধারণের জন্যে নয়) আমলাতন্ত্রের (জন-সাধারণের বিরুদ্ধে) সঙ্গে যুক্ত ক'রে নেয়। সর্ব্বহারা গণ-তন্ত্র আমলা-তন্ত্রকে গোড়াপেড়ে কাটবার জন্যে তখুনি অগ্রসর হবে, এবং উপায় ও পদ্ধতিগুলোকে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারবে,

আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসে নিয়ে যেতে পারবে, এবং অবশেষে জন-সাধারণের জন্যে গণ-তন্ত্র স্থাপনে নিয়ে যেতে পারবে। তিনি এই দুটোর তফাৎ একদম বুঝতে পারেননি। কাউট্‌স্কি এখানে আবার "রাষ্ট্রের প্রতি কুসংস্কারসদৃশ শ্রদ্ধা" এবং আমলা-তন্ত্রের প্রতি "কুসংস্কারসদৃশ বিশ্বাস" প্রকাশ ক'রেছেন।

সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে কাউট্‌স্কির শেষ ও শ্রেষ্ঠ লেখায় যাওয়া যাক— ১৯০৯ সালে প্রকাশিত "ক্ষমতার পথ"। এই পুস্তিকায় অগ্রগতি র'য়েছে অনেকখানি, কারণ এতে বিপ্লবী প্রোগ্রামের কথা সাধারণভাবে আলোচিত হয়নি (যেমন ১৮৯৯এ বার্ণষ্টাইনের বিপক্ষে লিখিত বইয়ে হ'য়েছিল) অথবা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সময়ের কথা বাদ দিয়ে সামাজিক বিপ্লবের সমস্যার কথা আলোচিত হয়নি (যেমন ১৯০২এর "সামাজিক বিপ্লব' নামে পুস্তিকায়)। যে সমস্ত প্রত্যক্ষ অবস্থাগুলিকে আমরা মানতে বাধ্য হই যে বিপ্লবী যুগ **ঘনিয়ে আসছে** সেই সমস্ত অবস্থাই এতে আলোচিত হ'য়েছে।

লেখক শ্রেণী-বিরোধিতা সাধারণভাবে তীব্র হওয়ার দিকে সুস্পষ্টরূপে ইঙ্গিত ক'রেছেন এবং যে সাম্রাজ্যবাদ এই বিষয়ে একটা বিশেষ গুরুতর ভূমিকা অভিনয় করে তার বৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। পশ্চিম ইয়োরোপে "১৭৮৯—১৮৭১এর বিপ্লবী সময়ের" পরে পূর্ব্ব ইয়োরোপেও ১৯০৫ সাল থেকে ঐ রকম একটা সময় আরম্ভ হ'য়েছে। শঙ্কাজনক গতিতে একটা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। "সর্ব্বহারারা এখন আর অপরিণত বিপ্লবের কথা ব'লতে পারে না।" "আমরা একটা বিপ্লবী সময়ে প্রবেশ ক'রেছি।" "বিপ্লবী যুগ আরম্ভ হ'চ্ছে।"

এই কথাগুলো একদম পরিষ্কার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে জার্মাণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি কি রকম উঁচু উঁচু আশাভরসা দিয়েছিল এবং যুদ্ধ বাধার পর কাউট্‌স্কিকে শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে অধঃপতনের কি গভীরতায় তা ডুবে

গেল—এই পুস্তিকা থেকে সেটা তুলনা ক'রবার একটা মাপ-যন্ত্র পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তিকায় কাউট্‌স্কি লিখেছেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় এই বিপদ আছে যে আমরা, জার্মাণ সোস্যাল ডেমোক্রাসি, আসলে যত নরম নই, তত নরম ব'লেই প্রতীয়মান হ'তে পারি।" কিন্তু যখন পরীক্ষার সময় এল তখন দেখা গেল যে জার্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে যতখানি নরম ও সুবিধাবাদী ভাবা গিয়েছিল, সেটা তার চেয়েও বেশী নরম ও সুবিধাবাদী হ'য়ে পড়ল। এটা আরও লক্ষণীয় যে ঘনায়মান বিপ্লবী যুগ সম্বন্ধে এই সব সুস্পষ্ট ঘোষণার পাশাপাশি, যে পুস্তিকাতে কাউট্‌স্কির নিজের কথা মতই শুধু "রাজনৈতিক বিপ্লবের" কথা আলোচিত হ'য়েছে, তাতেও আবার সম্পূর্ণরূপে তিনি রাষ্ট্রের প্রশ্ন বাদ দিয়ে চ'লে গিয়েছেন।

এ বিষয়ে এরকম এড়িয়ে চলা, বাদ দেওয়া ও ঢেলে সাজার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'য়েছে সুবিধাবাদের কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করা। সে বিষয়ে আমরা শীঘ্রই কথা বলব।

জার্মাণ সোস্যাল-ডেমোক্রাসি যেন কাউট্‌স্কির মূর্ত্তি ধ'রেই ব'লে উঠ্‌ল: আমি এখনও বিপ্লবী মত পোষণ করি (১৮৯৯); আমি বিশেষ ক'রে সর্ব্বহারাদের সামাজিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করি (১৯০২), আমি স্বীকার করি যে আমরা একটা নতুন বিপ্লবী যুগে এসে পড়েছি (১৯০৯); কিন্তু তবুও, রাষ্ট্র সম্বন্ধে সর্ব্বহারা বিপ্লবের কর্ত্তব্য কি—এই প্রশ্ন যদি নির্দ্দিষ্টরূপে উত্থিত হয় তাহ'লে মার্ক্স ১৮৫২ সালেই যা ব'লেছিলেন তা আমি অস্বীকার করি (১৯১৩)।

প্যানেকোকের সঙ্গে তর্কালোচনায় প্রশ্নটা ঠিক এই রকম অপ্রচ্ছন্ন রূপেই স্থাপিত হ'য়েছিল।

৩। কাউট্‌স্কি ও প্যানেকোকের মধ্যে তর্কালোচনা।

যে "চরম অগ্রগামী" দলের ("Left Radical" group) মধ্যে

রোজা লাক্সেমবুর্গ, কার্ল রাডেক প্রভৃতি ছিলেন এবং যারা বিপ্লবী পদ্ধতি (tactics) অনুমোদন করার সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে বিশ্বাস করেছিল যে কাউট্‌স্কি "মধ্য পন্থায়" ("central" position) চ'লে যাচ্ছেন ও নীতিজ্ঞানহীনভাবে মার্ক্স-বাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে দোমনা ক'রছেন—তাদেরই প্রতিনিধিরূপে প্যানেকোক কাউট্‌স্কির বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ তাদের ধারণার সঠিকতা প্রমাণ ক'রেছে, যুদ্ধের সময় কাউট্‌স্কি-বাদে এই যে "মধ্যাভিমুখী" স্রোত, যাকে ভুল ক'রে মার্ক্স-বাদ বলা হয়,—এ নিজেকে তার পরিপূর্ণ করুণ অসহায়তায় প্রকাশ ক'রে ফেলেছে।

রাষ্ট্রের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত "গণ-প্রচেষ্টা ও বিপ্লব" নামে একটা প্রবন্ধে ("নিউ্‌জিট", ১৯১২) প্যানেকোক কাউট্‌স্কির অবস্থাটাকে "নিষ্ক্রিয় চরমপন্থ" (passive radicalism), "ক্রিয়াহীন প্রত্যাশা-বাদ" ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। এই বিষয় আলোচনা ক'রবার সময় যে সমস্যায় আমাদের আকর্ষণ আছে সেই সমস্যাতেই তিনি অগ্রসর হ'য়েছেন—সেটা হ'চ্ছে রাষ্ট্রের সম্বন্ধে সর্ব্বহারা বিপ্লবের কর্ত্তব্য।

"সর্ব্বহারাদের সংগ্রামটা [তিনি লিখেছেন] শুধু রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব নিয়ে মূলধনী-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়—এটা **রাষ্ট্রের** বিরুদ্ধে সংগ্রাম।...... সর্ব্বহারা বিপ্লবের সারমর্ম্ম হ'ল রাষ্ট্রের সংঘবদ্ধ শক্তিকে ধ্বংস করা, এবং সর্ব্বহারাদের সংঘবদ্ধ শক্তি দ্বারা সেগুলোকে বলপূর্ব্বক চেপে রাখা।...... যতদিন না সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ধ্বংস হ'চ্ছে ততদিন সংগ্রাম শেষ হবেনা। এইটাই তার লক্ষ্য। অল্পসংখ্যক শাসকদের সংঘবদ্ধ শক্তিকে ধ্বংস ক'রে অধিকাংশের সংগঠন আপন শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়।"

প্যানেকোক বিশেষ দক্ষতা সহকারে তাঁর ধারণা বিবৃত করেননি, কিন্তু ধারণাগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার। এবং কাউট্‌স্কি কেমন ক'রে সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন সেটা লক্ষ্য করা বেশ মজার জিনিষ। তিনি

লিখেছিলেন, "আজ পর্য্যন্ত সোস্যাল-ডেমোক্রাট ও অ্যানার্কিষ্টদের মধ্যে তফাৎ হ'য়ে এসেছে এই বিষয়ে যে প্রথম দল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দখল ক'রতে চেয়েছেন এবং অ্যানার্কিষ্টরা সেটা ধ্বংস ক'রতে চেয়েছেন। প্যানেকোক দুইই ক'রতে চান।" প্যানেকোকের বর্ণনায় যদি যাথার্থ্য ও প্রত্যক্ষতার অভাবও থাকে (অন্য যে সব দোষের বর্ত্তমান বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই সেগুলোর কথা ধ'রলামই না) তাহ'লেও কাউট্স্কি গোটা প্রবন্ধটার ঠিক এমন জায়গায় ধ'রেছেন যা সমস্ত জিনিষটার সারমর্ম্ম। এবং **নীতির এই গোড়ার কথাতে** কাউট্স্কি সম্পূর্ণরূপে মার্ক্সীয় মত ছেড়ে দিয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে সুবিধাবাদের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন। সোস্যাল-ডেমোক্রাট ও অ্যানার্কিষ্টদের মধ্যে প্রভেদের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন সেটা একদম ভুল; এবং এখানে শেষবারের মত মার্ক্স-বাদকে নীচ ও বিকৃত ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।

মার্ক্স-বাদী ও অ্যানার্কিষ্টদের মধ্যে প্রভেদটা হচ্ছে এই: (১) রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'ল মার্ক্স-বাদীদের লক্ষ্য, কিন্তু তারা স্বীকার করে যে সাম্যবাদী বিপ্লব দ্বারা ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠীত হওয়ার ফলে শ্রেণীবিভাগ উঠে যাওয়ার পরেই এবং তার থেকে রাষ্ট্র শুকিয়ে মরে যাওয়াতেই শুধু এই লক্ষ্য সাধন করা যাবে। * অপর পক্ষে অ্যানার্কিষ্টরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রের

* ইংরেজী অনুবাদে এখানে এইরকম আছে: The Marxists······recognise that this aim is only attainable after the extinction of classes *by a Socialist revolution as the result of the establishment of Socialism*, leading to the withering away of the state. এর ঠিক বাংলা মানে ক'রলে হয় যে "...সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলস্বরূপ সাম্যবাদী বিপ্লব দ্বারা শ্রেণী বিভাগ উঠে যাওয়ার পরেই..."। কিন্তু এর থেকে মনে হয় যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফল হ'ল সাম্যবাদী বিপ্লব। তা হ'তে পারে না—দ্বিতীয়টার ফলই প্রথমটা। আমার মনে হয় Socialist Revolution কথাটার পর একটা and বোধ হয় বাদ পড়েছে এবং সেই অনুমান অনুসারেই আমি বাংলা ক'রেছি।—অনুবাদক।

সম্পূর্ণ ধ্বংস চায়, এবং যে একমাত্র অবস্থার মধ্যে এই ধ্বংস সম্পাদিত হ'তে পারে তা তারা বুঝতে পারে না। (২) মার্ক্স-বাদীরা স্বীকার করে যে সর্ব্বহারারা একবার রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ক'রতে পারলেই রাষ্ট্রের পুরানো যন্ত্রপাতিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেবে এবং তার বদলে কমিউনের মত সংঘবদ্ধ সশস্ত্র মজুরদের একটা যন্ত্র সেখানে বসাবে। অপর পক্ষে, অ্যানার্কিষ্টরা যদিও রাষ্ট্র ধ্বংসের পক্ষে, তাহ'লেও সর্ব্বহারারা তার জায়গায় কি এনে বসাবে এবং কেমন ক'রে তারা তাদের বিপ্লবী ক্ষমতা ব্যবহার ক'রবে সে সম্বন্ধে অ্যানার্কিষ্টদের কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। এমন কি, বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের যে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন আছে ও তাদের আপন বিপ্লবী একাধিপত্য স্থাপনের কোন দরকার আছে, তাও তারা অস্বীকার করে। (৩) বিপ্লবের জন্যে মজুরদের প্রস্তুত করার উপায়রূপে বর্ত্তমান রাষ্ট্রকে ব্যবহার ক'রবার জন্যে মার্ক্স-বাদীরা জিদ করে; অ্যানার্কিষ্টরা এর কোনটাই মঞ্জুর করে না।

যেহেতু মার্কস্ নিজেই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে শুধু নতুন হাতে বদল করার মানে ক্ষমতা-অধিকার মোটেই নয়—সর্ব্বহারাদের এটাকে চূর্ণ ক'রে এর জায়গায় একটা সম্পূর্ণ নতুন কিছু বসাতে হবে,—সেই হেতু এই তর্কালোচনার মধ্যে কাউট্স্কি নয়, প্যানেকোকই মার্ক্স-বাদের প্রতিনিধিত্ব ক'রছেন। কাউট্স্কি আপন মার্ক্স-বাদের দল ছেড়ে দিয়ে সুবিধাবাদের দলে গিয়ে ভিড়েছেন, কারণ এই যে রাষ্ট্র ধ্বংস, যা সুবিধাবাদীদের কাছে ভীষণ অপ্রীতিকর, এইটাই তাঁর হাতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হ'য়েছে। "অধিকারটাকে" বহুসংখ্যক হওয়ার সমান ব'লে ব্যাখ্যা করায় একটা সুবিধাবাদী পলায়ন পথ ছাড়া তার আর কিছুই রইল না।

মার্ক্স-বাদের প্রতি তার বিরুদ্ধতা ঢাকবার জন্যে কাউট্স্কি মার্ক্সের নিজের লেখা থেকেই "কোটেশান" তুলে দেখিয়ে পাণ্ডিত্য ছড়াচ্ছেন।

মার্ক্স ১৮৫০ সালে "রাষ্ট্রের হাতে শক্তি সুস্পষ্টরূপে কেন্দ্রীকরণের" প্রয়োজন সম্বন্ধে লিখেছিলেন; এবং কাউট্‌স্কি বিজয়গর্ব্বে জিজ্ঞাসা ক'রছেন: প্যানেকোক কি "কেন্দ্রীকরণ" ধ্বংস ক'রতে চান? এটা একটা ভেল্কির ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্র বনাম কেন্দ্রীকরণ বিষয়ে বার্ণষ্টাইন্ যেমন মার্ক্স ও প্রুধোঁকে এক ক'রে দিয়েছিলেন, এটাও সেই ধরণের।

কাউট্‌স্কির "কোটেশানটা" এখানকারও নয় সেখানকারও নয় রাষ্ট্রের নতুন ধরণটা পুরানোর মতই কেন্দ্রীকরণ মানে; মজুররা যদি স্বেচ্ছায় তাদের সশস্ত্র শক্তি একত্র করে তাহ'লে সেটা কেন্দ্রীকরণ হবে, কিন্তু এর ভিত্তি হবে কেন্দ্রীভূত গভর্নমেণ্ট যন্ত্র—ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসের ওপর। কাউটস্কির ব্যবহারটা এখানে নিশ্চয়ই সাধু নয়। কমিউন সম্বন্ধে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সুবিদিত দীর্ঘালোচনা গুলো উপেক্ষা ক'রে, যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তাই উদ্ধৃত করা হ'য়েছে।

[কাউট্‌স্কি আরও লিখছেন]: "প্যানেকোক বোধহয় কর্ম্মচারীদের রাষ্ট্রীয় কার্য্যাবলী নষ্ট ক'রতে চান? কিন্তু আমরা আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনেই কর্ম্মচারী বিনা চালাতে পারি না, তার রাষ্ট্র পরিচালনা ত' দূরের কথা। আমাদের প্রোগ্রাম চায় যে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের ধ্বংস করা হবে না, জন সাধারণ কর্ত্তৃক তাদের নির্ব্বাচিত করা হবে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে পরিচালন যন্ত্র ঠিক কি রূপ নেবে, প্রশ্নটা তা নয়—প্রশ্নটা হ'চ্ছে যে আমরা **রাষ্ট্র অধিকার 'করবার আগে** আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম রাষ্ট্রকে নষ্ট ক'রে দেবে (কথার কথায়, গলিয়ে দেবে, "auflost") কিনা [ইটালিক্‌স্ কাউট্‌স্কির] কোন্ মন্ত্রী মণ্ডলকে (Ministry) তার কর্ম্মচারীবৃন্দ সহ নষ্ট করা যেতে পারে? [এরপরে শিক্ষা, বিচার, অর্থ ও সমর মন্ত্রী মণ্ডল একে একে বিবৃত হ'য়েছে]। না, গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে বর্ত্তমান মন্ত্রী মণ্ডলের একটাও উঠিয়ে

দেওয়া হবে না।.. ...যাতে বুঝতে ভুল না হয় তার জন্যে আমি আবার বলছি ; বিজয়ী সোস্যাল-ডেমোক্রাসি "ভবিষৎ রাষ্ট্রকে" কি রূপ দেবে সে প্রশ্ন এখানে নয়, আমাদের বাধা বর্ত্তমান রাষ্ট্রকে কেমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করে সেইটাই হ'ল প্রশ্ন।" এটা একটা স্পষ্ট চাতুরী ; প্যানেকোক্ যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সেটা হ'ল **বিপ্লব**। তাঁর প্রবন্ধের নাম এবং উপরোদ্ধৃত অংশগুলি,এই দুই থেকেই তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কাউট্স্কি দৃষ্টিটাকে বিপ্লব থেকে সুবিধাবাদে ব'দলে ও সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ও সেখান থেকে "বাধার" কথায় লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, এখন আমাদের বাধা দেওয়ার মধ্যেই বদ্ধ থাকতে হবে ; ক্ষমতা জয় করার পর অন্য বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। **বিপ্লব অদৃশ্য হ'য়েছে** ; সুবিধাবাদীরা ঠিক এইই চেয়েছিল।

বাধার কথা ও সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা অবান্তর ; আমাদের দরকার **বিপ্লব** নিয়ে। এবং যখন পরিচালন যন্ত্র ও গভর্মেণ্টের সমস্ত যন্ত্রপাতি ধ্বংস হয় এবং সশস্ত্র মজুরদের একটা নতুন সর্ব্বহারা ধরণের শক্তি তার স্থান পূরণ করে তখনই হয় বিপ্লব।

কাউট্স্কি মন্ত্রী মণ্ডলগুলির প্রতি "কুসংস্কার সদৃশ শ্রদ্ধা" প্রকাশ ক'রেছেন : কিন্তু পরম সর্ব্বশক্তিমান মজুর ও সৈন্যদের প্রতিনিধি সভার অধীন বিশেষজ্ঞ কমিটির কথাই ধরুন;—মন্ত্রীমণ্ডলের জায়গায় এই রকম কমিটি বসান যাবে না কেন? মন্ত্রী-মণ্ডল থাকবে, কি তাকে বিশেষজ্ঞ কমিটিতে পরিবর্ত্তিত করা হবে সেইটাই এ ব্যাপারের সারমর্ম্ম নয়-সেটা সম্পূর্ণ অদরকারী কথা। আসল জিনিষটা এই : যে পুরানো গভর্মেণ্ট যন্ত্র গতানুগতিকতা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে এবং যা মূলধনী শ্রেণীর সঙ্গে সহস্র সূত্রে আবদ্ধ আছে—সেইটাকে আমাদের রাখতে হবে কি ; না সেটাকে ভেঙ্গে তার জায়গায় সম্পূর্ণ নতুন একটা কিছু বসাতে হবে? একটা নতুন শ্রেণী পুরানো শাসন যন্ত্র দিয়েই শাসন চালাবে—

বিপ্লবের মর্ম্ম এই নয়। তার মর্ম্ম হ'ল যে নতুন শ্রেণী পুরানো যন্ত্রকে চূর্ণ ক'রে নতুন যন্ত্রের সাহায্যে শাসন ক'রবে।

মার্ক্স-বাদের এটা একটা মূল ধারণা; কাউট্স্কি এটাকে হয় লুকিয়ে রেখেছেন, নয় মোটেই বুঝতে পারেননি। কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে তাঁর এই প্রশ্ন থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে কমিউনের শিক্ষা বা মার্ক্সের শিক্ষা তিনি কত অল্প বুঝেছেন। "আমরা আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনেই কর্ম্মচারী বিনা চালাতে পারি না"—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভুত্বের অধীনে ও "ধনবাদের" অধীনে আমরা কর্ম্মচারী বিনা চালাতে পারি না; ধনবাদ কর্ত্তৃক সর্ব্বহারারা উৎপীড়িত হয়, শ্রমপরায়ণ জন-গণ গোলামে পরিণত হয়; ধনবাদ, মাইনার গোলামি (wage-slavery) ও জন-গণের দুঃখ ও দারিদ্র্যের ফলে গণ-তন্ত্র সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত ও দলিত হয়। আমাদের রাজনৈতিক পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ান সমূহের কর্ম্মচারীরা কেন অর্থবশ (corrupt) হয় বা অর্থবশীভূত হওয়ার দিকে, আমলায় পরিণত হওয়ার দিকে (অর্থাৎ জন-গণ থেকে বিচ্ছিন্ন **তাদের ওপরে স্থিত** সুবিধাবান [privileged] লোকে পরিণত হওয়ার দিকে) তাদের গতি যায় কেন, তার সঠিক কারণ হ'ল ধনবাদের অধীন জীবনের অবস্থা সমূহ—এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমলা-তন্ত্রের মর্ম্মটাই ঠিক তাই, এবং যত দিন না মূলধনীদের অধিকারচ্যুত ও বুর্জোয়াদের উচ্ছন্ন করা যাচ্ছে ততদিন মজুরদের কর্ম্মচারীদের পক্ষেও কিছু পরিমাণে "আমলা-তান্ত্রিক" হ'য়ে পড়া কেউ বন্ধ ক'রতে পারে না।

কাউট্স্কির কথা থেকে লোকে মনে ক'রতে পারে যে নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারী গঠিত সাম্যবাদে তখনও আমলা ও আমলা-তন্ত্র সহ্য করা যাবে। এইটাই বিরাট ধাপ্পাবাজি। সাম্যবাদের সময় মজুরদের কর্ম্মচারীরা আর 'আমলা" বা "বড় কর্ম্মচারী" (officials) হ'য়ে থাকবে না—বিশেষ করে যখন নির্ব্বাচনের পরে দরকার হ'লেই সরিয়ে নেবার অধিকার

স্বাকৃত হবে; এটা আরও বেশী থাকবে না যখন তাদের মাইনাটা নামিয়ে সাধারণ মজুরের মাইনার সঙ্গে সমান করা হবে; আবার আরও বেশী থাকবে না যখন পার্লামেণ্টারি প্রতিষ্ঠানের বদলে "যে সমস্ত কার্য্যকরা সমিতি আইন তৈরী ও প্রয়োগ দুইই করে", সেই সমস্ত সমিতি বসান হবে। মার্ক্স এই কথাগুলো দেখাবার জন্যেই কমিউনের অভিজ্ঞতা ব্যবহার ক'রেছিলেন।

প্যানোকোকের বিরুদ্ধে কাউট্স্কির সমস্ত যুক্তি থেকে এবং বিশেষ ক'রে—আমরা আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ানেই কর্ম্মচারী বিনা চালাতে পারি না—তাঁর এই সগর্ব্ব যুক্তি থেকে খুব ভাল রকম দেখা যায় যে খোদ মার্ক্স-বাদের বিরুদ্ধে বার্ণষ্টাইনের পুরানো "যুক্তিগুলোই" তিনি গ্রহণ ক রেছেন। "সাম্যবাদী মূলকথা" নামে পলাতক বার্ণষ্টাইনের বইটা "আদিম" গণ-তন্ত্রের ওপর একটা আক্রমণ—এটাকে তিনি "ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নীতিগত (doctrinnaire) গণ-তন্ত্র" ব লে অভিহিত ক'রেছেন। বড় হুকুম, অবৈতনিক কর্ম্মচারী, নির্বীর্য্য কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকেও এতে আক্রমণ করা হয়েছে। ওয়েব দম্পতি ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ান অভিজ্ঞতার যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন—"আদিম গণ-তন্ত্র" কিরকম অচল তা দেখাবার পক্ষে সেইটাই বার্ণষ্টাইনের প্রমাণ। "অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে" সত্তরটা বছরের বিস্তৃতি সত্যই ট্রেড ইউনিয়ান-গুলোর এই দৃঢ় বোধ জন্মিয়ে দিয়েছে যে আদিম গণ-তন্ত্রের কোন মূল্যই নেই, এবং সেজন্যে তারা আমলা-তন্ত্র যুক্ত সাধারণ পার্লামেণ্টারি নীতি দিয়ে তার স্থান পূরণ ক'রেছে।

কিন্তু যে "অবাধ স্বাধীনতার" মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ান গুলো বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে সেটা আসলে **পূর্ণ মূলধনী দাসত্ব** এবং তার অধীনতার মধ্যে এর চেয়ে বেশী স্বাভাবিক আর কি হ'তে পারে? শক্তি ও মিথ্যার যে অশুভ ক্ষমতায় "উঁচু" শাসন পরিচালনের ব্যাপার

থেকে "নীচুর" দলরা বাদ পড়ে তার প্রতি সুবিধা না দিয়ে "উপায় নেই"।

সাম্যবাদের সময় আদিম গণ-তন্ত্রের অনেক কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। সভ্য জাতিসমূহের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম জন-গণের বিরাট সংখ্যা ভোট ও নির্ব্বাচনের সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় ব্যাপার সমূহ পরিচালনার দৈনন্দিন কর্ত্তৃত্বে উন্নীত হবে।

সাম্যবাদের সময় সকলেই পরিচালন কার্য্যে পালা ক'রে এক একবার লাগবে এবং শীঘ্রই ম্যানেজার না থাকার ধারণায় অভ্যস্ত হ'য়ে পড়বে।

যে বিপ্লবী ব্যতিক্রমের আশঙ্কায় সুবিধাবাদীরা আশঙ্কিত, ও ভয়ের জন্যে, অপ্রত্যাহার্য্যরূপে মূলধনীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে অনিচ্ছার জন্যে-যে বিপ্লবী ব্যতিক্রমকে তারা স্বীকার ক'রতে চায়না ; এবং তাড়াতাড়ি থেকে বা বিরাট সামাজিক পরিবর্ত্তন সমূহের অবস্থাজ্ঞানের সাধারণ অভাব থেকে যে ব্যতিক্রমকে তারা দেখতে চায় না—মার্ক্সের আশ্চর্য্য সমালোচক ও বিশ্লেষক মন দেখতে পেয়েছিল যে কমিউনের ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সেই বিপ্লবী ব্যতিক্রমই র'য়েছে। সঙ্কীর্ণ-চিত্ততায় পরিপূরিত সুবিধাবাদ—যে প্রকৃতপক্ষে শুধু বিপ্লবে ও বিপ্লব সৃজনা শক্তিতে বিশ্বাসই হারায়নি, তার ভয়ে ভীষণ ত্রস্ত হ'য়ে র'য়েছে—সেই সুবিধাবাদ যুক্তি দেখায়, "গভর্মেণ্টের পুরানো যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলার কথা কারও ভাবাও উচিত নয়, কারণ কর্ম্মচারী ও মন্ত্রীমণ্ডল বিনা আমাদের চলবে কি ক'রে ?" "গভর্মেণ্টের পুরানো যন্ত্রটাকে ভেঙ্গে ফেলার কথাই শুধু ভাবতে হবে—আগেকার সর্ব্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামিও না, ধ্বংসীকৃত যন্ত্রের বদলে কি বসাতে হবে সে কথায়ও সময় নষ্ট ক'রো না" :—এই রকম ক'রে অ্যানার্কিষ্টরা তর্ক করে : 'অর্থাৎ অ্যানার্কিষ্টদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারাই—বুর্জোয়াদের লেজ ধ'রে

ক্রোপট্‌কিন কোম্পানীর সঙ্গে যারা চ'লে গিয়েছিল তারা নয়। কাযেই যে বিপ্লবী প্রত্যক্ষ সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছে, যে নির্দ্দয়, যে সাহসী অথচ সঙ্গে সঙ্গে যে গণ-উন্নতির সর্ত্তগুলো জেনে রেখেছে—তার মত কার্য্য-কৌশল অ্যানার্কিষ্টদের হয়নি; তাদের কার্য্যকৌশল হ'য়েছে হতাশার কার্য্যকৌশল।

এই দু'রকম ভুল এড়াতেই মার্ক্স আমাদের শিখিয়েছেন। পুরানো গভর্মেণ্টের যন্ত্র ভাঙ্গবার জন্যে তিনি আমাদের অদম্য সাহসের শিক্ষা দিচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটাকে প্রত্যক্ষভাবে কেমন ক'রে রাখতে হয় তাও শেখাচ্ছেন: যে বিস্তৃততর গণ-তন্ত্রে আমলা-তন্ত্র উৎপাটিত হবে তার উপযোগী উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রচলন ক'রে কমিউন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটা নতুন সর্ব্বহারা রাষ্ট্র-যন্ত্র নির্ম্মাণ আরম্ভ ক'রে দিতে পেরেছিল। কমিউনার্ডদের কাছ থেকে বিপ্লবী সাহস শিক্ষা করা যাক। তাদের ব্যবহারিক পদ্ধতির মধ্যে আমরা ব্যবহারিক, দৈনন্দিন ও আশু সম্ভাব্য পদ্ধতির **একটা ইঙ্গিত** দেখতে পাই; এই রকম পথ বেয়েই আমরা আমলা-তন্ত্রের পূর্ণ ধ্বংসে উপনীত হ'তে পারব।

এটাকে ধ্বংস করা যায়। সাম্যবাদ যখন খাটুনির সময় কম ক'রে দেবে, জনগণকে একটা নতুন জীবনে উন্নীত ক'রবে, জনসংখ্যার অধি-কাংশের জন্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি ক'রে দেবে যে **ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে** প্রত্যেকেই গভর্মেণ্টের কায ক'রতে পারবে—তখন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা ধরণ শুকিয়ে মরে যাবে।

কাউট্‌স্কি লিখেছেন, "রাষ্ট্র ধ্বংস কখনও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য হ'তে পারেনা—কোনও বিশেষ প্রশ্নে গভর্মেণ্টের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা, অথবা সর্ব্বহারাদের সঙ্গে আধাপথে মিলতে পারে এইরকম গভর্মেণ্ট দিয়ে শত্রুভাবাপন্ন গভর্মেণ্টকে পরিবর্ত্তিত করা—এই শুধু তার উদ্দেশ্য হ'তে পারে।......কিন্তু কখনও, কোনো অবস্থায়ই, এর [শত্রুভাবাপন্ন গভর্মেণ্টের

ওপর সর্ব্বহারাদের জয়লাভের] থেকে রাষ্ট্র ধ্বংসে চলা যেতে পারেনা। **রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে** কিছু পরিমাণ অদলবদলই এর থেকে হ'তে পারে।... সুতরাং আগের মতই আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য থাকছে— পার্লামেণ্টে অধিকসংখ্যক হ'য়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই ক্ষমতা দখল করা ও পার্লামেণ্টকে গভর্মেণ্টের প্রভু পরিণত করা।"

এটা সবচেয়ে নীচ সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়—মুখে বিপ্লবকে সমর্থন ক'রে কাযে তাকে খেলাপ করা। "সর্ব্বহারাদের সঙ্গে আধাপথে মিলতে পারে এইরকম গভর্মেণ্ট" পর্য্যন্তই কাউটস্কির কল্পনার দৌড়— ১৮৪৭ সালে যখন "কমিউনিষ্ট ইস্তাহার' "শাসকশ্রেণীরূপে সংঘবদ্ধ সর্ব্বহারা সংগঠনের" কথা ঘোষণা ক'রেছিল—এতে তখনকার থেকেও বেশী সঙ্কীর্ণ-চিত্ততায় চ'লে যাওয়া হ'য়েছে। সিডম্যান, প্লেখানভ্ ও ভ্যাণ্ডার-ভেল্ডদের সঙ্গে কাউট্স্কির প্রিয় "মিলন" সম্পন্ন ক'রতে হবে: যে গভর্মেণ্ট "আধাপথে সর্ব্বহারাদের সঙ্গে মিলবে" তার জন্যে লড়তে এরা 'লটকে লট' রাজী।

কিন্তু আমরা এগিয়ে গিয়ে সাম্যবাদের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রব। এবং শ্রেণী-সচেতন সমস্ত সর্ব্বহারা আমাদের সঙ্গে থাকবে—"শক্তি অদল-বদলের" জন্যে নয়, **মূলধনীশ্রেণীকে উচ্ছেদ ক'রবার জন্যে,** বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি নীতিকে **ধ্বংস ক'রবার** জন্যে, কমিউনের ধরণে একটা গণ-তান্ত্রিক জন-তন্ত্র গ'ড়ে তুলবার জন্যে বা মজুর ও সৈন্যদের প্রতিনিধি সমন্বিত সোভিয়েট জন-তন্ত্র—সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী একাধিপত্য-গ'ড়ে তুলবার জন্যে।

* * * *

কাউটস্কির আরও "দক্ষিণে" (মানে কাউট্স্কির চেয়ে আরও নরম-পন্থী—অনুবাদক।) আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদের মধ্যে জার্মাণীতে "সাম্যবাদী মাসিক" এর (Sozialistsche Monatshefte) মত প্রবণতা র'য়েছে

লেজিয়েন, ডেভিড, কোল্ব্ ও অন্য অনেকে এবং ষ্টানিং ও ব্রাণ্টিং প্রমুখ স্কাণ্ডিনেভিয়ানদ্বয়) : ফ্রান্স্ ও বেলজিয়ামে জোরস্ ও ভ্যাণ্ডারভেল্ডের অনুগামিগণ : ইটালিয়ান পার্টির টুরাটি, ট্রেভে ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ : ইংল্যাণ্ডে ফেবিয়ান ও "স্বাধীনগণ" (স্বাধীন শ্রমিক পার্টি কিন্তু বস্তুতঃ উদারনৈতিকদের অধীন) ; এবং এইরকম আরও সব বিভাগ। এইসব ভদ্রলোক পার্লামেণ্টারি কাযে ও পার্টির লেখালেখিতে খুব বড় এবং অনেক সময়ে প্রধান অংশ অভিনয় ক'রলেও, নির্দ্দিষ্টরূপে সর্ব্বহারাদের একাধিপত্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং খোলাখুলি সুবিধাবাদের পলিসি মত চলেন। এইসব ভদ্রলোকের চোখে, সর্ব্বহারা একাধিপত্য গণ তন্ত্রের "প্রতিবাদ করে"! সত্যিই, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তান্ত্রিকদের থেকে প্রভেদ ক'রবার মত এঁদের বিশেষ কিছুই নেই।

এই সব ব্যাপার বিবেচনা ক'রলে আমাদের সিদ্ধান্ত ক'রবার অধিকার হয় যে সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল, তার অধিকাংশ সরকারী প্রতিনিধিদের বিরাট সংখ্যার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সুবিধাবাদের পঙ্কে ডুবে গিয়েছে। কমিউনের অভিজ্ঞতা শুধু বিস্মৃতই হয়নি, বিকৃতও হ'য়েছে। যে সময়ে মজুররা রাষ্ট্রের পুরানো যন্ত্র চূর্ণ ক'রে তার স্থানে নতুন একটা বসাবে এবং যাতে ক'রে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য দিয়ে সমাজের সাম্যবাদী পুনর্গঠনের গোড়াপত্তন ক'রবে—সেই সময়ের নিকট সন্নিধানের কথা মজুরদের মনে জীবন্ত ক'রে দেওয়ার বদলে তারা মজুরদের সত্যি সত্যি ঠিক এর উল্টোটাই শিখিয়েছে এবং "ক্ষমতা অধিকারটাকে" এমন ভাবে দেখিয়েছে যাতে সুবিধাবাদের উপযোগী হাজারটা ফুটো তাতে থেকে যায়।

ইংল্যাণ্ড কি জার্মাণী, এই মূলধনী দল (financial group) কি ওই মূলধনী দল পৃথিবীর ওপর আধিপত্য ক'রবে ব'লে যখন রাষ্ট্রসমূহ

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে তাদের স্ফীত সামরিক যন্ত্র নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন হরণকারী ভীষণ জানোয়ারে পরিণত হ'য়েছিল, সেই সময়ে সর্ব্বহারা বিপ্লব ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধের কথাটা এই রকম গণ্ডগোল ক'রে চাপা দিয়ে দেওয়ার পরিণাম বড়ই গুরুতর হ'য়েছিল।

প্রথম খণ্ড শেষ *

* এই প্রথম খণ্ডের পরে লেনিনের একটা দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাশিয়ার ঘটনা-চক্রের দ্রুত গতি তাঁর বাকী জীবনকে এত বেশী ব্যস্ত ক'রে রেখেছিল যে জীবনের মধ্যে এ ইচ্ছা তাঁর আর পূর্ণ হয়নি।—অনুবাদক।